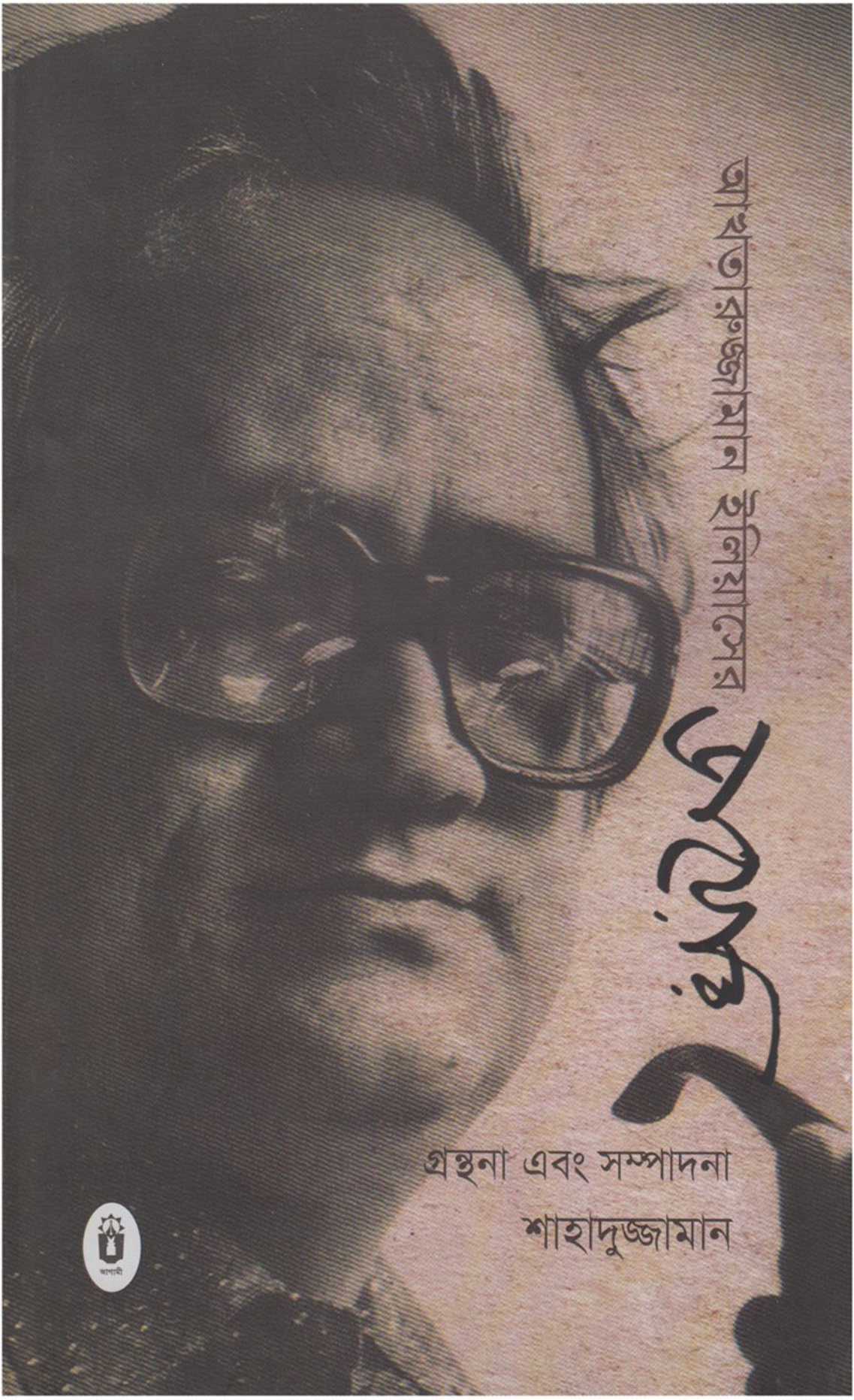

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কবিতা

গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা

শাহাদুজ্জামান

ডায়েরি অন্তরালে চর্চার বিষয়। এতে ফুটে থাকে একজন ব্যক্তিমানসের মানচিত্র। কিন্তু সেই মানচিত্রে প্রচ্ছন্ন থাকে একটি কাল, একটি সমাজ। ফলে ডায়েরি একটি সামাজিক দলিলও। আর ডায়েরিটি যদি হয় কোনো নিষ্ঠাবান লেখকের তাহলে তা হয়ে উঠতে পারে লেখকের কৌতূহল, প্রস্তুতি, নিমগ্নতা অনুধাবনের একটি সূত্র। হতে পারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপাত্ত। সুতরাং নিভৃতে চর্চা করা হলেও লেখকের ডায়েরি সর্বসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত হলে লাভ নানা মাত্রায়। দেখতে পাই ডায়েরিগুলোর ভেতর ফুটে আছেন বর্ণাঢ্য এক ইলিয়াস।

ISBN 978 984 04 1513 7

শাহাদুজ্জামান বাংলাদেশের মননশীল কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট নাম। তিনি নানা বিষয়ে ব্যতিক্রমী, নিরীক্ষাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করে চিন্তাশীল পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে। পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং অধ্যাপনায় যুক্ত আছেন। শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়।

ছোটগল্প : *কয়েকটি বিহবল গল্প*, *পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ শাহাদুজ্জামানের গল্প*, *অগল্প*, *না গল্প* সংগ্রহ, *কেশের আড়ে পাহাড়* *Ibrahim Buksh's Circus and Other Stories (Translated by Sonia Amin)*

উপন্যাস : *ক্রাচের কর্নেল*, *বিসর্গতে দুঃখ*, *খাকি চত্বরের খোয়ারী*

ভ্রমণ : *আমস্টার্ডাম ডায়েরি এবং অন্যান্য*

গবেষণা : *একটি হাসপাতাল*, *একজন নৃবিজ্ঞানী*, *কয়েকটি ভাঙ্গা হাড়*

সাক্ষাৎকার : *কথাপরম্পরা*, *দূরগামী কথার ভেতর*

চলচ্চিত্র : *চ্যাপলিন*, *আজো চমৎকার*, *বায়োস্কোপ*, *চলচ্চিত্র প্রভৃতি*, *ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস : চিত্রনাট্য*

অনুবাদ : *ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন এবং অন্যান্য*

অনুবাদ গল্প : *ভাবনা ভাষান্তর*

প্রবন্ধ : *লেখালেখি*, *চিরকুট*, *টুকরো ভাবনা*

গ্রন্থনা, সম্পাদনা : *দেখা না দেখার চোখ*

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি

গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা
শাহাদুজ্জামান

আগামী প্রকাশনী

ভূমিকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আমার পরিচয় আশির দশকের শেষে। মননশীল সাহিত্যের ক্ষুধা আমাকে টেনে নিয়ে যায় ইলিয়াসের সাহিত্যকর্মের কাছে। এক পর্যায়ে সুযোগ ঘটে তার সঙ্গে পরিচয়ের। ব্যক্তি ইলিয়াসের সঙ্গে পরিচয়ে আমি বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ি। একাধারে এমন বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রাণবন্ত, বিনয়ী এবং অভিজাত মানুষ আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। প্রথম পরিচয়েই আমি তার ব্যক্তিত্বের চারপাশে ছড়ানো অদৃশ্য জালে আটকা পড়ি। এরপর খানিকটা ঘোরগ্রস্তের মতই অবিরাম মুখোমুখি হতে থাকি তার। কখনো তার বাড়িতে কখনো তার কাজের স্থান ঢাকা কলেজে, মিউজিক কলেজে। তার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে মনে হতো ভাবনার নানা চোরাগোপ্তা চত্বরে হঠাৎ আলো পড়ছে যেন। কিন্তু আমি যখন তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, আমার জানবার কথা নয় জীবনকে তুমুলভাবে নিংড়ে বেড়ানো এই মানুষটির জীবন আসলে তখন তলানিতে। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর সামান্য কয়টি বছর তার সান্নিধ্য পাবার সুযোগ হয়েছে আমার। তবে সেটুকুই আমার জন্য হয়ে আছে অনন্য এক মানবিক এবং সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা। গল্পচ্ছলেই তার একটি নিবিড়, অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম একবার যা প্রথম চট্টগ্রামের লিরিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এবং পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আমার 'কথা পরম্পরা' বইয়ে। সেই সাক্ষাৎকার নতুন করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছিল ইলিয়াসকে। বন্ধু মহলের বাইরে আমার নিজের লেখা গল্পের তিনিই ছিলেন প্রথম পাঠক। আমার সাহিত্য আকাঙ্ক্ষার পাশে দাঁড়াবার সাড়া দিয়েছেন তিনি। ইলিয়াস যখন 'খোয়াবনামা' লিখছেন তখন অনেকবার গেছেন উত্তরবঙ্গে আমার কর্মস্থলে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি ঘোড়াঘাট, নাকাইহাট, গেবিন্দগঞ্জে। যে অঞ্চল হবে তার খোয়াবনামার প্রেক্ষাপট। খোয়াবনামা লেখার এবং প্রকাশের পুরো প্রক্রিয়ার সময়টি খুব কাছাকাছি দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। উপন্যাসটির শেষ অংশ লিখতে লিখতেই তার শরীরে আক্রমণ করে ঘাতক ক্যান্সার। তিনি যখন কোলকাতার হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে তখন দেশের বইমেলায় প্রকাশ হলো তার শেষ উপন্যাস খোয়াবনামা। বইটির কপি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম কোলকাতায়। হাসপাতালের বিছানায় বসে যখন তিনি নাকে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিচ্ছেন তখন তার বিছানার নিচে একপাটি স্যান্ডেল। এক পা কেটে ফেলাতে আরেক পাটি স্যান্ডেলের প্রয়োজন মিটেছে চিরতরে। তবু এক পা ভর করেই আবার যাবেন মহাস্থানগড়ে বলছিলেন, সেখানেই তো তার পরবর্তী উপন্যাসের চরিত্ররা। তিনি যখন এসব প্রতিজ্ঞা করছেন তখন তার শরীরের হন্তারক ক্যান্সার চাপা হাসি হেসেছে নিশ্চয়ই। মৃত্যুর আগের রাতেও গিয়ে বসেছি তার বিছানার পাশে। আলোর উল্টোদিকে এক্সরে মেলে ধরে আমার চিকিৎসক পরিচয়ের উপর আস্থা রেখে জানতে চেয়েছেন, 'বাঁচবো তো?' আমার কি সাধ্য এ প্রশ্নের উত্তর দেই। ১৯৯৭-এর জানুয়ারিতে মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুর পর গেছি তার টিকাটুলীর ফাঁকা বাড়িতে। ইলিয়াস ভাইয়ের স্ত্রী সুরাইয়া ভাবির সাথে এলোমেলো আলাপের ফাঁকেই চোখে পড়ে বইয়ের তাকের একপাশে রাখা ডায়েরিগুলো। হঠাৎ মনে পড়ে আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ঐ ডায়েরি খুলে পড়ে শোনাতেন টুকে রাখা কোনো কবিতা বা উদ্ধৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোভ হয় সাজিয়ে রাখা ঐ ডায়েরিগুলোতে চোখ রাখার। পরিবারে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে সুরাইয়া ভাবিকে অনুরোধ করি আমাকে ঐ ডায়েরিগুলো পড়বার অনুমতি দেবার। তিনি আমাকে অনুমতি দেন। বিপুল উত্তেজনায় বইয়ের তাকে থাকা সবকটি ডায়েরি নিয়ে ছুটে আসি নিজের বাড়িতে। রাত জেগে গোগ্রাসে পড়তে থাকি ডায়েরিগুলো। ডায়েরির পাতাগুলো আলোর খুব কাছে নিয়ে ধরি। ভেসে ওঠে ইলিয়াসের পরিচিত প্রিয় মুখ। অক্ষরগুলো বিষণ্ন দেখায়। ডায়েরির পাতার পর পাতা ওলটাতে গিয়ে আর্দ্র হয়ে উঠি।

ডায়েরি অন্তরালে চর্চার বিষয়। এতে ফুটে থাকে একজন ব্যক্তিমানসের মানচিত্র। কিন্তু সেই মানচিত্রে প্রচ্ছন্ন থাকে একটি কাল, একটি সমাজ। ফলে ডায়েরি একটি সামাজিক দলিলও। আর ডায়েরিটি যদি হয় কোনো নিষ্ঠাবান লেখকের তাহলে তা হয়ে উঠতে পারে লেখকের কৌতূহল, প্রস্তুতি, নিমগ্নতা অনুধাবনের একটি সূত্র। হতে পারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপাত্ত। সুতরাং নিভৃতে চর্চা করা হলেও লেখকের ডায়েরি সর্বসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত হলে লাভ নানা মাত্রায়। দেখতে পাই ডায়েরিগুলোর ভেতর ফুটে আছেন বর্ণাঢ্য এক ইলিয়াস। পরিবারের সাথে আলাপসাপেক্ষেই ডায়েরিগুলো প্রাকাশের সিদ্ধান্ত নেই। দায়িত্ব নেই ডয়েরিগুলোর সম্পাদনা এবং গ্রন্থনা করবার। কম্পিউটারে তখনো পারদর্শী নই, ফলে সবকটি ডায়েরি হাতে লিখে কপি করি। ডায়েরিগুলো কপি, সম্পাদনা এবং গ্রন্থনা করতে গিয়ে একজন প্রিয় লেখক, একজন প্রয়াত অগ্রজ সুহৃদের একান্তে রচিত পঙ্‌ক্তিমালার প্রথম পাঠক হওয়ার রোমাঞ্চ আর বিষাদের অভিজ্ঞতা আমার নিজস্ব সঞ্চয় হয়ে রইল। সম্পাদিত এই ডায়েরিগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় শাহীন হাসান সম্পাদিত 'নিরন্তর' পত্রিকায় ১৯৯৯ সালে।

ডায়েরিগুলোর আরো খানিকটা বিস্তারিত পরিচয় দেবার আগে এ সংক্রান্ত একটি অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করি। 'নিরন্তর' পত্রিকায় ইলিয়াসের ডায়েরিগুলো প্রকাশের বছরখানেক পর ২০০২ সালে হঠাৎ একদিন জানতে পারি, দুই লোক আমার কিম্বা নাঈমের কোনো অনুমতি ছাড়াই নিরন্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ইলিয়াসে ডায়েরি তাদের দু'জনের নামে বই আকারে প্রকাশ করেছে। বইটি আমার হাতেও আসে। দেখতে পাই মাহবুব কামরান এবং মুজীবল হক কবীর নামে দুই লোক এই বইটি প্রকাশ করেছে শোভা প্রকাশ নামের একটি প্রকাশনী থেকে। সামাজের নানা ক্ষেত্রে জোচ্চুরি দেখতে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু সাহিত্য অঙ্গনে এবং বিশেষ করে ইলিয়াস ভাইকে নিয়ে এ ধরনের প্রতারণায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আমি সে সময়ের প্রথম আলো পত্রিকায় লিখি। ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে পড়াতে আরো বেশ কিছু পাঠক এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় পত্রিকায়। এক পর্যায়ে শোভা প্রকাশ বইটি বাজার থেকে তুলে নেয়। অনেকদিন পর ইলিয়াস ভাইয়ের ডায়েরিটি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ দুই লোকের চৌর্যবৃত্তির কথাটি ক্ষোভের সঙ্গে মনে পড়ছে আবার।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি প্রসঙ্গে আসি। ইলিয়াস ভাইয়ের এগারটি ডায়েরি হাতে পেয়েছিলাম আমি। সবচেয়ে পেছনের ডায়েরিটি ১৯৬৮ সালের এবং সর্বশেষটি ১৯৯৫-এর। এর মাঝে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বছরের ডায়েরি। প্রথমটি লাল রেক্সিন মোড়া ছোট একটি নোটবুক, বাকি সবগুলো বিভিন্ন ব্যাংক, কোম্পানির নামে প্রকাশিত বাৎসরিক ডায়েরি বই। লক্ষ করেছি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে খুব নিয়মিত, ধারাবাহিক ডায়েরি লিখতেন তা নয়। শুধু ১৯৬৮-৬৯ সালে কয়েক মাস গণঅভ্যুত্থানের দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ ছাড়া কখনও তিনি ঠিক দিনপঞ্জি রচনা করেননি। ফলে পরবর্তীকালের ঘটে যাওয়া দেশের রাজনীতির প্রধান অনেক ঘটনা সম্পর্কেই তার কোনো মন্তব্য নেই ডায়েরিতে। ডায়েরিগুলোর অধিকাংশ পাতাই শূন্য। তার ওপর আবার বিভিন্ন পৃষ্ঠাজুড়ে রয়েছে ক্লাস রুটিন, কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে দরখাস্তের খসড়া, মাসিক বেতন, খরচ ইত্যাদির হিসাব, পরিচিতদের ঠিকানা ইত্যাকার নানা কিছু।

নেহাতই মেজাজমর্জির উপর নির্ভর করে অনিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন ইলিয়াস ভাই। অগোছালোভাবে লিখিত হলেও এই ডায়েরিগুলো থেকে পেয়ে যাই অনেক মূল্যবান অনুষঙ্গ। পেয়ে যাই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল সময়গুলোর প্রায় প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য নানা তথ্য। ভেসে ওঠে *চিলেকোঠার সেপাই*-এর প্রেক্ষাপট। আবার ঐ তোলপাড় রাজনীতির তথ্যঠাসা ডায়েরির ফাঁকে যখন আবিষ্কার করি ঠুংরির কয়েকটি চরণ কিংবা সেদিনকার জনপ্রিয় কিছু সিনেমার নাম তখন তা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রস আহরণের বৈচিত্র্য এবং আগ্রহের বিস্তৃতিরই প্রমাণ দেয়। এছাড়া তাঁর ডায়েরিতে ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত অনেক উদ্ধৃতি। বিচিত্র উৎস থেকে সেসব সংগৃহীত। আইনস্টাইন, মার্কস, ইয়েটস, সার্ভেন্তিস, দস্তয়ভস্কি থেকে শুরু করে বেদ, বাইবেল, কোরান অবধি। এইসব উদ্ধৃতি ধারণ করে আছে তাঁর রুচি এবং উৎসাহের পরিব্যাপ্তিকে। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার খসড়া, প্রস্তুতিমূলক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি এই ডায়েরিগুলোতে রয়েছে বেশ কয়েকটি অলিখিত গল্পের কাহিনীসূত্র ও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর পরিকল্পিত উপন্যাসটির প্রাথমিক রূপরেখা। এর ফাঁকে ফাঁকে কোনো কোনো পৃষ্ঠায় রয়েছে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কিছু আনন্দ আর বেদনার কথা, আছে মা'র অসুস্থতা আর বাবার জন্মদিন নিয়ে ভাবনা। উপরন্তু ডায়েরির পাতায় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে তাঁর ভাবনা, সুন্দরবন, নিঝুম দ্বীপ ভ্রমণের চমৎকার বর্ণনা, সেই সঙ্গে সুন্দরবন নিয়ে লেখা কবিতা কিংবা সার্ত্রের মৃত্যু, আফ্রিকান সাহিত্য এমনকি নিজের কলম নিয়ে লেখা রচনাগুলো কৌতূহলোদ্দীপক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লেখায় যে এলাকার বর্ণনা দেবেন, প্রায়শ তার একটি ছক এঁকে রাখতেন। 'যুগলবন্দী' গল্পের চরিত্র আসগর মাঝরাতে কমলা সংগ্রহ করতে গিয়ে চট্টগ্রামের যেসব পথ ধরে যাচ্ছে তার হাতে আঁকা একটি ম্যাপ পাচ্ছি ডায়েরির পাতায়, পাচ্ছি *চিলেকোঠার সেপাই*-এর হাড্ডি খিজিরের মৃত্যুদৃশ্যের স্কেচ।

ডায়েরির পাতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আরেকটি প্রবণতা লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি। প্রতি বছরের ডায়েরিতে তাঁর জন্মদিন, ১২ই ফেব্রুয়ারির পৃষ্ঠায় তিনি লিখে রাখছেন তাঁর জন্মের বছরটি। যেমন ১৯৮১-তে লিখছেন ১৯৪৩-১৯৮১। যেন মেপে দেখছেন কতটা পথ পেরিয়ে এলেন। ১৯৭৬-এ তাঁর তেত্রিশতম জন্মদিনে তিনি স্মরণ করেছেন তেত্রিশ বছর বয়সে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর কথা। ১৯৮২-তে এসে লিখছেন "1943-1982, 39 years passed, how many years left?" পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করে স্তম্ভিত, বেদনার্ত হয়েছি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ডায়েরি লিখেছেন কখনও বাংলায়, কখনও ইংরেজিতে। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ভাবনাকে তিনি সাজিয়েছেন ক্রমিক নম্বর বসিয়ে। ছাপাবার সময় তাঁর লেখার ধরনটি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে। পাঠের সুবিধার জন্য তারিখগুলো একটি নির্দিষ্ট ধারায় লেখা হয়েছে। এছাড়া অস্পষ্টতার কারণে যেসব শব্দ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সেসব জায়গা খালি রাখা হয়েছে।

বছরের ক্রমানুসারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এগারটি ডায়েরির নির্বাচিত পৃষ্ঠগুলো উপস্থাপন করলাম এখানে। প্রতিটি ডায়েরির পাতাগুলো উপস্থাপনের সময় সেই ডায়েরিটির উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গগুলোর কথা জানিয়েছি যথাস্থানে। ডায়েরির পাতাগুলো পড়তে পড়তে পাওয়া যাবে জীবনকে চারপাশ থেকে নিবিড়ভাবে দেখতে থাকা এক কৌতূহলী মানুষকে।

শাহাদুজ্জামান

২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Friday

23

১৩ জ্যৈ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৯৬৮

(লাল রেক্সিনে মোড়া ছোট একটি নোটবই। এতে ১৯৬৮ সালের শুধু ডিসেম্বর মাসের কিছু লেখা আছে, আছে ১৯৬৯ সালের প্রথম কয়েক মাসের লেখা আর একটি পৃষ্ঠায় শুধু ১৯৭০ সালের কথা। নোটবুকের শুরুতে আছে কোরানের একটি বাণী। রেফারেন্সটি না থাকলে লাইনটি পড়ে হঠাৎ মনে হয় বুঝিবা কোনো শিল্পীরই উচ্চারণ। এরপর আছে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হওয়া গণআন্দোলন, গনঅভ্যুত্থানের নানা তথ্য। সে সময় দেশের কিছু অঞ্চলে হঠাৎ গরু চুরির উৎপাত বেড়ে যাওয়ার উল্লেখটি কৌতূহলোদ্দীক। কারণ এই গরু চুরি প্রসঙ্গটি পরে আমরা তার চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে দেখতে পাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই রাজনৈতিক ডামাডোলের খবরের এক ফাঁকে তিনি লিখে রাখছেন তৎকালীন কিছু জনপ্রিয় ধারার ফিল্মের নামও। যেগুলো তিনি হয়তো দেখেছেন বা দেখবেন বলে ঠিক করেছেন।)

তারিখবিহীন

"My lord dilate my breast and ease my task and untie the knots of my tongue that they understand me."

(Sura Ta Ha : The Quran)

Sunday, Dec 8

ভাসানী ন্যাপ আহূত হরতাল সফল। পুলিশের গুলিবর্ষণ। সকালবেলা ১১টায় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নীলক্ষেতের কাছে পুলিস প্রথম লাঠিচার্জ করে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। কিছুক্ষণ পর আবার মিলিত হয়ে পুলিসের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিস গুলিবর্ষণ করলে আবদুল মজিদ নামে ওয়াপদার একজন কর্মচারী মারা যায়। হাতীরপুল পাওয়ার হাউজের কেরানী। কিছুক্ষণ পর সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানের কর্মচারী কুমিল্লা নিবাসী ১৫ বৎসর বয়সী আবু মিয়াও মারা যায়। ৩০ জন আহত এবং ৩০০ গ্রেফতার।

Monday, Dec 9

ঢাকায় জনসভা ও বিক্ষোভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tuesday, Dec 10
খুলনা ও যশোরে সংঘবদ্ধ গোরুচোরের উৎপাত। এক ধরনের দালাল আছে যাদের কাছে ধর্ণা দিলে টাকার বিনিময়ে চোরাইগোরু ফেরত পাওয়া যায়। গোরুর মালিকেরা তাই দিনের পর দিন রাত জেগে গোরু পাহারা দেয়। গোরুর মালিক যদি গোরু শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে বা গোয়ালঘরে তালা দিয়ে রাখে তবে গোরু উদ্ধার করতে গেলে তালাচাবির ক্ষেত্রে ৫ টাকা ও শিকলের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। দুটো গোরু একসঙ্গে চুরি হলে একটি গোরুর পূর্ণ বাজার দর দিতে হয়। খুলনার তালা ও ডুমুরিয়া এবং যশোরের কেশবপুর থানায় এই ধরনের গোরুচোর সর্বাধিক।

Thursday, Dec 12
পিণ্ডিতে কর্মরত জনৈক সাংবাদিকের ওপর ইসলামাবাদ কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি মালিক শের বাহাদুরের গুলিবর্ষণ ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের ক্রমবর্ধমান সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য গতকাল ১১.১২.১৯৬৮ তারিখে পাকিস্তানের কোথাও কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি।

Saturday, Dec 14
গতকাল ১৩.১২.১৯৬৮ তারিখে প্রদেশব্যাপী সফল হরতাল।

Sunday, Dec 15
গতকাল পুলিসের গুলিতে চট্টগ্রামে একজন নিহত। চৌমুহনীতে গুলিবর্ষণ।

Tuesday, Dec 17
সিরাজগঞ্জে ত্রাস। গৃহে গৃহে পুলিসের তল্লাশি অব্যাহত।

Wednesday, Dec 18
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের লন্ডন সফর বাতিল, সৌদি আরব যাত্রা স্থগিত।

Saturday, Dec 21
পুলিসের গুলিতে নিহতদের গায়েবানা জানাজা।

Sunday, Dec 22
ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের দিন রাজশাহীতে মিছিল।

Friday, Dec 27
১. আড়াই মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। কলাভবনে কালো পতাকা। দাবি আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. প্রিজন ভ্যান ভেঙে ও প্রিজন ভ্যানের প্রহরীদের ছুরিকাহত করে ১৩ জন আসামির পলায়ন।

Tuesday, Dec 31

একটি চিঠি :

এই বৎসর অতিবৃষ্টির ফলে কৃষকের কি অবস্থা পাড়াগাঁয় না আসিলে তাহা বোঝানো যায় না। মাগুরা মহকুমার কৃষক ফসল পায় নাই। তবু তহশীলদারদের অত্যাচার অব্যাহত রহিয়াছে। সার্টিফিকেট জারি, মালক্রোক ও হালের বলদ ধরিয়া লইয়া যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

তারিখবিহীন

Film

শাহী সিপাহী : জেবা। রূপবানের রূপকথা : সুজাতা, মান্নান। মোমের আলো : সুজাতা, আনোয়ার। হীরা আওর পাথর : জেবা, ওয়াহিদ মুরাদ। পারুলের সংসার। এক মুসাফির এক হাসিনা। খানা খোদা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৯

(১৯৬৯ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের নোট আছে আগে উল্লেখিত লাল রেক্সিনে মোড়া নোটবইটিতে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান তখন তুঙ্গে। চারিদিকে মিটিং , মিছিল, ধর্মঘট, কার্ফু, গুলি, মৃত্যু। দেশজুড়ে ঘটতে থাকা নানা ঘটনার খুঁটিনাটি তিনি টুকে রেখেছেন এই নোটবইয়ে। ইলিয়াসের পাঠক মাত্রই টের পাবেন 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর পুরো আবহটি। এই রাজনৈতিক জঙ্গমতার ভেতরও ফিল্মভক্ত ইলিয়াস টুকে রাখতে ভোলে নি ভারতীয় নায়িকা মধুবালার মৃত্যুসংবাদটি।)

জানুয়ারি

Thursday, 2

মহিমাগঞ্জ চিনিকল এলাকায় আখচাষীগণ একদিকে চিনিকল থেকে আখের ন্যায্যমূল্য পায় না, ওদিকে নিজেদের প্রয়োজনে তাদের গুড় তৈরি করতেও দেওয়া হচ্ছে না। পুলিস আখ মাড়াই কলগুলো সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে দখল করে নেয়।

Sunday, 5

১. ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ৪০ হাজার চাষী আখ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে, ফলে উত্তর বাংলার ৭টি চিনির কল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক বাণিজ্যনীতি প্রণয়নের জন্য চেম্বার অব কমার্সের আবেদন।

Monday, 6

১. গতকাল ৫.১.৬৯ তারিখে মুসলিম লীগের জনৈক প্রভাবশালী নেতা গুণ্ডাদের নিয়ে নরসিংদী EORTC ডিপোতে ঢুকে ধর্মঘটরত শ্রমিকদের প্রহার করে।
২. ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি প্রদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tuesday, 7
সিরাজগঞ্জে পুলিসি ত্রাস। মওলানা ভাসানী আহূত ধর্মঘট উপলক্ষে জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য ইন্দু সাহাকে গ্রেফতার করে পুলিস তার ওপর নির্যাতন চালায়।

Wednesday, 8
NAP-এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা ও কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হকের ওপর হুলিয়া।

Thursday, 9
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

Sunday, 12
১. EPRTC নরসিংদী সাব-ডিপোর শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ নরসিংদীতে জনসভা।
২. শুক্রবার ১০ জানুয়ারি NSF-এর মাহবুবুর রহমান ওরফে খোকাকে পুলিস গ্রেফতার করে। ৪ জানুয়ারি বেলা ১টায় পার্ক মোটর্সের কাছে রমনা বোর্ডিং-এ ঢুকে খোকা ও তার সঙ্গীরা ১৭ নম্বর ঘরে মোটার আবদুল রহিমকে ধরে রাখে এবং তার স্ত্রী হাসিনা খাতুনকে ধর্ষণ করে। হোটেলের ম্যানেজার রমনা থানায় এজাহার দিতে গেলে ASI তাকে এজাহার দায়ের না করার পরামর্শ দেন।
৩. DUCSU-র VP তোফায়েল প্রেসিডেন্টকে প্রেরিত এক তারবার্তায় সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের 3rd yr. Hons-এ promoted হওয়ার সুযোগ দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেন।

Tuesday, 14
নরসিংদী টেলিফোন এক্সচেঞ্জে মুসলিম লীগ কর্মী কাম গুণ্ডাদের আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মঘট।

Wednsday, 15
উত্তর বাংলায় শীত।

Friday, 17
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে দাবি দিবস। গতকাল ১৬ই জানুয়ারি ঢাকার আকাশে বিমানে করে ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের নামে প্রকাশিত অসংখ্য ইস্তাহার ছড়ানো হয়। এইসব ইস্তাহারে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, যে কোনো ধরনের মিছিল আইনভঙ্গ বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচিত হবে। মিছিলের কুফল বয়ান করে বিরোধী দলসমূহের আন্দোলনের কর্মসূচিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গভর্নর আবদুল মোনেম খান বেতার ভাষণে এই প্রোগ্রামকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন। গতকাল সন্ধ্যায় সরকার সমর্থক একটি পত্রিকা টেলিগ্রাম সংখ্যা বের করে মোনেম খানের বক্তৃতা প্রচার করে এবং বিনা পয়সায় এই টেলিগ্রাম বিলি করা হয়।

১৭ তারিখ বেলা এগারটায় ১১ দফার সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় মিটিং হয়। সভার পর তিন-তিনজনের শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠিচার্জ করে। ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষ।

১৭.১.৬৯-এ বেলা দেড়টায় বায়তুল মোকাররম থেকে গণমিছিল বেরিয়ে বার লাইব্রেরি পর্যন্ত যায়। মিছিলের গতি রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পুলিস প্রথম থেকেই মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং SEATO প্রদত্ত লাল রায়ট কার থেকে রঙিন পানি ছুঁড়ে নেতা-কর্মী ও জনসাধারণকে ভিজিয়ে দেয়। প্রথম দিকে মানুষ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে ৩ জন করে এক একটি group মিছিলে অগ্রসর হয়। কিন্তু নবাবপুর রেলগেটে আবার পুলিসে হামলা চললে লোকজন ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বিশাল মিছিলে একত্রিত হয়।

মিছিল ও সভার স্লোগানসমূহ

১. ডিক্টেটরি চলবে না। ২. সার্বজনীন ভোটাধিকার দিতে হবে। ৩. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কর। ৪. শেখ মুজিব ও অন্যান্য ভুট্টোর মুক্তি চাই। ৫. রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। ৬. গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার কর। ৭. রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার কর। ৮. ইত্তেফাক ও ... চালু কর। ৯. জরুরি অবস্থার প্রত্যাহার চাই।

প্রধানত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের স্লোগান

১. স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ২. ছয় দফা মানতে হবে। ৩. জাগো জাগো বাঙালি জাগো। ৪. পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা। ৫. পিণ্ডি না ঢাকা-ঢাকা, ঢাকা। ৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মানি না মানি না।

প্রধানত বামপন্থীদের প্রদত্ত স্লোগান

১. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। ২. দুনিয়ার মজদুর এক হও। ৩. লাঙল যার জমি তার। ৪. কেউ খাবে কেউ খাবে না– তা হবে না তা হবে না। ৫. মালিক খাবে শ্রমিক খাবে না– তা হবে না তা হবে না। ৬. জোদ্দার খাবে কৃষক খাবে না– তা হবে না তা হবে না। ৭. জোদ্দারের গদিতে আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো। ৮. রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। ৯. সেন্টো সিয়েটো বাতিল কর। ১০. মুক্তির একই পথ সশস্ত্র বিপ্লব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1. *An Awami League student leader speaks in early 1969*
বাঙালি জনগণের ওপর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ। গত ২৫ বৎসর ধরে বাঙালিদের শোষণ করা হচ্ছে। কাগজের উৎপাদন এখানে, দামও বেশি এখানে। পূর্ব পাকিস্তান হল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বাজার। বৈষম্য। পাট। ছয়-দফা এর সমাধান। ২২ পরিবার। সম্পদ পাচার। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা। বন্যা সমস্যা। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিল।

2. *A leftist speaks in 1969*
সাম্রাজ্যবাদী দোসর আইয়ুব খান। ঋণের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শক্তির কাছে জিম্মি রাখা হয়েছে। সামন্তবাদ ও জোতদারী শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে হবে। বড় বড় মিল ফ্যাক্টরি জাতীয়করণ করতে হবে। ভিয়েতনাম, ল্যাটিন আমেরিকা। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা। তাকাবি (কৃষি) লোন দিতে হবে। কৃষকদের খাজনা মওকুফ করতে হবে। আমলাতন্ত্র ধ্বংস হোক।

3. *A Moscow NAP student-speaks in 1969*
ছয়-দফা আমাদেরই তৈরি। ১৯৫৬ সালে এই ধরনের শাসনতন্ত্রের পক্ষে দাবি তোলার জন্যেই আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনও দাবি করেছিলাম।

AMARBOI.COM

Sunday, January 26, ১. ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ। খুলনা, করাচি ও নারায়ণগঞ্জে কারফিউ। গতকাল শনিবার থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে রাজধানীতে কারফিউর প্রথম দিন অতিবাহিত হয়েছে। জিন্না এ্যাভেনু, নবাবপুর, এয়ারপোর্ট রোড, ইসলামপুরে ক্বচিৎ কোনো পথচারীকে দেখা গেছে। এইসব রাস্তায় ১৫-২০ হাত পরপর সেনাবাহিনীর লোকজন দাঁড়িয়ে ছিলো এবং মোড়ে মোড়ে দল বেঁধে প্রহরায় রত ছিলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছে। কাওরানবাজারে সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে পথ অতিক্রম করাকালে ছোট্ট একটি মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এই সময় (সকাল সাড়ে নটা) একটি তরুণী মাতা তার চার মাস বয়সী শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলো। গুলি জানালা ভেদ করে তার গায়ে লাগলে ঘটনাস্থলেই সে মৃত্যুবরণ করে।
আইয়ুব গেট, মতিঝিল, T&T প্রভৃতি কলোনিতে ঢুকে সেনাবাহিনীর লোকজন সাধারণ অধিবাসীদের মারপিট করতে শুরু করে।
বেলা তিনটায় নারায়ণগঞ্জের একটি রেশম দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্রবারের হরতাল শেষ হতে না হতে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি করার ফলে মজুর শ্রেণীর উপার্জন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। কারফিউয়ের মেয়াদ আরো ২৪ ঘণ্টা বাড়ানোর ফলে তারা দুর্বিষহ অবস্থার সম্মুখীন।

আবার ওদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। পাড়ায় ছোট ছোট মুদীর দোকানেও বিক্রি প্রায় বন্ধ, কারণ সেখানে কপাট একটু ফাঁক করে কিছু বিক্রি করতে গেলে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। ডিম, আলু, তেল, ডাল প্রভৃতির দাম দেড়গুণ হয়েছে।

কারফিউর দিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকজন ভিড় করে সেনাবাহিনীর টহল দেখতে থাকে।

শুক্রবার ২৪শে জানুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেস ট্রাস্টের দৈনিক বাংলা ও মর্নিং নিউজ অফিসে অগ্নিসংযোগ করে।

সান্ধ্য আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গভর্নর মোনেম খান হুঁশিয়ারি প্রদান করেন।

শুক্রবার (২৪-১-৬৯) একটি মিছিল মতিঝিলের ন্যাশনাল কোচিং সেন্টারের বিপরীত দিকে কনভেনশন লীগ দলীয় এম.এল.এ. জনাব এন.এ. লস্করের বাড়ি আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ করে।

Monday, Jan 27

আজাদ

ঢাকায় জারিকৃত সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আগামী ২৮শে জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গতকাল বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ফলে চারজন নিহত হয়েছে। ঢাকায় হৃষিকেশ দাস রোডে প্রফুল্লকণা (৫৬) নামে একজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়।

সকাল নয়টার দিকে সূত্রাপুর বাজারে কিছুসংখ্যক লোক তরকারি বিক্রির জন্য রাস্তায় বার হয়। টহলদার বাহিনীর গুলিবর্ষণে সেখানে দুইজন নিহত হয়।

সকাল সাড়ে আটটায় কলাবাগানে স্টাফ কোয়ার্টারের কাছে এক ব্যক্তি নিকটবর্তী একটি হোটেলে নাস্তা করে ফিরছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সৈন্যগণ তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু কয়েক পা এগোবার পর উক্ত হতভাগ্য ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন।

ভোর থেকে আদমজীনগরের আবাসিক শ্রমিকগণ বিক্ষোভের জন্য মিছিলের আয়োজন করতে থাকে। একটি বিরাট মিছিল নারায়ণগঞ্জে গিয়ে বিক্ষোভ করার উদ্দেশ্যে পথে বেরোলে স্থানীয় বহু নাগরিক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মিছিলটি একটি প্রধান রাস্তা অবরোধ করে রাখলে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই ব্যক্তি নিহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল থাকাকালে ঢাকার বাজার ও বিপণী এলাকায় খুব ভিড় হয়। বেলা ১১টায় জনশূন্য পথে লক্ষ লক্ষ লোক হঠাৎ বাঁধভাঙা স্রোতের মতো বেরিয়ে পড়ে। অল্প কয়েকটি রিক্সা ও প্রাইভেট গাড়ি ছিল। কোনো ট্যাক্সি, বাস ও স্কুটার ছিল না।

সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য রক্তদানের আহ্বানে দারুণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

Thursday, Jan 28
আজাদ

ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরো বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২৯শে জানুয়ারি সকাল ৭টা পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকবে। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল থাকবে।

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার গৌরীপুরে গুলিবর্ষণ করলে ১ ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়।

Wednesday, Jan 29
আজাদ

ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরো ১০ ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। গতকাল ঢাকায় কোথাও গুলিবর্ষণ হয় নাই কিন্তু লালবাগ এলাকায় দুই ব্যক্তি প্রহৃত হয়ে মেডিকেল কলেজে প্রাথমিক চিকিৎসা লাভ করেন। সকাল সাতটা থেকে সাত ঘণ্টা বিরতির কালে সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কার্যরত অনেক কর্মচারী অফিসে রওনা হন।

আবার ওদিকে নাখালপাড়ায় সেনাবাহিনী বহু নিদ্রিত ব্যক্তিকে উঠিয়ে মারপিট করে গ্রেফতার করে।

Thursday, Jan 30
আজাদ

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে অপরাহ্ণ ৬টা পর্যন্ত কার্ফ্যু জারি করা হয়েছে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত এই আইন শিথিল করা হয়েছে।

শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের প্রয়াসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শিগগিরই সকল বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করতে পারেন বলে Pakistan Times পত্রিকায় প্রকাশিত জেড.এ. সুলেরির এক লেখায় আভাস পাওয়া গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Friday, Jan 31
আজাদ

১. ঢাকায় সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে।
২. প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার।
৩. আগরতলা মামলার শুনানি। লে. ক. মোয়াজ্জেমের জবানবন্দী। এই ট্রাইব্যুনালে লিডিং... সুলতানউদ্দীন আহমদ বলেন যে তিনি বাঙালি বলেই তাকে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি

Saturday, Feb 1
আজাদ

১. বিরোধীদলের নেতা নূরুল আমীন গতকাল শুক্রবার পরিষদে দাবি করেন যে, গত কয়েকদিনে একশতজনেরও অধিক ব্যক্তি পুলিসের গুলিতে নিহত হয়েছে। এদের অনেককে কবর দেওয়া হয়েছে জুরাইনে।
সরকারি হিসাবমত EPR, পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে এ পর্যন্ত ১৭ জন নিহত।
২. নারায়ণগঞ্জ থেকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে।
৩. মাদারীপুরের ভেদরগঞ্জে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস গুলিবর্ষণ করলে ১ জন ছাত্র নিয়ত হয়েছে।
৪. রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার ছয় নম্বর আসামী এ. এফ. রহমান সি. এস. পি-এর জবানবন্দী কাল গৃহীত হয়।
৫. কুমিল্লার চান্দিনার গজারিয়ায় এক বিরাট কৃষক জনতা তহশীল অফিস ঘেরাও করে।

AMARBOI.COM

Sunday, Feb 2
আজাদ

১. গতরাতে মাস পহেলা বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন যে,
(ক) আলাপ আলোচনার জন্য দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।
(খ) শাসনতন্ত্র পরিবর্তনযোগ্য।
২. বাগেরহাটে গতকাল ছাত্র মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণে ২ ব্যক্তি আহত হয়।
৩. গোপালগঞ্জের জলিরপাড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলিবর্ষণে ১ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ২ জন আহত।
৪. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা : ১১ দফা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ছাড়া আপোষ মীমাংসার অবকাশ নাই।
৫. প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও সাংবাদিক গ্রেফতার।
৬. আগরতলা মামলার আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের জবানবন্দী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Monday, Feb 3
আজাদ

১. বিরোধীদলীয় নেতারা জানান যে উপযুক্ত পরিবেশ না হলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক সম্ভব নয়। বিচারপতি মোর্শেদ বলেন যে মুজিব, ভুট্টো ও ওয়ালী খাঁর মুক্তি ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।
২. কৃষি কলেজে ধর্মঘট।
সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে আজ ঢাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।
৩. রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার ও দেশব্যাপী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারের নির্যাতনমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে রংপুরের মহিলাগণ আজ অপরাহ্নে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।
৪. পুলিসের বাধা উপেক্ষা করে শোক দিবস (৩১.১.৬৯)। মানুষ ময়মনসিংহের বিভিন্ন বাড়িতে কালো পতাকা তোলে। পুলিস স্টেশন রোড এলাকায় কয়েকটি পতাকা কেড়ে নেয় এবং কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।
৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে গুণ্ডাদের আক্রমণ হয়। ফলে ৩ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী আহত হয়।
৬. বিভিন্ন স্থানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ।
৭. ময়মনসিংহে গৃহবধূ ও বিশিষ্ট মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা।
৮. মৌলভিবাজারে ৫ জন গ্রেফতার।
৯. প্রদেশব্যাপী গণবিক্ষোভের প্রচণ্ড ঝড়।
১০. মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে বলেন যে, নির্বাচন বর্জনের প্রস্তাব চলবে না, গণআন্দোলন গড়ে তোলা চাই।
১১. বাজিতপুরে ছাত্র গণসমাবেশ।
১২. দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান প্রশ্নে কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

Tuesday. Feb. 4
আজাদ

১. আজ দেশব্যাপী সাংবাদিক ধর্মঘট।
২. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা : নেতাদের কারারুদ্ধ রেখে কোনোরকম আলোচনা হতেই পারে না।
৩. প্রদেশের সর্বত্র ধর্মঘট, হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল।

Wednesday, Feb 5
আজাদ

১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আজ কালো দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. ১৭ই ফেব্রুয়ারি পিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক।
৩. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

Thursday, Feb 6
১. টাঙ্গাইলে পুলিসের গুলিতে ছাত্র নিহত।
২. ইরি চাষের আশা দিয়ে পাম্প সরবরাহ না করায় মাদারীপুর থানার কৃষককুল দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন।

Friday, Feb 7
আজাদ
১. গতকাল বৃহস্পতিবার কালো দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন থেকে বেরিয়ে একটি মিছিল আড়াই ঘণ্টাব্যাপী রাজধানীর বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।
২. শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না : মিজানুর রহমান চৌধুরী।
৩. টাঙ্গাইলে বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিসের গুলিবর্ষণ।

Saturday, Feb 8
আজাদ
১. কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব এস এম জাফর : জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা না হলে ও পাকিস্তানের কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের অধীনে নতুন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।
২. কুমিল্লার হাজিগঞ্জ থানার রাজার গাঁওয়ে এক মারমুখী জনতার ওপর পুলিসের গুলিবর্ষণে ২ ব্যক্তি নিহত।
৩. ডাকের ৮ দফার ৭ দফা মেনে না নেওয়া হলে আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না।
৪. মহিলাদের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা।
৫. জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর অভিনন্দন।
৬. গত ২৮শে জানুয়ারি রংপুরে ছাত্রীরা মিছিল শেষে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে জমায়েত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

Sunday, Feb 9
১. গোলটেবিল বৈঠকে ভাসানী যোগদান করবেন না। শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগ যাবে না।
২. নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. আইয়ুব খান পুনরায় কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
৪. কার্জন হলে ছাত্র সভায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।
৫. মানিক মিয়ার প্রস্তাবসমূহ : *ইত্তেফাক* সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন বলেন যে, প্রেসিডেন্টের বক্তব্য থেকে তাঁর মনে হয়েছে যে, তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে অর্থবহ সংলাপের মাধ্যমে জনপ্রিয় দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত। তিনি এইসব প্রস্তাব পেশ করেন :
   ক. জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।
   খ. ছাত্রসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।
   গ. সংকটময় মুহূর্তে সংবাদপত্র যাতে জনগণের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান।
   ঘ. রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলা প্রত্যাহার।
   ঙ. পুলিসের গুলিবর্ষণের বিচার ও তদন্ত।

তিনি সাত বছর আইয়ুব খানের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব করার জন্য ভুট্টোকে অভিযুক্ত করেন এবং মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বলেন যে, নির্বাচন বর্জন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মওলানা বিরোধীদলীয় নেতাদের সঙ্গে একমত নন।

AMARBOI.COM

Monday, Feb 10
আজাদ

১. পল্টনে গতকাল ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়। ১১ দফা আদায়ের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা। জনসভা শেষে লক্ষাধিক মানুষের একটি মিছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলের সামনে অনেকক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।
২. ২১শে জানুয়ারিতে ঢাকায় বেয়নেট চার্জে আহত রফিকুদ্দিন সিদ্দিকী স্কুলের ছাত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান গতকাল রবিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে।
৩. মশিহুর রহমান ও আরিফ ইফতেখার জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
৪. জাতীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।
৫. সিরাজগঞ্জে শাহজাদপুর ও চৌবাড়িতে মিছিল।
৬. শাহজাদপুরে মওলানা ভাসানী : ১১ দফা অগ্রাহ্য করলে পূর্ব পাকিস্তান আপোষ করবে না, মানুষের দুর্দশা চরমে উঠেছে, খাজনা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tuesday, Feb 11
আজাদ

১. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও মুজিবের মুক্তি দাবি। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান প্রশ্নে অচলাবস্থা।
২. সেনা চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি।
৩. বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল সম্পর্কে আলোচনা।
৪. রেল শ্রমিকদের ওপর পুলিসের নির্যাতনের প্রতিবাদে সৈয়দপুরে পূর্ণ হরতাল।
৫. মুসলিম লীগের প্রায় ৩০০ জন সমর্থক সিরাজগঞ্জে এক মিছিল বের করে। এই মিছিল বের হয় সিরাজগঞ্জে কনভেনশন মুসলিম লীগ বিনষ্ট করা এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ফটো ছিঁড়ে তাকে অপমান করার প্রতিবাদে।
৬. ছাত্রলীগ কর্তৃক আজ মঙ্গলবার ছয়-দফা দিবস পালন করার আহ্বান।
৭. খুলনায় মওলানা ভাসানী : স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে আপোষ মীমাংসা হতে পারে না।
৮. প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা।

Wednesday, Feb 12
আজাদ

১. ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা প্রশ্নটি জড়িত : প্রেসিডেন্ট। শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব।
২. শেখ মুজিব দিবসে গতকাল চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল। চট্টগ্রামে লাল দিঘি ময়দানের নাম মুজিব পার্ক করার প্রস্তাব।
৩. ছয়-দফা দিবস পালিত।
৪. চট্টগ্রামে ১৮ জন BD member একযোগে পদত্যাগ করেন।

AMARBOI.COM

Thursday, Feb 13
আজাদ

১. নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ১১-দফার সমর্থনে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় ৭ জন সদস্য পদত্যাগ করেছে।
২. শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে ৩০,০০০ রিক্সা শ্রমিক ধর্মঘট করবে। ঢাকা ইউ.সি. রিক্সা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব তোজাম্বর আলী খান এক বিবৃতি দিয়ে এই কথা বলেন।
৩. সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।
৫. নড়াইলে মহকুমার চাষীদের ওপর কৃষিঋণ ও গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য ১৮ হাজার টাকার ক্রোকী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। মহকুমার তহশীলদারদের ওপর এই ক্রোকী পরোয়ানা জারী করার দায়িত্ব অর্পিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। তহশীলদারগণ সংশ্লিষ্ট পাইকদের আস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে ঋণের টাকা আদায় করছে এবং বর্তমান বৎসরে সর্বগ্রাসী বন্যার তোড়ে নড়াইল মহকুমার শতকরা ৮০ ভাগ আউশ ধান ও ৭৫% আমন ধান নষ্ট হয়েছে। কোনো পাইকের ঘরে খাবার নাই। তাই কৃষকদের একমাত্র সম্বল হালের গোরু বিক্রি করে ঋণের টাকা শোধ করতে [হতে] পারে।

৬. নড়াইলে বিডি উপনির্বাচনে কেউ প্রার্থী হন নি।

৭. PIA-তে বৈষম্য : ২৮৩ জন কারিগরের মধ্যে ৩২ জন পূর্ব পাকিস্তানি।

Friday, Feb 14
আজাদ

১. ডাক-এর আহ্বানে আজ সারা পাকিস্তানে হরতাল।

২. পাকিস্তান সংহতি লীগের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার এস রহমতউল্লাহ (Retd. I.C.S.) জানান যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে মোহাজেররা একাত্ম।

Saturday, Feb 15
আজাদ

১. সোমবার থেকে জরুরী আইন প্রত্যাহার।

২. পল্টনে তিন লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। দেশে হরতাল।

৩. চট্টগ্রামে Daily Unity ও ইনসাফ অফিসে আগুন লাগানো হয়।

৪. লাহোরে গুলিবর্ষণে ২ জন নিহত : করাচী, হায়দরাবাদ ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব।

৫. গতকাল ঢাকায় সফল হরতাল।

AMARBOI.COM

Sunday, Feb 16
আজাদ

১. ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের প্রতি গুলিবর্ষণ, সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু। মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদ।

২. নারায়ণগঞ্জ বৈদ্যেরবাজার থানার শম্ভুপুর ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিসের গুলিবর্ষণে ১ জন নিহত।

৩. ছাত্র জনতার ওপর পুলিসের গুলিবর্ষণে ২ জন আহত।

৪. গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানি নেতারা লাহোর যাত্রা করেছেন।

৫. সর্বত্র হরতাল, মিছিল, প্রতিবাদ সভা।

৬. আগামীকাল ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট।

৭. "সরকারি দলের বহু এম.এল.এ. বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন কামনা করেন।"—খান এ. সবুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Monday, Feb 17
আজাদ

১. বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, সান্ধ্য আইন জারি ও সেনাবাহিনী তলব, গুলিবর্ষণের ফলে বহু হতাহত।
২. সার্জেন্ট জহরুল হকের জানাজা। জানাজার পর তাঁর লাশ আজিমপুরে দাফন করা হয়।
৩. "দুই মাসের মধ্যে এগারো দফা কায়েম ও রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হলে খাজনা বন্ধ করা হবে।"—মওলানা ভাসানী। গতকাল পল্টনে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে তিনি বলেন যে তিনি ডাকের নেতাদের মানেন কিন্তু গোলটেবিলে বিশ্বাস করেন না। কেবল জনসভা ও হরতালের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে অপসারণ সম্ভব না। এই সভায় মশিহুর রহমান, আরিফ ইফতেখার ও কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক ভাষণ দেন। ভাসানীর ভাষণের শেষ পর্যায়ে কয়েকজন শ্রমিক খবর দেন যে আবদুল গনি রোডে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণে একজন নিহত হয়েছে। তখন জনতা মওলানার নেতৃত্বে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।
৪. আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোলটেবিলে যোগদানের জন্য শেখ মুজিব রাজি হয়েছেন।
৫. ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে চালু জরুরী আইনের অবসান ঘোষণা করে গতকাল একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

AMARBOI.COM

Tuesday, Feb 18
দৈনিক আজাদ

১. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তারযোগে ভুট্টো, ভাসানী, আসগর খান, এস.এম. মুর্শেদ ও লে.জে. আজম খানকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন।
২. চট্টগ্রামে EPR তলব ও ১৪৪ ধারা জারি। বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ। মন্ত্রী সুলতানুদ্দীনের সিনেমা হলসহ কতিপয় গৃহে অগ্নিসংযোগ।
৩. কার্ফ্যুর সময় হয়রানি।

Wednesday, Feb 19
দৈনিক সংবাদ

১. ঢাকায় গতকাল (১৮.০২.৬৯) রাত্রি দশটায় হাজার হাজার ছাত্র শহরে বলবৎ সান্ধ্য আইন লঙ্ঘন করে ঢাকার রাস্তায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেনাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের বহু খবর PPI সূত্রে পাওয়া গেছে। শহরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালগুলিতে অসংখ্য বুলেটবিদ্ধ লোককে ভর্তি করা হচ্ছে। মধ্যরাত্রির পরও হাজার হাজার ছাত্র নিউ মার্কেটের নিকট রাজপথে বেরিয়ে আসে। গভীর রাত্রে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল বের হয়।

গভীর রাত্রে নাখালপাড়া থেকে কয়েক হাজার জনতার একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মশাল হাতে বিক্ষুব্ধ জনতা 'সান্ধ্য আইন মানি না', 'গণহত্যা বন্ধ কর', 'ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার কর', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে কার্ফ্যু ও রাত্রির নির্জনতা ভেঙে ফেলে। মিছিলটি ফার্মগেট ধরে গ্রীন রোড অভিমুখে অগ্রসর হয়। মিছিল গ্রীন রোড পৌঁছুবার পর সশস্ত্র বাহিনী তাকে বাধাদান করে। জনতার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হলে মিছিলটি বিভক্ত হয়ে একটি ভাগ যায় Elephant Road ধরে নিউ মার্কেটের দিকে। নিউ মার্কেটের সামনে বহু ছাত্রছাত্রী মিছিলে যোগ দেয়।

অন্যদিকে মালীবাগ এলাকায় কয়েক হাজার লোকের আরেকটি মিছিল বেরিয়ে স্লোগান দিতে দিতে কাকরাইল এলাকা হয়ে জোনাকীর সামনে এসে পৌঁছলে সশস্ত্র বাহিনী তাকে বাধা দেয়। ইস্কাটন রোডেও সশস্ত্র বাহিনী একটি বিক্ষোভ মিছিল ঘেরাও করে।

২. রাজশাহীতে পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর জোহাসহ ২ ব্যক্তি নিহত।

গতকাল সকাল দশটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্ররা একটি বিক্ষোভ মিছিল বার করে। এই মিছিলে পুলিসের গুলিতে ড. জোহা নিহত হন।

৩. মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না। প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় তিনি বলেছেন যে ১১ দফা সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত জানতে না পারলে তাঁর পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে বসা সম্ভব না।

৪. ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হলে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন বলে তাজউদ্দিন আহমদ জানান।

৫. কোনো বিরতি ছাড়া আগামীকাল বুধবার সকাল ৭টা পর্যন্ত কার্ফ্যুর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

৬. আজ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডক্টর জোহার জানাজা।

৭. মুক্ত নাগরিক হিসেবে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণ করা ছাড়া গোলটেবিলে যোগদানের হেতু নাই। —আসগর খাঁ

Thursday, Feb 20
দৈনিক সংবাদ

১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জোহাকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে নোয়াখালী ও কুষ্টিয়ায় পুলিস গুলিবর্ষণ করে এবং এর ফলে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মঙ্গলবার রাত্রি থেকে বুধবার অপরাহ্ন পর্যন্ত সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল বার করার দায়ে পুলিসের গুলিবর্ষণে অন্তত ৪ জন নিহত হয়েছে।

৩. গতকাল সকালে ঢাকায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পুনরায় কার্ফ্যু ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল বার করে। গতকাল সকালে মালীবাগ, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, রামপুরা এলাকায় কয়েক হাজার শ্রমিক, গরিব বস্তিবাসী ও ছাত্র মিছিল বার করে। সকাল নয়টার দিকে সৈন্যদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয় এবং গুলিবর্ষণের হুমকি দেয়। কিন্তু বেপরোয়া ছাত্রদল ছত্রভঙ্গ না হলে সৈন্যরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে কয়েকজন নিহত হয়েছে।

৪. *মঙ্গলবার রাতের ঢাকা*

অধ্যাপক শামসুজ্জোহার হত্যার প্রতিবাদে ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে কার্ফ্যু ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে হাজার হাজার শ্রমিক-ছাত্র-জনতা বিরাট মিছিল বার করে। গতকাল সকালে নাখালপাড়া, ফার্মগেট, হাতীরপুল, মগবাজার, মালীবাগ, কমলাপুর প্রভৃতি এলাকায় পূর্বদিন রাত্রের সংঘর্ষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ইট ও প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকে এবং বহু স্থানে মশালের আগুনের কালো দাগ দেখা যায়।

মঙ্গলবার রাতে প্রথম মিছিলটি বের হয় তেজগাঁওয়ের একটি শিক্ষায়তনের হোস্টেল থেকে। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেখান থেকে তারা মিছিলযোগে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। শ্রমিকরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হয় এবং এখানে মিলিটারি মিছিলের গতি রোধ করাতে মিছিলটি কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মগবাজার ও স্বামীবাগে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করায় বেশ কিছু ব্যক্তি হতাহত হয়।

৫. গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় মালীবাগ চৌরাস্তার মোড়ে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে আবুল হোসেন নামে জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। জনাব হোসেনের শবদেহ নিয়ে ঐ এলাকায় কয়েক হাজার শ্রমিক-জনতা একটি মিছিল বার করে। শব মিছিলটি কার্জন হলের সামনে এলে সেনাবাহিনীর লোকজন মিছিলটির ওপর গুলিবর্ষণ করতে উদ্যত হয়। পরে গুলি না চালিয়ে তারা অতর্কিতে মিছিলের ওপর চড়াও হয়ে রাইফেলের কুঁদা দিয়ে বেদম প্রহার করতে শুরু করে।

৬. ড. জোহাকে হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঢেউ। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. কমলাপুর রেল স্টেশন গতকাল অপরাহ্ণ থেকে একেবারে নিস্তব্ধ ও শান্ত। কাল সকালে ২টা ইঞ্জিনের শানটিং-এর আওয়াজ শোনা গেলেও বিকাল থেকে কোনো তৎপরতা ছিল না। কমলাপুর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত মোট ৭টি রেলগেটের সব কটা ভেঙে চুরমার এবং শেষগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেকদূর পর্যন্ত রেলওয়ের স্লিপার ও বেল উল্টিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

৮. কার্ফ্যু পাস থাকা সত্ত্বেও গতকাল বুধবার টহলদার বাহিনীর হাতে সাংবাদিকগণ লাঞ্ছিত হন।

৯. নারায়ণগঞ্জে গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

Feb. 21
দৈনিক আজাদ

১. একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লক্ষাধিক ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক মশাল মিছিল রাজপথ আলোকিত এবং স্তম্ভিত করে রাজধানী প্রদক্ষিণ করে। ফলে সমস্ত শহরটি একটি আলোকমালার শহরে পরিণত হয়।

২. শেখ মুজিবের মুক্তিলাভের গুজব গতকাল বৃহস্পতিবার শহরে ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত ঢাকা একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। এর প্রাক্কালে রাজধানী থেকে অকস্মাৎ কার্ফ্যু ও ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ার ফলে বাঁধভাঙা দাবানলের মতো সমস্ত নগরী রাজপথে নেমে আসে। সন্ধ্যা সোয়া ছটায় রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয় যে, আলোচনার জন্য শেখ মুজিব আজ পিণ্ডি পৌঁছবেন। জনতা ক্যান্টনমেন্ট ও ৩২ নম্বর রোডের দিকে ধাবমান হয়। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে কাওরানবাজারের শেষ পর্যন্ত ও গ্রীন রোডের মাঝ পর্যন্ত তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পথের পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদগুলিতে উৎসাহী মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলো।

Feb 22
দৈনিক সংগ্রাম

১. আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান প্রার্থী হবেন না বলে বেতার ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন।

২. শহীদ দিবসে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক খান এ. সবুরের বাসভবনে অগ্নিসংযোগকালে পুলিসের গুলিতে ৮ জন এবং জনতার হাতে পুলিসের ১ জন নিহত হয়েছে। পুনরায় কার্ফ্যু। পাবনাতে পুলিসের গুলিতে ২ জন নিহত।

৩. শহীদ দিবস উদযাপিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Feb 23
দৈনিক আজাদ

১. গতকাল শনিবার দুপুরে কুর্মিটোলাস্থ সেনানিবাসের আটকাবস্থা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিলাভ করেছেন। তাঁর মুক্তিলাভ উপলক্ষে ঢাকা একটি বিজয় মিছিল নগরীতে পরিণত হয়। বেলা তিনটায় ধানমণ্ডির নিজ বাসভবন থেকে একটি প্রধান বিজয় মিছিল শহরের রাজপথে বার হয়, মিছিলের অগ্রভাগে একটি জিপে মাল্যভূষিত ছিলেন শেখ মুজিব। তাঁকে নিয়ে প্রধান মিছিলটি মীরপুর রোড ধরে নিউ মার্কেটের দিকে যাবার সময় ছয় নম্বর রোডে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনের দোতলা থেকে জনাব শামসুর রহমান সি.এস.পি. হাত তুলে মিছিলকারীদের অভিনন্দন জানান। জবাবে জনগণও তাঁকে উল্লাস ও স্লোগান দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। মিছিলটি নিউ মার্কেট আজিমপুর ধরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে আগে থেকেই প্রায় ২০,০০০ লোক তাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আশেপাশের সমস্ত এলাকার বাসভবনগুলির ছাদে মানুষ অধীর হয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। শহীদ মিনারে শেখ মুজিব মোনাজাত করেন এবং জনতার উদ্দেশ্যে আঙ্গুল তুলে 'v' চিহ্ন দেখান। ওদিকে শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মাজার প্রাঙ্গণেও প্রায় ৫০,০০০ মানুষ অপেক্ষা করছিলো। সেখানে মোনাজাত করে শেখ মুজিব যাত্রা করেন পল্টনের দিকে। কিন্তু আবদুল গনি রোড থেকে তাঁর জীপ হঠাৎ উল্টোদিকে ঘুরে দ্রুত ৩২ নম্বর রোডে ফিরে যায়। শেখ মুজিব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভিড়ের চাপে কয়েকটি ছেলেও অজ্ঞান হয়ে যায়।

২. গতকাল উৎসবমুখর মানুষের অজ্ঞাতে গভর্নর মোমেন খান একটি হেলিকপ্টারে করে বিমানবন্দর যান এবং ইসলামাবাদের পথে যাত্রা করেন।

Feb 24
দৈনিক সংগ্রাম

১. শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত রেসকোর্সের দশ লক্ষাধিক লোকের সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব তোফায়েল আহমদ। শেখ মুজিব ছাড়া এই সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন মাহবুবউল্লাহ, সাইফুদ্দিন মানিক, মাহবুবুল হক দোলন, খালেদ মোহাম্মদ আলী এবং তোফায়েল আহমদ। শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নানাভাবে বঞ্চিত। দুবার স্থানান্তরিত রাজধানীর যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে পশ্চিম পাকিস্তান। চাকুরি ক্ষেত্রে আমরা মাত্র সাড়ে পনেরো ভাগ। কারখানা ও ব্যবসাবাণিজ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা আর মানি না। তিনি বলেন যে, এগারো দফার মধ্যে ৬ দফা নিহিত রয়েছে।
শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি পুঁজিপতিদের প্রতি আহ্বান জানান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করার জন্য শেখ মুজিব রেডিও পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন।

শেখ মুজিব জানান যে তিনি গোলটেবিলে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি তুলে ধরবেন। "আপনারা বুকের রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছেন, আমি কোনোভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।"

সভায় সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সদ্যমুক্ত নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দান করেন।

২. নির্ধারিত সময়ের প্রায় আট ঘণ্টা পর শেখ মুজিব একটি গাড়ি করে রেসকোর্সে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে মঞ্চে আরোহণ করতে তাঁর প্রায় পনেরো মিনিটকাল সময় লাগে। ২:৪৫ মিনিটে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে তিনি মঞ্চে ওঠেন। তিনি বক্তৃতা করেন ৪:২০ থেকে ৫:১০ পর্যন্ত। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পর এই প্রথম একজন জননেতা এই মঞ্চে বক্তৃতা করলেন।

৩. গুলিবর্ষণ, খুন ও নির্যাতনের মুখে গোলটেবিল প্রশ্নে সায় দেওয়া যায় না।

৪. শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করে উর্দুভাষাভাষী অধিবাসীগণ আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

৫. ড. জোহার হত্যার প্রতিবাদে আজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মৌন শোভাযাত্রা।

৬. ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী মধুবালা গতকাল বোম্বাইতে পরলোক গমন করেন।

Feb 25

দৈনিক সংবাদ

১. (ক) গতকাল শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে তিনি খোলা মন নিয়েই গোলটেবিল বৈঠকে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানি বৃহত্তর জাতীয় সংহতির স্বার্থে তিনি দেশের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চান।

(খ) শেখ মুজিব জানান যে, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দলকে অবাধে কাজ করতে দিতে হবে।

(গ) শেখ মুজিব মনে করেন যে ছাত্রদের ১১ দফার মধ্যে ৬ দফা দাবি অক্ষরে অক্ষরে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. ডক্টর জোহা হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ একটি মৌন মিছিল বার করেন।

৩. মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রীগণও জোহা হত্যার প্রতিবাদে মিছিল বার করেন।

৪. মওলানা ভাসানী বলেন যে, ৮টি পূর্বশর্ত মেনে না নিলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না। শর্তসমূহ হল : (ক) ১১ দফা দাবিকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ। (খ) সাম্প্রতিক আন্দোলনে পুলিস ও মিলিটারির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলিতে নিহত শহীদদের পরিবারসমূহের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। (গ) পূর্ব পাকিস্তানে ১৫ বিঘা ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাড়ে ১২ একর পর্যন্ত জমিকে খাজনামুক্ত ঘোষণা, ঋণ মওকুফ, খাস জমির স্বত্বাধিকার চাষীদের প্রদান, খাস জমি ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের প্রদান। (ঘ) শ্রমিকদের দাবি হিসেবে শ্রমিকদের বেতন ধার্য, শ্রমিক দমন আইন বাতিল। (ঙ) নিরাপত্তা আইন ও Press & Publication আইন বাতিল। (চ) বন্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গ্রহণ ও বন্যাপীড়িত এলাকাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। (ছ) ছাত্রদের দাবিসমূহ মেনে নিতে হবে। (জ) কৃষক, মৎসজীবী ও ক্ষুদ্র কারিগরদের নিকট থেকে ঋণ আদায় বন্ধ করতে হবে।

৫. ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ এবং সেই সঙ্গে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় গতকাল ঢাকার নাগরিক জীবনে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। সুদীর্ঘ দশ ঘণ্টাকাল এই অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় গোটা শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসাবাণিজ্য, দোকানপাট, সংবাদপত্র ও বার্তা সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। হাসপাতালে জরুরী অপারেশনসহ সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ থাকে। সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা পর রাত্রি আটটায় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে হাসপাতাল ও WASA-তে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। তবে সাধারণভাবে বিদ্যুৎ আসে রাত্রি দশটার পর। কর্মচঞ্চল রেলস্টেশন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দুই তিনটি ডিজেল ইঞ্জিনের লাইট জ্বালিয়ে রেলওয়ে স্টেশন আলোকিত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৩২ দফা দাবি আদায়কালে গতকাল electric supply-এর কর্মচারীগণ ধর্মঘট করলে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তাদের দাবির কয়েকটি : (ক) ১৯৬৭ সালের ১লা মার্চ থেকে ৪০% হারে মহার্ঘ্য ভাতা (খ) সকল কর্মচারীর বাড়িভাড়া ২০% থেকে ৩০% বৃদ্ধি। (গ) বিনা ভাড়ায় বৈদ্যুতিক সুযোগসুবিধা।

ধর্মঘটকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ দেখা করেন এবং তারা কর্মচারীদের আশ্বাস দেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবি না মানলে প্রয়োজনবোধে তারা হস্তক্ষেপ করবেন।

৬. চট্টগ্রাম বেতার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার দাবি করে ২৪ জন সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, ছাত্রনেতা ও সংস্কৃতিসেবী এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

৭. বি.ডি. সদস্যদের পদত্যাগের হিড়িক।

৮. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের দাবি।

৯. জনতার হাতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নাজেহাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেসকোর্সের দৃশ্য

আতসবাজী ও তোপধ্বনিতে একলাকাটি মুখর হয়ে ওঠে। করতালি করতালিতে বাতাস ভরে ওঠে। শেখ মুজিব দু হাত তুলে অভিনন্দন গ্রহণ করেন। শ্রমিক এলাকা এবং মহল্লা থেকে জনতার মিছিল বাজনা ও স্লোগানের তালে তালে কেউ কেউ নাচতে নাচতে রেসকোর্সে প্রবেশ করে।

স্লোগানসমূহ

জেলের তালা ভেঙেছি শেখ মুজিবকে এনেছি। জয় জয় জয় জয় জনতার হবে জয়।

আপোষ আপোষ করে যারা আইয়ুব শাহীর দালাল তারা। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

Feb 26

দৈনিক আজাদ

১ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পল্টনে সদ্যমুক্ত রাজবন্দীদের সংবর্ধনা। শাদা পায়রা উড়িয়ে, মুহুর্মুহু করতালি ও অভিনন্দনসূচক ধ্বনি দিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে গতকাল মঙ্গলবার অপরাহ্নে ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সদ্যকারামুক্ত রাজনৈতিক, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও তথাকথিত আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের এক গণসংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনার জবাবে বক্তৃতা করেন মণি সিং, অমল সেন, ওবায়দুর রাহমান, কাজী ফিরোজুর রশীদ। সংবর্ধিত নেতৃবৃন্দ হলেন মণি সিং, অমল সেন, সন্তোষ ব্যানার্জী, মন্মথ দে, মণিকৃষ্ণ সেন, নলিনী দাস, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, বরুণ রায়, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, আবদুল বারী, নাসিম আলী, ফয়েজউদ্দিন মাষ্টার, মোহাম্মদ ফরহাদ।

২. নারিন্দা মাঠে গতকাল সদ্যকারামুক্ত ন্যাপ নেতা আবদুল হালিমকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৩. সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০০ শ্রমিক তাদের ২২ দফা দাবির সমর্থনে আজ অপরাহ্ন সাড়ে ৪টা থেকে বিনা নোটিসে অবস্মাৎ ধর্মঘট শুরু করলে ঢাকা শহরে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে।

৪. চাকলালা বিমানবন্দরে শেখ মুজিবের সমর্থনে জনতার স্লোগান ওঠে; 'মাশরেকী পাকিস্তান আ গ্যায়ে'।

৫. আজ থেকে গোলটেবিল বৈঠকের শুরু হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিদের প্রশ্নটি শেখ মুজিব নাও তুলতে পারেন, কারণ ১৯৬৬ সালে তাঁর ঘোষিত ছয় দফায় এই প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন যে, স্বার্থবাদী মহল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টাকাপয়সা দেওয়ার জন্য হুমকি জানাচ্ছে। এইসব কাজের সঙ্গে ছাত্রসমাজ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কোনো সম্পর্ক নাই।
৭. ধানক্ষেতে পোকার আক্রমণ হওয়ায় বরিশালের সমুদ্রোপকূল ভাগের দক্ষিণাঞ্চলে হাজার হাজার একর জমিতে ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে কয়েক লক্ষ কৃষক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে।
৮. সেন্টোর চতুর্দশ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক বাণীতে পাকিস্তানি প্রতিনিধি বলেন যে সেন্টো সম্পর্কে পাকিস্তানের মোহ ঘুচে গেছে এবং কেবল ইরান ও তুরস্কের অনুরোধে পাকিস্তান তার সদস্যপদ বহাল রেখেছে।

মার্চ

মার্চ ১

দৈনিক সংবাদ

১. মণি সিং, সন্তোষ ব্যানার্জী, মন্মথ দে ও মণিকৃষ্ণ সেন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, সকল দেশপ্রেমিক দল ও শক্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা খুব প্রয়োজনীয়।
২. ভাসানী ন্যাপ প্রদত্ত সংবর্ধনার জবাবে মণি সিং বলেন যে, আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যে আত্মহারা হলে চলবে না।
৩. গণআন্দোলনকে গ্রামে গ্রামান্তরে বিস্তৃত করার জন্য মওলানা ভাসানী আহ্বান জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
৪. গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকার ঈদের জামাতসমূহে হাজার হাজার মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। অনেক বাড়িতে কালো পতাকা ওড়ে।
৫. প্রথম দফা গোলটেবিল বৈঠকের যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, সম্মেলনের সাফল্যের জন্য দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য।

দৈনিক পাকিস্তান

১. ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শুভেচ্ছামূলক মনোভাবে তিনি অভিভূত।

দৈনিক আজাদ

১. গোলটেবিল বৈঠকে প্রেসিডেন্ট; দেশকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় আমি ব্যর্থ, আপনারা চেষ্টা করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. কুমিল্লায় কৃষক ছাত্র সমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেন যে, কোনো গোলটেবিল আলোচনায় কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি আসতে পারে না।

মার্চ ২

দৈনিক পাকিস্তান

১. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ১১ দফা দাবির সমর্থনে আগামী ৪ঠা মার্চ আহূত হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করে ভাসানী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা এক বিবৃতি দিয়েছেন। আগামী ৫ই মার্চ থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত ১১ দফা দাবি সপ্তাহ পালনের জন্য ন্যাপের ইউনিটসমূহের প্রতি তিনি নির্দেশ দেন।
২. ৪ঠা মার্চের হরতালের প্রতি আওয়ামী লীগ পূর্ণ সমর্থন দান করেছে।
৩. ইউসুফ হারুন গতকাল শনিবার হেলিকপ্টারে করে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য কথা কে বলবে? এই মর্মে পাকিস্তান টাইমস-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যও কথা বলবেন তিনিই।

দৈনিক আজাদ

এ পর্যন্ত আন্দোলনের একটি সচিত্র প্রতিবেদন

১.	৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ –	মওলানা ভাসানীর আহ্বানে হরতাল। পুলিস ও জনতার সংঘর্ষ। গুলিতে ৩ জন নিহত।
২.	২০শে জানুয়ারি ১৯৬৯–	ছাত্রসমাজের আহ্বানে সর্বাত্মক হরতাল। আসাদুজ্জামান নিহত।
৩.	২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৯–	পুলিসের গুলিতে ৪ জন নিহত। সান্ধ্য আইন জারি।
৪.	২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৯–	২৬-৩১ তারিখ পর্যন্ত সান্ধ্য আইন। ঢাকার রাজপথে গোরু চরে বেড়াচ্ছে।
৫.	১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯–	রাজশাহীতে পুলিসের গুলিতে ডক্টর জোহা নিহত, ১৬ই ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানীর জনসভার পর প্রয়োগ করা সান্ধ্য আইন অব্যাহত।
৬.	২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯–	শেখ মুজিবের মুক্তি।

মার্চ ৩

দৈনিক আজাদ

১ লিয়াকতাবাদে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. ঢাকায় গুলিবর্ষণে নিহত ছাত্র ও নাগরিকগণের স্মরণে ফার্মগেটের কাছে একটি শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে : সংগ্রামী শহীদদের স্মরণে। ১৯৬৯।

৩. পশ্চিম পাকিস্তান ভাসানী ন্যাপের প্রেসিডেন্ট সি.আর. আসলাম বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক জনগণের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

মার্চ ৪

দৈনিক সংবাদ

১. প্রদেশের সর্বত্র হাজার হাজার বি.ডি. সদস্যের পদত্যাগ।

২. আজ হরতাল।

৩. সরকারী দমননীতি, বালিয়াডাঙ্গিতে গুলিবর্ষণ। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, খাজনা ও ট্যাক্স, ধান চাল-ডালের মূল্য হ্রাস, পাট ও আখের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে সম্প্রতি কৃষক সমিতির উদ্যোগে সুদূর বালিয়াডাঙ্গি থেকে দেড় মাইল দীর্ঘ একটি লাঙল মিছিল ১৪ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ঠাকুরগাঁও আসে।... এস.ডি.ও-র সঙ্গে দেখা করে তারা অভিযোগ করে যে, থানায় গোরুচুরির কোনো এজাহার নেওয়া হয় না। অথচ থানা কর্তৃপক্ষকে গোরুর অর্ধেক দাম দিলে তারা কোনো একজন চোরের নামে স্লিপ দেয় এবং ঐ স্লিপ চোরের কাছে নিয়ে গেলে গোরু ফেরত পাওয়া যায়।

৪. ২ জন পদত্যাগী বি.ডি. নিহত হবার পর ২রা মার্চ উত্তেজিত জনতার সশস্ত্র আক্রমণে চাঁদপুর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণপূর্বে একটি গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তাঁর পুত্র নিহত হয়েছে।

৫. পুরানা মোগলটুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল করিমসহ কমিটির সকলেই BD সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

দৈনিক আজাদ

১. প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য মুসলিম লীগারদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় লীগারগণের মধ্যে কান্নার রোল শোনা যায়। আইয়ুব খান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিভৃত পল্লীতেও বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং তাঁর প্রদত্ত নতুন ব্যবস্থা দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে।

২. গভর্নরের আত্মীয় জনাব শরফুদ্দীন 'তমঘা-ই-কায়েদে আজম' খেতাব বর্জন করেছেন। এমনকি তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর আদেল ঢাকার একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের BD পদ চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

৩. আজিমপুরে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের পদত্যাগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ ৫

দৈনিক সংবাদ

১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বগুড়া শহরে ৪ঠা মার্চ দুপুর ১২টা থেকে ৫ই মার্চ সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্ফ্যু জারি ও EPR তলব করা হয়েছে।

২. গতকাল প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বিকালবেলা পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত জনসভায় ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

৩. মাদারীপুরে বিভিন্ন ইউনিয়নে খয়রাতি গম বিতরণে চেয়ারম্যানেরা ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে।

৪. শ্রীকাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও শ্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষ থানার কতিপয় প্রভাবশালী ও দুষ্কৃতকারীর সহযোগিতায় উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা BD-দের পদত্যাগ না করার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক আজাদ

১. খাদ্য ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি।

২. অটোরিক্সা চালকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তারা ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত দাবি সপ্তাহ পালন করছে। এই উপলক্ষে চালকগণ গাড়িতে লাল পতাকা লাগানো ও কালো ব্যাজ ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো কোনো মহল অটোরিক্সা থেকে জোর করে লাল পতাকা নামিয়ে নিচ্ছে।

AMARBOI.COM

মার্চ ৬

দৈনিক আজাদ

১. ইন্টার্নি ডাক্তারদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু।

২. গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবের লাহোর যাত্রা।

৩. তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনের প্রাঙ্গণে সমবেত কয়েক হাজার মোজাহের সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা দরকার।

দৈনিক সংবাদ

১. প্যারা-মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।

২. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ঠা মার্চ হরতাল পালন উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্র জনতা এক মিছিল বার করলে মুসা নামে একজন গুণ্ডার নেতৃত্বে একদল গুণ্ডা জনতার ওপর আক্রমণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ ৭

দৈনিক সংবাদ

১. ইন্টার্নি ডাক্তারদের ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত হয়েছে, ঢাকা মেডিমেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সংকট।

২. আজ রাত্রি সাড়ে আটটায় বেচারাম দেউড়ী বটগাছতলায় সদ্যকারামুক্ত রাজবন্দী ন্যাপের আবদুল হালিম ও মতিয়া চৌধুরীর সংবর্ধনায় জনসভা হবে।

৩. বেগম সুফিয়া কামাল কর্তৃক খেতাব বর্জন।

৪. জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা দুজন অপরাধী হত্যা এবং জনৈক ডাকাত ও অন্যান্য অপরাধী ব্যক্তির ৩১টি গৃহ ভস্মীভূত করে দিয়েছে। নিহতদের একজনের নাম কপিল। সে শ্রীবর্দী থানার ভাবাডাঙা গ্রামের লোক। গোরুচোর বলে সে পরিচিত। অপর নিহত অপরাধীর নাম সাত্তার। ৩/৪ হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মজুমদার নামে একজন ডাকাতসহ কয়েকজন অপরাধীর গৃহ ভস্মীভূত করা হয়েছে।

৫. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১০ জন কেন্দ্রীয় নেতা এক বিবৃতিতে বলেন যে, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করি যে ছাত্র জনতার আত্মাহুতি ও মরণপণ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ যখন সুনিশ্চিত সেই সময় ছাত্র-গণআন্দোলনের সুযোগে কিছুসংখ্যক সুযোগসন্ধানী লোক ও দুষ্কৃতকারী কোনো কোনো স্থানে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। BD-দের পদত্যাগ করবার জন্য এরা জবরদস্তী ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ধান, চাল ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করবার নামে ব্যবসায়ীদের ওপর জবরদস্তী চালাচ্ছে। চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এসবের জন্য পুলিসবাহিনীকে কাজ করতে দেওয়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০

(সেই লাল রেক্সিনে মোড়া নোটবইটিতে শুধু একটি পৃষ্ঠায় আছে ১৯৭০ সালের উল্লেখ। টুকে রেখেছেন দুটি ভিন্ন জগতের দুটো তথ্য। একটি রাজনীতির অন্যটি ঠুংরী গানের।)

ফেব্রুয়ারি ২২

১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পল্টন ময়দানে পূর্ব বাঙলা ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত জনসভায় দলের সভাপতি মাহবুবউল্লাহ স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি (ML) ভেঙে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (ML) (নেতা : মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, বদরুদ্দীন উমর, নগেন সরকার, অজয় ভট্টাচার্য, সুখেন্দু দস্তিদার, শরদিন্দু দস্তিদার) এবং পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (ML) (নেতা : দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, ওয়াহিদুর রহমান, টিপু বিশ্বাস, মকবুল হোসেন, শামসুজ্জোহা মানিক, মহসিন শস্ত্রপানি)– এই দুই দলে বিভক্ত হয়।

পূর্ব বাঙলা কমিউনিস্ট পার্টির (ML)-(দেবেন শিকদার, আবদুল মতিন, টিপু বিশ্বাস, আবুল বাশার, আলাউদ্দিন, ওয়াহিদুর রহমান প্রমুখ) সিদ্ধান্তক্রমে মাহবুবউল্লাহ এই ঘোষণা করেন।

তারিখবিহীন

খাম্বাজ ঠুংরি
যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী
কহো আহাল আদম পর ক্যা গুজরী,
আলম গুজরা সদমা গুজরা,
যব হাম গুজরে, দুনিয়া গুজরী – ওয়াহেদ আলী খান

ভলা, নিমকহারামনে মুলক ডুবায়া
হযরত যাতে হেঁ লণ্ডন কো
মহর মহল মে বেগম রৌয়ে
গলি গলি রৌয়ে...

লখনৌ শহরের এই গানগুলো এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ঢাকায় জনপ্রিয় ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৬

(১৯৭০ সালের পরের ডায়রিটি ১৯৭৬ সালের। এর মাঝখানে আর কোনো ডায়েরির খোঁজ পাইনি। এই ডায়েরিটিতে রয়েছে নানা বর্ণাঢ্য বিষয়ের উল্লেখ। শুরুতেই আছে সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার চমৎকার বর্ণনা। আছে তার পছন্দের নানা কবিতার, গানের, প্রবন্ধের ছোট ছোট উদ্ধৃতি। ১২ ফেব্রুয়ারি তার জন্মদিনে আছে মর্মস্পর্শী উপলব্ধির কথা। চিলেকোঠার সেপাই এসময় দৈনিক সংবাদে ধারাবাহিক প্রকাশ হতে শুরু করে। আছে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া। আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা, কাজী নজরুলের সঙ্গে ভাসানীর তুলনা করে লেখা একটি কৌতূহলোদ্দীপক নোট। এক সহকর্মী বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও আছে।)

জানুয়ারি ২

খুলনা থেকে মঙ্গলা— বেশ আলাদা ল্যাণ্ডস্কেপ দেখতে দেখতে গেলাম। জনি ওয়াকারের বড়ো সাইজের রেড লেবেল প্রায় অর্ধেকটা শেষ হলো। মঙ্গলায় বটু আর আমি দুজনেই চাইনিজ নুডলসের অনেকগুলো প্যাকেট, বিদেশি সিগারেট আর ম্যাচিস কিনলাম। বেলা দশটার দিকে ঢুকলাম সুন্দরবন।

প্রথম প্রথম একদিকে ঘন বন আরেক দিকে ছড়ানো গাছপালা, সেদিকে কিছু কিছু লোকজনের বাস। খাল দিয়ে আমাদের লঞ্চ চলছে। এক খাল থেকে আরেক খালে ঢুকছি আর বন ততোই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। খালের তীরে কেওড়া গাছ, হরিণের প্রিয় খাদ্য, আমার যেমন শিক কাবাব, আব্বার যেমন কোর্মা ও শামিকাবাব, আম্মার যেমন মাছের চচ্চরি, T হকের যেমন সরপুঁটি ও কূল। যতোই এগুনো যায় বন ক্রমে ক্রমে অরণ্য হয়ে দ্যাখা দিলো। ঠাসবুনুনী বনে কেবল সুন্দরী গাছ, তীরে গোলপাতা ও কেওড়া গাছের বর্ডার। জোয়ার চলছিলো যখন, তীরের গাছপালা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের অন্যপাড় দেখছিলো। এই বনের সবচেয়ে যা feel করা যায় তা হলো এর নিদারুণ নিস্তব্ধতা। এরকম loud silence কি space-এ পাওয়া যায়? খালের জলেও আওয়াজ নেই, দেখে মনে হয় জল খুব ভারি ও ঘন এবং নির্লিপ্ত। ছোট্টো লঞ্চের যান্ত্রিক একটানা ধ্বনি এই নির্লিপ্ত এবং স্তব্ধ অরণ্যে কোনো বিঘ্নই ঘটাতে পারেনি। দারুণ রকম ঝড়ের রাতে পিন পড়ে যাওয়ার আওয়াজের মতো এই লঞ্চের ধ্বনি একেবারেই feel করা যায় না। এই অরণ্য নিদারুণ উদাসীন ও নির্বিকার। একটা জায়গা যে এরকম নির্বিকার অস্তিত্ব নিয়ে আবহমানকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কখনো ভাবিনি। মনে হচ্ছিলো অরণ্য তার সমস্ত খুচরো অংশ, spare parts নিয়ে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে একটিমাত্র আত্মায় অথবা আত্মার অতীত কোনো কিছুতে। সমস্ত জগৎ, সমস্ত কাল, সমস্ত বস্তু ও বস্তুর জন্মমৃত্যু– সমস্ত এই অরণ্যের আয়ত্তে; তাই সে দেখেও না দেখতে পারে সকলকে। জ্ঞানের অতীত, বোধ কিংবা উপলব্ধির অতীত, সকল বোধের অতীতে পৌঁছে চূড়ান্ত নির্লিপ্তি নিয়ে অরণ্য সকলকে দ্যাখে। সভ্যতার বিবর্তন, বিজ্ঞানের অপ্রতিহত জয়যাত্রা, মানুষের দ্রুত পরিবর্তন, প্রকৃতির স্বভাব বদলানো– তাকে স্পর্শ করে না কিছুই। এমনকি তার নিজেরই বিশাল দেহে ঋতুর আবির্ভাব, তার খালে ও নদীতে নোনা জলের জোয়ারভাটা, মেঘ ও বৃষ্টিপাত, খরা ও দাহ– কিছুই নতুন নয় তার কাছে। এই অরণ্যে এসে নিজেকে বড়ো ক্ষুদ্র ও অপাংক্তেয় মনে হতে লাগলো। অথচ কোনো অভিমান, ক্ষোভ কি complex কিছুই তার কাছে কিছু নয়। মহাশূন্যের দিকে দৃষ্টিহীন অক্ষিনিক্ষেপ করে সে কেবল কালাতীত জীবন যাপন করে। তার বৃদ্ধি, তার ক্ষয়, তার বিকাশ, তার বিনাশ সবই তার নিজের আয়ত্তে, সে সব দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে চলেছে। কিন্তু তার ডানায় কিছু লেগে থাকে না।

ফেরার সময় যন্ত্র কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো লাগছিলো। বটুর IWTA-র লঞ্চ ভারি সুন্দর দেখতে। ছোট্ট লঞ্চ, একজনের জন্যই তৈরি, সুন্দর যাওয়া চলে। বটু যে আমার কী উপকার করলো, কী করে প্রকাশ করি। আমরা প্রায় ৪৭+৪৭=৯৪ নটিক্যাল মাইল ঘুরলাম। এক নটিক্যাল মাইল মানে ৬০০০ ফিট। খুলনা থেকে মঙ্গলা ৩২ নং মাইল। মঙ্গলা থেকে সুন্দরবনের গভীর ভেতরে ১৫ নং মাইল।

ভৈরব, পশুর ও মঙ্গলা নদী অতিক্রম করেছি। মঙ্গলা নদীতে জলের গভীরতা প্রায় ৭ ফ্যাদম। ১ ফ্যাদম = ৬ ফিট, ৩ মাইলে ১ লীগ।

AMARBOI.COM

মাথা নয়,
জন্ম গোধূলিতে সূর্য ছুঁয়েছিলো
নরম, রক্তাক্ত দুটি হাত।
শান্ত, মৌন অরণ্যের ব্রহ্মচর্যে
স্তব্ধতার স্বর
প্রয়োজনহীন জলের শরীরে ঝাঁকি দেয়।
যেখানে তৃষ্ণার জল ঠোঁট চাটে মোহন সন্ত্রাসে।
শক্তি আর হিংসার যুগলবন্দী
বাতাসেও পদচিহ্ন আঁকে।
শিকারী ও বাওয়ালীর গাঢ় স্বপ্ন, দম্ভ, প্রয়োজন
একে একে গুঁড়ো হয়, রেণু হয়, ক্রমে মিশে যায়।

সমস্ত ভুবনব্যাপী, রণক্লান্ত থাবা পড়ে থাকে।
কেবল হরিণী জানে, হরিণীর ম্লান চোখ জানে
কোন ঘাটে অকস্মাৎ বাজুবন্ধ খসে পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নয়,
মগ্ন গোধূলীতে সূর্য ডুবেছিলো
সবুজ, রক্তাক্ত হয়ে গেছে।
শান্ত, মৌন অরণ্যের প্রশান্তিতে
[illegible] স্তব্ধতার স্তর
প্রাণবন্ত নীরব কাননে কাঁপিয়ে দিয়ে।
তোমার ভুলের ফল [illegible] তোমার সন্ধানে!
মাটি খাই হিসাব [illegible]
বাজেও [illegible]।
শিকারী ও [illegible] পাখি শ্যাম, দক্ষ, প্রাণবন্ত
পথে পথে ওড়ে না, [illegible] না, [illegible] মিলে যায়।

সমস্ত দূরের [illegible] [illegible] পথ পাড়ি যায়।
[illegible] নদীর পারে, [illegible] আর [illegible] পারে
মোর পাশে অবশেষে [illegible] পাশে পাশে যায়।

[illegible]
২.২.৭৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ১৭

The Scholars
Bald heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable bald heads
Edit and annotate the lines
That young man, tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignornat ear.

All shuffle there; all cough in ink;
All wear the carpet with their shoes;
All think what other people think;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did the Catullus walk that way?

— W. B. Yeats

জানুয়ারি ১৯

When You Are Old
When you are old and grey and full of sleep.
And nodding by the fire, take down this book.
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had onec, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false of true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how `ove fled
And paced upon the mountains overhead
And hide his face amid a crowd of stars.

— W. B. Yeats

জানুয়ারি ২৯

"Never can I pursue in quite that which holds my soul in thrill, never rest at peace contented, and I storm without cease."

— Karl Marx

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ৩১

Went to the German Cultural Institute at Road 2 to see a movie I Love You— I Kill You directed by Vwe Srander. The film is a rather shocking one. Vwe Srander— I have never heard of him, Buro bhai must be knowing a lot about the director and might have seen some of his movies. Nevertheless, Srander tries to demonstrate the dehumanizing effect of the mechanical rituals of a regimented society. Each shot of the film is created in beautiful architectural frames and while it provides an eye-filling spectacle it riveals a strange sense of isolation and sensuality.

ফেব্রুয়ারি ১

চিলেকোঠায় উপন্যাস আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে দৈনিক সংবাদ-এর সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হতে শুরু হলো।

ফেব্রুয়ারি ৪

Fifth Philosopher's Song

A millon spermatozoa
All of them alive
Out of their cataclysm but one poor Noah
Dare to survive.
And among that billion minus one
Might have chanced to be
Shakespeare, other Newton, a new Dome
But the one was me.
Shame to have ousted your better thus
Taking ark while the others remained ourside!
Better for all of us, forward Homunculus
If You'd quietly died?

— Aldous Huxley

ফেব্রুয়ারি ৬

Is he a ridiculous character as told by his wife? She feels ashamed to take him to her friend's house when he is in his usual dirty clothes and shoes. Does she feel herself to be inferior when he accompanies her to her relation's place who happen to have earned money and also some sort of position among the social climbers of Bangladesh.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারি ৯

ভগবান কৃষ্ণ সর্বজনের নায়ক, মনোহরাঙ্গ, নিখিল সুলক্ষণবিশিষ্ট, রুচির, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, কিশোরবয়স্ক, নানাবিধ ভাষাবিদ, সত্যভাষী, প্রিয়বাদী, বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী, সুরসিক, চতুর দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, দান্ত, ক্ষমাবান, গম্ভীর, ধৃতিশীল, সাম্যপরায়ণ, বদান্য, ধর্মশীল, শূর, দয়ালু, মানদ, বিনয়ী, লজ্জাশীল, শরণাগতপালক, সুখী ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ, সর্বজনমঙ্গলকারী, মহাপ্রতাপবান, কীর্তিমান, লোকানুরঞ্জক, সাধুগণের আশ্রয়, রমণীমনোহারী, সর্বজনারাধ্য, মহাসমৃদ্ধিবান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

ফেব্রুয়ারি ১০

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতো হপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতো হবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্
(বসন্ততিলক ছন্দ)

অনুবাদ : জীর্ণবস্ত্রখণ্ড কি পথে পতিত থাকে না? বৃক্ষসমূহ কি ফলকুসুমাদি দ্বারা অন্যের পোষণ করে না? তাহাদিগের সকাশে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না? সমস্ত নদীই কি শুষ্ক হইয়াছে? পর্বতকন্দর কি অবরুদ্ধ হইয়াছে? ভগবান কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না? তবে সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন?

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ১২

1943-1976

And lo! Jesus, son of God died when he reached this age, 33 Jesus was exhausted and he did all he could do becaues he was on an assignment to pomp [?] for God. He said, "O God, take me back. I did what you asked me to do, I suffered Becuse you desired me to suffer. Now I feel spent up and so let me join you at the Olive Corner of Heaven."

God said, "You have done what I asked you to do and so I reward you. "Jesus achieved death and a place at the Olive Corner of Heaven and so he was crucified.

And lo! This caricature of an artist was born tired and he is exhausted since his normal and so-called legitimate birth on Feb 12, 1943. The bugger is now married and a father and a writer of no fame or authority. And he is yet to start his life. How does he justify his existence? Or does he have any?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

And lo! Jesus, son of God died when he reached this age, 33. Jesus was ~~exhausted~~ exhausted and he did all he could do because he was on an ~~assign~~ assignment to pimp for ~~his~~ God. He said, "O God, take me back, I ~~tried or~~ did what you asked me to do, I suffered because you forced me to suffer. Now I feel exhausted and so let me join you at the Olive Corner of the heaven."

God said, "You have ~~acted~~ done what I asked you to do and so ~~time~~ I rewarded you." Jesus achieved death and a place at the Olive Corner of the heaven and he was crucified.

And lo! this caricature of an artist was born tired and he is exhausted since his forced and so called legitimate birth on Jul 12, 1943. The bugger is now married and a father and a writer of no fame or authority. And he is yet to stand his life. How does he justify his existence? Or does he have any?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারি ১৪

আসাদ কবি আবুল হাসান পুরস্কার পেয়েছে। সকালবেলা ফিরোজের ঘরে খবরটা শুনে খুব ভালো লাগলো।

ফিরোজের ঘরে ৩০১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি পড়লাম। এইসব লোকদের কথা ভাবতে খুব রাগ হয়। এই শালারা কী?

আমাদের এখানে middle class-এর লোকদের পক্ষে কোনো আন্দোলন করা একেবারেই সম্ভব নয়। West Bengal কি India-য় তবু হতে পারে। West Bengal-এর middle class-এর জন্ম অনেক দিন। আমাদের এখানে লোকজন middle classভুক্ত হওয়ার সুবিধাগুলো পেতে শুরু করেছিলো ১৯৬০ সালের দিক থেকে। এখনো সুবিধা পাওয়া চলছেই। এই অবস্থায় এইসব লোক establishment-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে কেন? এখানে lower middle class সুবিধাভোগী এবং তাদের প্রবণতা নিজেদের top class-এর লোকদের সঙ্গে identify করা। এখানে লেখকদের ব্যাপারেও এই কথা খাটে। ১০-১২টা মাঝারি ধরনের গল্প লিখে এখানে প্রতিষ্ঠিত লেখক হওয়া যায়। বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় কাগজ থেকে interview নিতে লোক আসে। লিখলেই লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়? এ স্বীকৃতি পেয়ে লাভ কী? বাংলা গদ্য ঠিকমতো লিখতে পারে না, এমন লোক কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সঙ্গে আমাকে আলাদা করে চিহ্নিত করবে? না, করবে না। এদের ভাবখানা এই; আমরাও আছি, তুমি ভালো লিখছো, তুমিও আমাদের সোসাইটিতে এসো। বাকশাল ব্যাপারে সাজ্ঘাতিক একা হয়ে পড়েছিলাম, এইসব রুচিহীন ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখি, এখানেও আমি একা।

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ১৫

কেহ বলে, "নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।"
কেহ বলে, "নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥"
হরিদাস কহে, "নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥"

শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত
– কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী

চিলোকোঠায় তৃতীয় দিন প্রকাশিত হলো। গত রবিবারের বর্জিত অংশও আজ ছাপা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারি ১৮

"The reason for the unreason with which you treat my reason, so weakens my reason that with reason I complain for your beaty."

"The high heavens that with their stars divinely fortify you in your divinity and make you deserving of the desert that you greatness deserves." — D. Q.

"For he has robbed much of his native value. That is what hapens with all authors who translate poetry into other languages. However much cate they take, and however much skill they show, they can never make their translation as good as the original."

"That Cervantes has been a geat friend of mine for many years, and I know that he is more versed in misfortunes than in verse. His book has some clearer ideas; but is sets out to do something and concludes."

ফেব্রুয়ারি ১৯

"I was resourceless. Heaven, it seemed, had abandoned me; sustaining earth had become my enemy. Air denied me breath for my sighs and water moisture for my tears; only fire grew so strong that I seemed to burn all over with rege and jealousy."

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ২১

Devoted to his profession he has proved himself to be a successful teacher. He is a young man with a personality, honest and responsible, intelligent and hard-working. His teacher considered him eminently qualified for any job that may call for utilization of such merits. Mr. Munir Chowdhury was his teacher.

ওপরে তাকাতে ভরসা হয় না। আকাশের দিকেও তাকাবার সাহস নেই। কালো আকাশের হাজার হাজার তারা ঝকঝকে তালোয়ারের ফলার মতো ঝুলছে– কখন পড়ে, কখন পড়ে। সে তাড়াতাড়ি করে মাথায় হাত দিলো। নিচের চোরাবালি বরং ভালো, নিশ্চিত নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি ২২

বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতে আলাউদ্দীন খাঁ ও আব্বাসউদ্দিন, নৃত্যকলায় বুলবুল চৌধুরী ও চিত্রকলায় জয়নুল আবেদিনের আবির্ভাব ঘটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান হওয়ার আগেই। এমনকি বাঙলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের প্রভাব বিস্তার ১৯১৬-১৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। হিন্দু আধিপত্য মুসলমান সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় একথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ এঁদের সাফল্যেই বোঝা যায়। রাজনীতি ও শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তান হওয়ার আগেই অনন্তঃ দুএকজন করে মুসলমানের নাম পাওয়া যাবে যারা সমগ্র বাঙলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই নিজেদের যথাযোগ্য আসন অধিকার করতে পেরেছেন। এই আসন কেউ তাদের দয়া করে দান করেনি, কিংবা কোনো অগ্রসর সম্প্রদায়ের উদার মনোভাবের কল্যাণে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, এই মর্যাদা তাঁরা অর্জন করেছিলেন নিজেদের প্রতিভা এবং কৃতিত্বের সাহায্যেই। হুমায়ুন কবির কিংবা আবু সায়ীদ আইয়ুব কিংবা শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বুদ্ধিবৃত্তির গভীর চর্চা সমগ্র দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের অনুপস্থিতি বড়ো চোখে পড়ে যেখানে তাঁদের কৃতিত্ব ও সার্থকতা একেবারে শূন্যতার পর্যায়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্র হলো বাঙলা কথাসাহিত্য।

বাঙলা গদ্যেও বাঙালি মুসলমানের মর্যাদা অর্জন খুব সাম্প্রতিক কালের নয়। মীর মোশাররফ হোসেন তো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবদ্দশাতেই।

ফেব্রুয়ারি ২৯

চিলেকোঠায় আজ বেশ অনেকটা ছাপা হয়েছে। এক জায়গায় 'পাকিস্তানের পতাকা' কথা থেকে 'পাকিস্তানের' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে দেখে যে কেউ বুঝবে যে ওখানে একটা শব্দ ছিলো। এরপর হঠাৎ করে প্রায় এক প্যারাগ্রাফের মতো জায়গা খালি। এখানে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঢাকার রাস্তায় উচ্চারিত কিছু স্লোগান লেখা ছিলো : আইয়ুব মোমেন ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই। আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী, ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক।

মার্চ ২০

মূলতত্ত্বে ফল হতে আমল দরকার। শরিয়ত উৎপন্নের এই ঘর সার। মাথা হয় মূলতত্ত্ব চুল হবে তায়। শিরে শরিয়ত চুল আপনি জলায়। কোথায় বিচারে চুল মাথা যার নাই। ঘর বিনা সিঁড়ি তার হইবেক নাই। কেমনে হইবে বেটা সঙ্গী না করিলে। ব্যথা বোলাইবে তারে ছাওয়াল জন্মিলে। খোজা যদি সাদী করে বোঝা হবে তার। সন্তান কেমনে হবে করহ বিচার। হাগিবার জাগা ভাই আগেতে বানালে খানা নাহি কি খাইয়া হাগিবে সকালে।

—নূরে হক গঞ্জেনূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ ২৬

ঢাকার তারা আনল টাকা
মনে ভাবলাম ঘুরল চাকা
আইস্যা দেখি সবই ফাঁকা
পোড়া কপাল অন্ধকার
কিশোরগঞ্জে মামীর বাড়ি
মামার বাড়ি চাতলপার
বাপের বাড়ি বামুনবাইর‍্যা
নিজের বাড়ি নাই আমার।

এপ্রিল ৯

বগুড়া : উমেশচন্দ্র বটব্যাল [সাহিত্য পৌষ ১৩০৯]

বগুড়া জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মঙ্গলবাড়ি হাটের সন্নিকটে শাণ্ডিল্যগোত্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিলো। তাহাদের বংশে 'মাতঃ শৈলঃসুতা' গঙ্গাস্তরের রচয়িতা গুর মিশ্র আবির্ভূত হন। এই বংশের লোক আপনাদের বংশাবলী ও কীর্তি ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন। ইংরাজিতে উহা বাঙ্গাল পিলার ও দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে গুরুস্তম্ভ নামে বিখ্যাত। কিন্তু দেশীয় লোকগণ ইহাকে 'ভীমের পাল্টী' বলে।

এপ্রিল ২২

মলয় ঘোষ দস্তিদার (রেকর্ড ১৯৫৮)
ছোড ছোড ডেউ তুলি (পাখি)
লুসাই ফাহাড়ে তুন লামিয়ারে
যারগোই কর্ণফুলি।

মে ২৩

জিনুর সঙ্গে প্যারিদাস রোডে ধানকুয়ার বাড়িতে বাইণ্ডারের কাছ থেকে আমার বইয়ের প্রথম দশ কপি নিলাম। ওরা ১০০ কপি পাঠিয়েছে। দিলীপকে কয়েকটা কপি দেবো বলে আমি আগেই ১০ কপি নিয়ে নিলাম। রাত্রে দিলীপের কাছে অনুপম ও সিদ্ধার্থের কপি দিলাম, সাধনকে দিলাম এক কপি। দিল্লীতে অণু ও বাবলুকে দেওয়ার জন্যও ১ কপি দিয়ে দিলাম।

এই বইটায় 'প্রতিশোধ' না দিলেই ভালো হতো। এই গল্পের ভাষায় ও ট্রিটমেন্টে বাঙলাদেশী লেখকদের সাধারণ দোষ এক ধরনের কৃত্রিম বাঙলা গদ্যের লক্ষণ দ্যাখা যায়। ভাষা ও প্রকাশ ব্যাপারে অন্ততঃ অন্য গল্পগুলোতে এই দুর্বলতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। এই বইয়ের commercial success সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ আছে। ক্রিয়েটিভ ধরনের লোক ছাড়া এই বই ভালো লাগবে কার?

বইটা প্রেসে ছিলো যখন তখন যে রকম উৎসাহ বোধ করেছি এখন তার এক শতাংশও নেই। প্রেসে থাকাকালেই সময় ভালো কেটেছে আমার। ওরকম ব্যস্ততা, প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে একটু পাল্টে দেওয়া, কায়েস, ফিরোজ ও বাবুলের সঙ্গে ফরহাদের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে প্রুফ দ্যাখা—এর তুলনা হয়? সেই সময় এদেরও যে উৎসাহ ছিলো এখন তা অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। আমারই আগ্রহ নেই বইয়ের প্রচারে, এদের আর কোত্থেকে থাকে।

জুন ৭

Mahatma Gandhi : Jogi and Commissar-are- evaluation
"It takes a great deal of money to keep Bapu living in poverty."

জুলাই ৬

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা

১. রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগ কেবল মহিলা শিল্পীদের যুগ। শান্তিনিকেতন পর্বের আগে থেকেই ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পরে আসেন সাহানা দেবী, অমলা দেবী, অমিয়া ঠাকুর, মালতী ঘোষাল, কনক দাস, অনীতা দেবী, রেণুকা দাশগুপ্ত, সতী দেবী প্রমুখ। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেবল উচ্চবিত্ত সংস্কৃতিবান [?] বাঙালি পরিবারসমূহেই প্রচলিত ছিলো, এমনকি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত কোনো পরিবারের বাইরে কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা একরকম হয়ই নি।

২. চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয় *দিনের শেষে* ছায়াছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে। *দিনের শেষে* (পঙ্কজ মল্লিকের সুর), এবং অন্য একটি ছবিতে [?] সায়গলের কণ্ঠে 'আমি তোমায় যত' ও কানন দেবীর কণ্ঠে 'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' সারাদেশে প্রথমবারের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলে। এরপর কানন দেবীর 'এদিন আজি কোন ঘরে গো' এবং সায়গলের 'তোমার বীণায়', কানন দেবীর 'আমার বেলা যে যায়', 'সেদিন দুজনে', 'তিমির দুয়ার খোলো' প্রভৃতি গান একেবারে সাধারণ শ্রোতাদেরও বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিলো।

৩. সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার ইতিহাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও একটি স্থান অনস্বীকার্য। তাঁর গাওয়া 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' ও 'পাগলা হাওয়ার বাদলদিনে' রেকর্ড বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনচিত্ত জয় করে। এই পর্যায়ে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কথাও বলা চলে। এই তিনজনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেবল বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে এরা তিনজনই পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন।

৪. সৌভাগ্যক্রমে এঁদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ও রাজেশ্বরী দত্তের আবির্ভাব ঘটে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রচুর পরিমাণে অনুসারী সৎ থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্রুপদাংশের ভিত্তিতে রচিত অংশ এঁদের কল্যাণেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। দেবব্রত বিশ্বাস বিতর্কিত হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পী। দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র সম্পূর্ণ দুই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষায় ও একই সঙ্গে শুচিবায়ু ত্যাগ করে তার আবেদন সঞ্চার করার প্রচেষ্টায়ও দুজনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৫. সন্তোষ সেনগুপ্ত একাধারে শিল্পী (কেন বাজাও) ও অন্যদিকে কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সুবিনয় রায়, সুমিত্রা সেন ও সাগর সেন এই তিনজন শিল্পীই নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য স্থান করতে পারেননি, কিন্তু মুক্তভঙ্গীতে সঙ্গীত পরিবেশনে তিনজনই সার্থক। আশোকতরু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্থাপনে ইতিমধ্যেই সার্থকতার চিহ্ন রেখেছেন। অর্ঘ্য সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, বাণী গুহ ঠাকুরতা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

৬. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং– এঁদের তিনজনই এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্প ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এঁদের কণ্ঠেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলনে কিংবা জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়।

৭. রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন সামাজিক উন্নয়নের একটি সোপান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আকাশবাণী কলকাতা ও অন্যান্য কেন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য কিংবা ভারতীয় শোষক সমাজের কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য এই গানকে যে বিকৃত উপায়ে প্রচার আরম্ভ করেছেন তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া লোকজনের ড্রইংরুমের শোভা বৃদ্ধি করবার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে ঢাকাতেও। ঢাকায় কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নেই; নজরুল গীতিতে ফিরোজা বেগম, লোকগীতিতে আব্বাসউদ্দিন ও আবদুল আলীমের মতো কোনো প্রতিভা রবীন্দ্রসঙ্গীতে এখনো পাওয়া যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই ২১

নজরুল ইসলাম

১. নজরুল ইসলাম কোনো ছকের মধ্যেই পড়েন না। মূলত তিনি রোমান্টিক কবি কিন্তু তাঁর অনুভূতিপ্রবণতা তাঁকে কখনো কখনো সাধরণ শোষিত মানুষের দুঃখ যন্ত্রণায় অভিভূত করে তুলেছে। ক্রোধ, ভালোবাসা প্রভৃতি সম্পূর্ণতা লাভের পূর্বেই তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাই কোনো অনুভবই সম্পূর্ণ করে পাওয়ার উপায় তাঁর কবিতায় প্রায় নেই বললেই চলে।

২. এই সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভের জন্য যে পরিমাণ সংহত ও স্থিতধী হওয়া দরকার তা তাঁর ছিলো না, একেবারেই ছিলো না। যে কোনো ঘটনা তাঁকে বিচলিত করতো, যে কোনো অনুভবে আন্দোলিত হতেন তিনি। একটি ঘটনা বা অনুভব তাঁর রচনায় এসে গেছে বড়ো দ্রুত, কোনোরকম পরিশোধন ছাড়াই। অসাধারণ ক্ষমতার বলে তিনি সেগুলোকে শিল্পে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে একেবারেই পারেননি। সাম্যবাদ বা প্রেম, ইসলাম বা শ্যামা যাই তাঁর জীবনে যতোটুকু তরঙ্গ তুলুক তার তাৎক্ষণিক চিত্র তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে। যতো ক্ষীণতম স্পন্দনের প্রতিফলন ঘটানোই ছিলো তাঁর চিত্তের বৈশিষ্ট্য। Emotion recollected in tranquility কবিতা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই সংজ্ঞা তাঁর কবিতায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর কবিতায় emotion সর্বদাই কম্পমান। কাঁপতে কাঁপতেই তার আবির্ভাব, একটি পূর্ণরেখা গ্রহণের আগেই সেই আবেগের বিলীনতা প্রাপ্তি। এর ফলে মানুষ তাঁর কবিতায় ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে বটে কিন্তু সেই ক্রোধ কোনো শক্তিতে পরিণত হতে দেয় না। ম্যাক্সিম গোর্কি কি মায়াকোভস্কির স্থির সংকল্প তাঁর নেই। কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট তাঁর রচনায় তাই অনুপস্থিত।

৩. মার্ক্সিস্ট বা লোকহিতে বিশ্বাসী কোনো কবিই এই আবেগের ভগ্নাংশ উপস্থিত করতে পারেননি। বাঙলা সাহিত্যে মার্ক্সিস্ট ভাবনার যথোচিত প্রকাশ এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

৪. বাঙালি রাজনীতির ক্ষেত্রেও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রকাশ, সমাজতন্ত্রের ধারণাকে মানুষের মধ্যে সঞ্চায়িত করে দেওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীগণ যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, বাঙলা সাহিত্যেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টাকারী সাহিত্যকর্মীগণও কোনো ছায়া রাখতে সক্ষম হন নাই বললেই চলে।

৫. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কোনোরকমে নির্দিষ্ট মন্তব্য বা সংকল্প ছাড়াই রাজনীতি করেছেন। আসামের শোষিত সম্প্রদায়ের কষ্ট তাঁকে অভিভূত করেছে, পাকিস্তানোত্তরকালে বিরোধী দল গঠন, নানা সময়ে বিভিন্ন বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্বদান, আবার ইসলামের নাম ব্যবহার, ইসলামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রভৃতি এই সংহতি ও সুনির্দিষ্ট রাজনীতির অভাবের ইঙ্গিত করে, কমিউনিস্টদের ব্যর্থতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৬. সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম ভারতীয় গানের সনাতন রীতিকেই অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। তাঁর গানে আসরের আমেজ, বেলোয়ারি কাচের আওয়াজে এই গান মুখরিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা গানকে আসর থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন ব্যক্তির কানে, নজরুল ইসলাম আসরে ফেরার পক্ষপাতী। এই যে সামন্ত মেজাজ– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতে যাকে ঝেড়ে ফেলবার প্রয়াস, নজরুল ইসলামে তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন।

৭. একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও শোষণের তীব্র প্রতিবাদ, এবং অন্যদিকে সামন্ত একটি সঙ্গীত প্রথার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া– এই ধরনের স্ববিরোধিতা নজরুল ইসলামের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা চলে। মওলানা ভাসানীর ক্ষেত্রেও কি তাই হয়নি? সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রত্যেকেরই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আবার জমিদার আর মহাজনদের বিরুদ্ধেও তাঁর সংগ্রাম। পক্ষান্তরে পীর প্রথা, ধর্মীয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি কি তাঁর সামন্ত মনোভাবের পরিচয় বহন করে না?

৮. নজরুল ইসলাম ও মওলানা ভাসানী দুজনের মধ্যেই এনার্কিস্ট হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ফলে সেই ধরনের বিশেষণ কারো সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়।

AMARBOI.COM

নভেম্বর ১১

I felt terribly disturbed when one of my friends had been talking to a pseudo-scholar, a colleague, about my short stories. The pseudo is used to 'coughing in ink' and he was farting by his lips while talking irrelevant, meaningless words about my short stories. I just remembered W. B, Yeats' 'The Scholar' and Jibananda Das' 'সমারূঢ়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮০ .

(এই ডায়েরিটিতেও আছে নানা সূত্র থেকে নেয়া কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির উদ্ধৃতি। ১২ ফেব্রুয়ারিতে আবারো আছে জন্মদিনে তার নিজস্ব উপলব্ধি। আছে জঁ পল সার্ত্রের মৃত্যুদিনে তার ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন নিয়ে তার নিজস্ব পাঠটি লক্ষণীয়। একটি ভ্রুণকে নিয়ে চমৎকার একটি গল্পের খসড়া আছে। এসময় খুলনা জেলে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যখন তিনি খুলনায় উপস্থিত ছিলেন। এ নিয়ে তার উদ্বিগ্নতা, প্রতিক্রিয়াটি লক্ষণীয়। আছে মা'র স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা।)

জানুয়ারি ১

"What we call fame is nothing but the sum of all mistakes circulating about one individual."

— Rainer Maria Rilke

"Imagination is more imprtant than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to revolution. It is, strictly speaking, a real factor in scientific research."

— Albert Einstein

AMARBOI.COM

জানুয়ারি ৭

ছেলেধরার ভয় হয়েছে জাদু কোথাও যেও না
যিনি দেবে থাবা থাবা
— করবে হাবা
ঝুলির মধ্যে পুরবে বাবা
বাবা বলতে দেবে না।
(18th century)

শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম।
(কৃত্তিবাস : রামায়ণ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ১৭

"New what is characteristic of any nature is that which is best for it and gives most joy. Such to man is the life according to reason, since it is this that make him man."

— Aristotle

ফেব্রুয়ারি ১২

১৯৪৩-১৯৮০

গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোহরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্র গুপ্তাম্।
অজীতোহহতোহ ক্ষতোহধ্যাষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥

অথর্ববেদ [১২:১]

হে পৃথিবী, তোমার গিরিসমূহ, তোমার হিমালয় পর্বতশ্রেণী, তোমার অরণ্যসমূহ সমস্তই মঙ্গলময় হোক, এই পৃথিবী, যিনি বভ্রু বা পাংশুবর্ণা, যিনি রক্তবর্ণা, সমস্ত রূপে রূপময় যিনি, এই বিশাল ভূমি যিনি স্থির ও ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত– আমি সেই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি– আমি হত হইনি, আহত হইনি, আমাকে কেউ জয় করেনি।

"Freedom has no purpose. And it is not found on this earth. All we can find here is the struggle for freedom. We struggle to obtain the unattainable– that is what separates man from beasts."

মার্চ ৯

1. The Greeks glorified man as the most important creature in the universe and refused to submit to the dictation of priests or despots or even to humble themselves before their gods. Their attitude was essentially secular and rationalistic; they exalted the spirit of free inquiry and made knowledge supreme over faith.
2. The rudiment of their philosophy and science had been prepared by the Egyptians. The Greek alphabet was derived from Phoenicia. And probably to a larger extent than we realize the Hellenic apperciation of beauty and freedom was a product of Aegian influence.
3. It was during the Homeric age, 1200 to 800 BC that the Greek nation was formed and the foundation laid for many of the social and political developments of subsequent centuries.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

4. When the Greeks began their migrations into the Greek peninsula about 2000 BC, they appear to have been a mixture of Alpine and Nordic peoples. Later they mingled with the mediterranean natives who were already established in Greece.
5. Whether Achaean, Ionian or Dorian all of the Greeeks in the Homeric age had essentially the same culture, which was comparatively primitive. Although evidence exists that the Acheans had a system of writing as early as 1200 BC, their case was exceptional. We must envisage the Homeric Greeks as a preliterate people during the greater part of their history, with intellectual accomplishments that extended no further than the development of folk songs, ballads, and short epics sung and embellished by bards as they wandered from one village to another.

মার্চ ১১

Man Reach the Moon

"Earth is the cradle of the mind but one cannot live in a cradle forever."

— Konstantin E. Tsiolkovski (Russian rocket pioneer)

"That's one small step for man, one giant leap for mankind."

—Neil A. Armstrong

on reaching our his lefr foot and planting the first human footprint on the moon

AMARBOI.COM

মার্চ ২১

The Code of Hammurabi 195-199

If a son strikes his father, they cut off his fingers.
If a man destroys the eye of another man, they shall destroy his eye.
If one breaks a man's bone, the shall break his bone.
If one destroys the eye of a freeman or breaks the bone of a freeman he shall pay one mina of silver.
Jesus of Nazareth
Think not that I am come to destroy, but to fulfil.

—The Sermon on the Mount

মার্চ ২৮

Famous film

Early days : (1) Queen Elizabeth (1912) French
(2) The Birth of a Nation (1915)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Early 1920s :	Battleship Potemkin by Sergei Eisenstein (USSR 1925)
Late 20s :	The Circus– Charlie Chaplin (1928)
1928-31 :	The Blue Angel by Josef Von (1930)
1940-1950 :	The Bicycle Thief by De Sica (1949)

এপ্রিল ১৬/১৭

গত রাত্রে জাঁ পল সার্ত্রের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৬৫ সালের দিকে এই মৃত্যু আমাকে অনেক বেশি স্পর্শ করতো, প্রায় বিচলিত বোধ করতাম। এখন কি অনেকটা ভোঁতা হয়ে গিয়েছি? কিন্তু সার্ত্রে পড়ে তখন এক ধরনের ভুল বোঝার আনন্দ ছিলো, এখন তা প্রায় নেই বললেই চলে। এখন অনেক জিনিস বুঝতে পারি, বেশির ভাগই বুঝতে পারি না। এতটা স্পষ্ট বিভক্তিকরণ বোধ হয় ভালো না।

৬০/৬১ সালে Diary of Antoine Roquentin পড়ে যে জন্য অভিভূত হয়েছিলাম তার অনেক কারণই এখন অন্তর্হিত।

আবার এই বই থেকেই নতুন অনেক উপলব্ধি বোধ করা যাচ্ছে যা আগে কোনোদিন বোধ করিনি। আধুনিককালের personification বলে সার্ত্রেকে বলা যেতে পারে। মার্ক্সের পর এভাবে ইউরোপকে আর কোনো মনীষীই অনুভব করতে পারেন নি। নীটশে বা শোপেনহাওয়ার... প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের Ideaকে ইতিহাসের পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হন। কার্ল মার্ক্সের প্রতিভার তীব্রতা নিশ্চয়ই নীটশে বা শোপেনহাওয়ারের মতো নয়। কিন্তু মার্ক্স তাঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তাকেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারেন বলে দার্শনিক হিসাবে তিনি অনেক confident. সার্ত্রের মধ্যে ইতিহাসকে দ্যাখার ক্ষমতা ছিল, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তাঁর কাছে স্পষ্ট। সার্ত্রের যে আপাতব্যর্থতা, তাও তাঁর বড়ো সার্থকতারই অংশ মাত্র। Industrial revolution-এর পর ইউরোপে যে নতুন species-এর মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে তার সমস্ত তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, অবক্ষয়, ভালোবাসা, প্রতিভা, মানবপ্রেম সবই highest form-এ পাওয়া যাচ্ছে কেবল সার্ত্রের মধ্যে।

এপ্রিল ২৩

The dream on mortal ever dared to dream before.

প্রধান নারী চরিত্র

১ দুমাস পর যখন বোঝা গেলো যে মেয়েটি গর্ভধারণ করেছে তখন থেকেই পরিবারের সবাই বড়ো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। এটাই পরিবারের প্রথম সন্তান, বলতে গেলে একে দিয়েই শুরু হবে এই জেনারেশন। বড়ো ছেলের একটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু বিদেশিনীর গর্ভে, সে তো বিদেশী হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

16 April Wednesday

বুধবার ১৬ এপ্রিল

৩ বৈশাখ ১৩৮৭ সাল ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪০০ হিজরী

[illegible]

সার্ত্রের মৃত্যুতে তাঁর ভাবনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হলে কি হয়, সহ্য করা মুসকিল। ছেলেরটার ঠিক ঠিক চাকরি হয়নি, বাবার টাকা থাকলে কি হবে ঠিক স্ট্যাটাস তেমন ছিলো না, স্ট্যাটাসের জন্য চাকরিটা দরকার। বৌ অনার্স দেবে, বি.এস-সি অনার্স, এম.এস-সি লেখা নামের মালিক হবে। সুন্দরী মেয়েটা এখন প্রসব করলে হবে কেন?

২. প্রথম দিকে মেয়েটার ইচ্ছা তেমন ছিলো না, প্রথম সন্তান, স্বামীর প্রথম দিকের টাটকা বীর্যের ফসল। কিন্তু ডাক্তার শাশুড়ি, স্বামী, শিক্ষিত ননদ, তাদের অর্থবান স্বামীরা সবাই মিলে তাকে দিনরাত ওলটপালট করতে শুরু করে। ছেলের ক্যারিয়ারটা নষ্ট করে ফেলবে নাকি? এক বিশ্বাসী নার্সের কাছে গিয়ে abortion করিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে মেয়েটা বেশ ভারহীন হলো, কিন্তু শরীরে বিদেশী বোঝা মাথা জুড়ে খোঁচা মারে। এইভাবে দিন যায়। স্বামী না থাকলে জানালা দিয়ে হঠাৎ কখনো বাতাস ঢুকে পড়ে পেটে ধাক্কা মেরে দিয়ে যায়। খুব নিভৃত ভিতরে কাঁটা বেঁধে; ভালো করে দলা না পাকতেই এভাবে তাড়ানো হলো। পেটে হঠাৎ পাক খায়। মৃত ভ্রূণের আত্মা থাকে নাকি? স্বপ্নে নিজের পেটের মধ্যে ঢুকে বায়োকেমিস্ট্রি পড়া মেয়েটি নিজের নাড়িভুঁড়ির প্যাঁচের মধ্যে আটকে পড়ে চিৎকার করে। স্বামী উঠে দু'একটা চুমু খায়, পাশ ফিরে শুয়ে বাকি রাতটা বিনিদ্র কাটায়। তার কামবোধ এখনো বেশ তীব্র। কিন্তু কনডম ব্যবহারের কথা ভাবতেই তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে আসে। শিশ্নে হাত রেখে কাঁচুমাচু হয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে; ভোরবেলা উঠতে না পারলে জরুরি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হবে না।

৩. মেয়েটির ঋতুস্রাব খুব অনিয়মিত, সে তো বিয়ের আগে থেকেই। কিন্তু তলপেটের এই ব্যথাটা আগে ছিলো না। হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিয়ে গেলো শাশুড়ি নিজেই। ওকি! ভিতরের বাচ্চা তো মরেনি। তবে? এখন আর উপায় নেই। এক যদি abortion হয়ে যায়। তা তার সম্ভাবনা খুব কম। শোনো আরো কথা আছে। বৌকে জানানো ঠিক নয়। না, জানতে পারলেই বা কি? এখন থেকেই prepared থাকা উচিত। গর্ভের ভ্রূণ পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ বা নির্বোধ সন্তানরূপে বেরিয়ে আসতে পারে।

৪. গরম বোতল ব্যবহার করে পা নিচে ওপরে দিয়ে ব্যায়াম করে মেয়েটি ভ্রূণটিকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ছেলেটির এসবে ঠিক সায় নেই আবার অমতও নেই। কারণ সে women's lib-এ বিশ্বাসী। আর তাছাড়া তার একটা চমৎকার ব্যবসা এসেছে। আজকাল সে উপলব্ধি করে যে ব্যবসাতেও status আছে। তার বৌ-এর এবং ভ্রূণের বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার সময় কম। মেয়েটি শয়নে বসনে চলনে হাঁটনে ভ্রূণ নষ্টের প্রয়াস অব্যাহত রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. কিন্তু সাড়ে আট মাসে ভ্রূণটি মাথা গলিয়ে বেরিয়ে আসে। না, হাত ও পা জোড়া তার উল্টোদিকে করা। হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ। মেয়েটি অজ্ঞান হলো, অজ্ঞান অবস্থাতেও ছেলের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

৬. ভ্রূণ বাইরে এসে ভালো আছে। ওজন তার গড়পড়তা। সে কথা বলে দু'বছরে পড়তে না পড়তে। তার কথায় জড়তা। তার বাপ তাকে নিয়ে বেশি জমায় না, মা তাকে নিয়ে বড়ো বিব্রত। তাদের গ্রামের একজন গরিব লোক তাদের বাসায় থাকে, নিক্ষিপ্ত ভ্রূণ তার কাছেই মানুষ হচ্ছে। তিন বছর পর তার একটি বোন হলো সর্বাঙ্গসুন্দর। ভ্রূণ শালা বড়ো হয়, গ্রামের সেই লোকটার সঙ্গে দিনরাত থেকে থেকে তার জড়ানো কথাও আঞ্চলিকতায় দুষ্ট। সুতরাং তার কথা কেউ বোঝে না। বোঝার আগ্রহও তেমন কারো নেই। বাড়ির চাকরকেই সে কেবল পছন্দ করে, আর কাউকে না।

৭. আট বছর বয়সে ভ্রূণ ক্লাস ওয়ানের ওপরে আর উঠতে পারলো না। সেই গ্রাম্য লোকটি এখন বয়স্ক হয়ে গেছে, তার দাপটও এখন বেশ ভালোই। সবার অনুমতি নিয়ে সে একদিন ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলো ওদের গ্রামের বাড়িতে। সেখানে সে বেশ খেলাধুলা করে। বুড়োর অসুখ হয়। ভ্রূণের ঢাকা ফিরতে দেরি হয়। তার বাবার পিওনটিওন সব এসে পড়ে। ভ্রূণ তাদের দেখে মহা খুশি। কিন্তু ঢাকা ফিরতে তার মহা আপত্তি। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। গাছের আড়াল থেকে পিওনদের দিকে ঢিল ছোঁড়ে। পিওন ঢাকায় ফিরে যায়। বুড়ো বেচারাকে অসুস্থ শরীরেই ঢাকা যেতে হলো।

৮. গ্রামে তার ঠাকুরদা নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকই ছিলো। কথা বলতে তার অসুবিধা হয় না, কিন্তু ওরা ঘেঁষতে চায় না। খুব গরিব লোকদের ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে খেলে। তাদের শরীরের হাড় গোনা যায়। ভ্রূণ শালা নদীর তীরে গিয়ে হঠাৎ করে ডুব দেয়। মাছের সঙ্গে মাছ হয়ে সঞ্চালনের জন্য তার হাত পা নিসপিস করে। সত্যি সত্যি যমুনার হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করার জন্য সে একদিন ডাইভ দিলো। তার বন্ধুরা আশেপাশে থাকায় সেবার বেঁচে যায়।

৯. ঢাকায় এলে মা তাকে খুব খানিকটা আদর করলো। কিন্তু ভ্রূণের এবার মেজাজ চড়া। সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড ভেঙে ফেললে মা রাগ করে। কিন্তু তাকে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

১০. ভ্রূণ ফের গ্রামে যায়। গরিব চাষাভূষারা যে গ্রামে উদ্বৃত্তের মতো বা উচ্ছিষ্টের মতো সেটা সে বেশ feel করতে পারে। গাছের ডালে বসে নৌকার আরোহীদের দিকে ঢিল ছোঁড়ে, তার অস্থিরতা চরমে পৌঁছে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মে ১১

চিলেকোঠার সেপাই

১. সকালে ওসমানের ঘুম ভাঙে। রঞ্জুর সঙ্গে দ্যাখা। রঞ্জুর ভাই রশীদের মৃতদেহ। রশীদের মৃতদেহ নিয়ে পুলিসের অতর্কিত পলায়ন।

২. কয়েকদিন পর সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় নীলু, রঞ্জুর সঙ্গে দ্যাখা। অফিসে অফিসে আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মনোভাব।

৩. আবার স্ট্রাইক। অফিসে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ওসমান বাসায় থেকে গেলো। রঞ্জুর ট্রানস্লেশন করে দেওয়া। শৈশব স্মৃতি, রঞ্জুর সঙ্গে একাত্মবোধ।

[এভাবে চিলেকোঠার সেপাই-এর ১৩ পর্ব পর্যন্ত রূপরেখা রয়েছে এখানে।—শা.]

মে ২২

It seems that Rabindranath ignored Khokababu and to a very remarkably large extent. Why should he accept without moving a toe, his new parenthood? OK we are ready to remember his father's (Raicharan's) servile manners, especially when he is dealing with the son. Even then a boy of 12, not a baby, a grown up boy plus a public school student, should be feeling uprooted when he learns that he was in a worng state of filial structure since his brith. He is supposed to be in a crisis that he has never faced before. What should we call it? Can't we comment that one Khokababu, till now supposed to be the son of Raicharan, feels his existence at stake? Rabindranath always finds a way whenever any serious crisis of existence appears inevitable. Here the guru overtakes life or even truth.

Mr. Mamtazuddin Ahmed tried a new idea never heard or thought before. A deeprooted faith in the idea of reincarnation was the spirit that made Raicharan deliver his only son to his master and also disown him. Must read the story between the lines before agreeing to this idea.

জুলাই ৯

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ, সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব ইহার মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক, অরণীপর্ব্ব সর্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্বপত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষীকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তি পর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান; শল্যপর্ব্ব [?] এই বৃক্ষের অগ্রভাগ।

(আদিপর্ব্ব : অনুক্রমণিকাধ্যায়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই ১১

'বাড়ি কৈ?'

'বাড়ি মোমিনসিং'

'জামালপুর?'

'হোঁ'

'কোনে?'

'চরের মদ্যে'.

'কোন চর?'

'ভাত খাওয়া চর'

'জামালপুর ছ্যাড়া যাওয়া নাগে?'

'হোঁ! একদিন ব্যান নাগে।'

অক্টোবর ১৯

খুলনা

খুলনা জেলার অবস্থা ক্রমেই খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। কয়েদিরা সহজে কাবু হবে মনে হচ্ছে না। আজ লাবডু ভাইয়ের সঙ্গে রিক্সায় জেলখানার দিকে যাওয়ার জন্য কয়েকবার attempt নিলাম। জেলখানার বাইরে বড়ো এলাকা জুড়ে পুলিস কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। কোনোদিক দিয়ে এতোটুকু ফাঁক নেই। রাস্তা থেকে জেলখানার কিছুই প্রায় দ্যাখা যায় না। লাবডু ভাইয়ের পরিকল্পনা অনুসারে হাসপাতালের ঘাট থেকে একটা নৌকায় উঠে বসলাম। নৌকার কিশোর মাঝি আমাদের উদ্দেশ্য শুনে খুব মজা পেয়ে যায়, সে মহা উৎসাহের সঙ্গে ভৈরব নদীর ওপরে নানাভাবে নৌকা চালায়। নৌকা থেকে স্পষ্ট দ্যাখা যায় যে জেলখানার ছাদে কয়েদিদের বেশ কজন রামদা, সড়কি, লোহার রড এইসব অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুটো কি তিনটে দালানের ছাদে কয়েদিরা, আরেকটি দালান, সেটা বোধ হয় জেল অফিস, তার ছাদে পুলিসের লোকজন রাইফেল নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। পুলিসের এক হাবিলদার বললো যে কয়েদিদের কাছে ... খাবার আছে। কয়েদিদের দাবিদাওয়া খুবই ন্যায়সঙ্গত, এরা অতিরিক্ত কিছুই চাইছে না, খাওয়াদাওয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হোক, ওদের দাবি কেবল এইটুকুই। কিন্তু ওরা এ কি পাগলামী শুরু করেছে? এইসব লোহা সড়কি নিয়ে, বন্দী অবস্থায় মাত্র কয়েকজন লোক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কি করতে পারে?

অক্টোবর ২০

আজ সকাল ১০টার দিকে ফের জেলখানার কাছাকাছি ঘুরে এলাম। গতরাত্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিস এসেছে, গতরাত্রেই action নেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পনা ছিলো। পুলিসের লোকজন খুব চটা, আজ ঈদুল আজহা, ওদের ঈদ মাটি হলো, সরকার action নিচ্ছে না কেন? আমার ভয় হচ্ছে পুলিসে action হলে অনেক লোক মারা যেতে পারে। এখানে প্রায় এক হাজার নিয়মিত বন্দী ও শ তিনেক under trial prisoners আছে। মস্কোপন্থীদের রতন সেনও এই জেলে আছেন। রাজবন্দীরা এই ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নিচ্ছেন না কেন? যে ব্যাপক এলাকা জুড়ে পুলিসের ব্যারিকেড দ্যাখা গেল তাতে ভরসা হয় না যে দেওয়াল ভাঙতে পারলেও কোনো কয়েদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে। কয়েদিদের মৃত্যুবরণ করা বা আত্মসমর্পণ করা— এছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। পুলিশ এ্যাকশনের পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। তবে সরকার একটু ধৈর্য ধরতে পারলে কয়েদিরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। ধৈর্য ধরা সরকারের উচিতও বটে। কারণ এই অবস্থার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দায়ী। তাদের অসতর্কতা ও দায়িত্বহীনতার ফলেই কয়েদিদের পক্ষে এইভাবে একত্রিত হয়ে বর্তমান position নেওয়া সম্ভব হয়েছে। পুলিস এ্যাকশন না নিয়ে সরকার বরং আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখলে ভালো করবে। কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো মাথাব্যথা নেই, কেবল UPP ছোটখাটো মিছিল বার করেছে। কোনো জনসভা হয়নি, কোনো demonstration হয়নি। সবাই এত নির্বিকার কেন?

অক্টোবর ২১

গতকাল রাত্রে আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করে সরকার খুলনা জেলে পুলিস এ্যাকশন গ্রহণ করেছে। ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে : (১) জেলখানা থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে (২) অজস্র লাশ বোঝাই লঞ্চ চলে গেছে দক্ষিণের দিকে (৩) জিম্মিরা সবাই মারা গেছে (৪) জিম্মিরা কেউ মরেনি।

লোক যে অনেক মারা গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। শহরের লোকজন অধিকাংশই নির্বিকার। এর মানে কি? এখন রাত্রি সাড়ে এগারটা, এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যায় খালিসপুর নিউজপ্রিন্ট মিলে গেলাম। কোনো উত্তেজনা নেই।

অক্টোবর ২২

আজ বিকালে শহীদ হাদিস পার্কে সম্মিলিত বিরোধী দলের মিটিং হলো, জেলহত্যার প্রতিবাদ করে অনেকে বক্তৃতা করলেন। সব বক্তৃতাই খুব গতানুগতিক ও professional. সন্ধ্যায় খালিসপুরে মিল এলাকায় গেলাম, এখানে অনেকগুলো পাটকল, নিউজপ্রিন্ট মিল। কোনো সাড়া নেই। শ্রমিকরা ঈদের ছুটির পর দলে দলে বাড়ি ফিরছে, রিক্সা ভাড়া চড়ে গেছে, অনেক স্টেশন বা বাস স্টেশন বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লঞ্চঘাট থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে। জেল হত্যা নিয়ে কারো কোনো concern নেই। পিপলস জুট মিলের ভেতরে... ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিলাম।
বিএনপির গুণ্ডারা মিটিঙে গোলমাল করেছে। এই গুণ্ডারাই গোটা ব্যাপারটিতে একটু active. এদের গুণ্ডামির প্রতিক্রিয়াতেও যদি মানুষ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতো!

অক্টোবর ২৪

ঢাকা

বাসে রওয়ানা হওয়ার আগেই শুনেছিলাম যে যশোরে স্ট্রাইক চলছে। আমাদের ড্রাইভার যশোর শহরের সীমান্তে এসে আর যেতে চায় না। যাত্রীদের চাপে পড়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো বটে কিন্তু ভয়ে ভয়ে একবার জোরে চালায়, একবার থেমে পড়ে। শহরের বাইরে দিয়ে হাইওয়ে, কোনোরকম পিকেটিং তো দূরের কথা, একটা টু শব্দও শোনা গেলো না। শহরে অবশ্য স্ট্রাইক চলছে। লোকজন ভয়, আলস্য নির্বিকারত্ব থেকে দোকান খোলে না, গাড়ি চালায় না। আবার স্ট্রাইক যারা আহ্বান করেছে তারাও একই রকম নির্বিকার। তাদের কাজে কোনো উৎসাহ নেই, মনে হয় অফিসের চাকরি করতে এসেছে। এই অবস্থার অবসান কবে?
ঢাকা পৌঁছে কিছু বোঝা যায় না। সবকিছু একইভাবে চলছে। পথে একটা পোস্টারও চোখে পড়লো না। সন্ধ্যায় হেমাঙ্গ ও বশীর চৌধুরী সাহেব এলেন। এদের সঙ্গে খুলনা জেলের প্রসঙ্গে খুব তারিয়ে তারিয়ে গল্প করে মহাভারত পড়তে বসলাম।

ডিসেম্বর ৯

আজ বিকাল সাড়ে চারটায় আম্মার ডান চোখে অপারেশন করে ছানি কেটে ফেলা হলো। ডাক্তার আতাউল হক বললেন যে এবারও অপারেশন ভালো হয়েছে তবে আরো matured হলে ভালো হতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮১

(বরাবরের মতো এ ডায়েরিটিতেও আছে বিভিন্ন সূত্র থেকে নেয়া বেশ কিছু উদ্ধৃতি। দৈনিক সংবাদের পরে এক পর্যায়ে চিলেকোঠার সেপাই প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক রোববারে। পত্রিকা থেকে পাওয়া টাকার হিসার রেখেছেন তিনি এখানে। জন্মদিনে শুধু উল্লেখ করেছেন জন্ম সাল থেকে বর্তমান সাল পর্যন্ত। যেন মেপে দেখছেন জীবন। এছাড়া বোঝা যায় সুযোগ পেলেই ভ্রমণ করেন তিনি। এবার গেছেন রাঙ্গামাটি।)

১৯৮১

জানুয়ারি ৫

A Coat
I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As though they'd wrought it.
Song, let them take it
For there's more enterprise
In walking naked.
— W. B. Yeats

AMARBOI.COM

জানুয়ারি ২০

To read is to translate, for no two person's experiences are the same. A bad reader is like a bad translator : he interprets liternally when he ought to paraphrase and paraphrases when he ought to interpret literally. In learning to read well, scholarship, valuable as it is, is less important than instinct, some great scholars have been poor translators.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ২৫
রোববারে ধারাবাহিক উপন্যাস
চিলেকোঠার সেপাই
1 Jan 25, 1981- Tk. 100.00
2 Feb 1, 1981 - Tk. 100.00
3 Feb 8, 1981 - Tk. 100.00
[এভাবে রোববারে প্রকাশিত ধারাবাহিক চিলেকোঠার সেপাই থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসেব রয়েছে। –শা.

ফেব্রুয়ারি ১২
1943-1981

ফেব্রুয়ারি ১৪
Aesthetics

1. There are three conditions of art : the lyrical, the epical and the dramatic. That art is lyrical whereby the artist sets forth the image in immediate relation to himself; that art is epical whereby the artist sets forth the image in immediate relation to himself and to others: that art is dramatic whereby the artist sets forth the image in immediate relation to others.

   — James Joyce

2. Art is the human disposition of sensible or intelligible matter for an aesthetic end.

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ২৪
বৈজয়ন্তী দেবী
ষোড়শ শতাব্দীতে পদ্মার তীরে ধানুকা গ্রামে জন্ম। কোটালীপাড়া গ্রামের কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমিকের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈজয়ন্তী ও কৃষ্ণনাথ উভয়েই সংস্কৃত শ্লোক রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে।। (শ্লোক ছন্দ)

অর্থ : সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সারারাত্রি মশকগণ আমার অঙ্গে ব্যথা দিচ্ছে। তারা ধূম অথবা ব্যজন কিছুরই বাধা মানে না।

প্রিয়ংবদা
১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে কোটালীপাড়া গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা প্রিয়ংবদার জন্ম। পাণ্ডিত্য, কাব্যপ্রতিভা ও শাস্ত্রকাব্যের জন্য খ্যাত এই মহিলার বিবাহ হয় কাশিতে, কনৌজ ব্রাহ্মণ রঘুনাথ মিত্রের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ ২

William Shakespeare

He was not of an age, but for all time. Sweet swan of Avon

—Ben Jonson

But Shakespeare's magic could not be copied within that circle none darest walk but he

— Dryden

Dear son of memory, great heir of fame.

—Milton on Shakespeare

Nature listening stood, whilst Shakespeare play'd and wonder'd at the work herself had made.

— Churchill

The characteristic of chaucer is intensity : of Spenecr, remoteness : of Milton, elevation : of Shakespeare, everything.

—Hazlitt

The age made no sign when Shakespeare, its noblest son, passed away.

—Wilmot

Thou who didn't the stars and sunbeams know.
Self-schooled, self-scanned, self-honoured, self-esteemed
Didn't walk on earth unguessed at.

— Mathew Arnold on Shakespeare

AMARBOI.COM

মার্চ ২

Shakespeare

The rose looks fair, but fairer we it deem
For that sweet odour which doth in it live.

—Sonnet LIV

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;

—Sonnet LIV

My words fly up, my thoughts remain below :
Words without thoughts never to heaven go.

—Hamlet Act III. Sc. 3

মার্চ ৩ :

Othello, the Moor of Venice

"a fellow almost damn'd in a fair wife."

[Iago to Cassio]

"We cannot all be masters. nor all masters
Cannot be truly followed."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মে ১০

"To become mature is to recover that sense of seriousness which one had as a child at play."

— F. Nietzche

মে ১১

The Teacher's Mission

"Artists are the antennae of the race." If this statement is incomprehensible and if its corollaries need any explanation, let me put that a nation's writers are the voltameters and stenngauges of that nation's intellectual life. They are the registering instruments, and if they falsify their reports there is no measure to the harm they do. If you saw a man selling defective thermometers to a hospital, you would consider him a particularly vile kind of cheat. But for 50 years an analogous treatment of thought has gone in America without throwing any discredit whatever on its practitioners."

সেপ্টেম্বর ১১

মিতাহার

"ভুক্তপূর্ব্ব ওদন সম্যক জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন—উদর পূর্ণ করিয়া গুরুপাক দ্রব্য ভোজন—অক্ষুধা বা অভোজন অনিচ্ছা সত্ত্বে ভোজন ও ক্ষুন্নিবৃত্তির অতিরিক্ত ভোজন— প্রভৃতিকে অপরিমিত ভোজন বা অতিভোজন কহে। শাস্ত্র যে সকল ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু উপযোগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন (যথা জলাণ্ডু, লশুন, গৃঞ্জন, মদ্য প্রভৃতি) সেই সকল দ্রব্য ও এককালে সংযোগ বিরুদ্ধ (যথা মধু ও ঘৃত), বিরুদ্ধবীর্য্য (যথা দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাংস, অম্ল বা লবণ, মধুর সহিত ঘৃত বা পদ্মবীজ; কৃষরের সহিত দুগ্ধ বা পায়েস প্রভৃতি) দ্রব্যাদির ভোজনকে কুভোজন বলে। অপরিমিত ও কুৎসিত আহার করিলে কেবল যে শরীর বিবিধ রোগের আধার হয়, তাহা নয়— পরন্তু তাহা মনুষ্যত্বনাশক, ধর্ম্মাচরণের বিরোধী, পাপাচরণের প্রবর্তন ও আয়ুক্ষয়কর।

ডিসেম্বর ২৫

সকাল আটটায় জিপে রাঙামাটি রওয়ানা হলাম। সঙ্গে সেতু, তুতুল, পার্থ এবং সেতুর সহকর্মী জনাব শাহাবুদ্দীনের দুজন মামাতো ভাই। রাঙামাটি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা সাড়ে এগারোটা বাজলো। আর্মি ও পুলিসের ট্রানজিট ক্যাম্পে চা খেয়ে পুলিসের এ.এস.পি জনাব খোদাবক্স চৌধুরীর সঙ্গে স্পীডবোটে করে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেকে ঘোরা হলো। ছবির মতো সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮২

(এ ডায়েরিটিতেও আছে নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু উদ্ধৃতি। ম্যাকিয়াভ্যালির একটি কমেডি এবং আফ্রিকান লেখক Amadi-র একটি উপন্যাস পাঠের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষণীয়। One flew Over the Cuckoo's Nest চলচ্চিত্র নিয়ে তার প্রতিক্রিয়াটি পড়তে গিয়ে চিলেকোঠার সেপাই-এ ওসমানের অপ্রকৃতিস্থতার বিষয়টা মনে পড়ে। 'যুগলবন্দী' গল্পের আসগরের মাঝরাতে কমলালেবু সংগ্রহের অভিযানের ম্যাপ এবং হাড্ডি খিজিরের মৃত্যুদৃশ্যের একটা স্কেচ এঁকেছেন তিনি এই ডায়েরিতে। ট্রেনে দেখা এক মজাদার চরিত্রের উল্লেখ আছে। আছে বাবার জন্মদিনের অনুভূতির কথা। গাইবান্ধায় তার ছোটমামার বাড়িতে বেড়াতে যাবার একটি হৃদয়গ্রাহী প্রতিক্রিয়া আছে। আর আছে জন্মদিনে মৃত্যুভাবনার মর্মান্তিক উচ্চারণ।)

জানুয়ারি ১৩

There was a young lady called bright
She could run faster than light
She went out one day
In a relative way
And came back on the previous night

AMARBOI.COM

জানুয়ারি ১৭

দুনিয়া জিনিয়া জুড়া
যম জিনিতে যায়
তোরা দেখবি যদি আয়
যম জিনিতে যায় রে চূড়া
যম জিনিতে যায়।

মধ্য উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার খুব বড়ো কারবারী লোক চূড়ামণি দত্ত গঙ্গাযাত্রাকালে ঘাটের উপর বসে নামাবলী মাথায় বেঁধে স্বরচিত এই গান গেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাই যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।
অথবা
এক তুলসী, দুই তুলসী, তিন তুলসীর পাতা
গুরুমশাই বলে গেছেন কান মলবার কথা।

পাঠশালা পলাতক বালককে গুরুমশায়ের আদেশে চ্যাংদোলা করে ধরে আনবার সময় ছেলেরা এইসব ছড়া আবৃত্তি করতো।

জানুয়ারি ১৯

Invention of Music

Who invented music? This question has been asked by people of many ages and a conclusive answer is still wanting. It is an interrogation that will be raised probably as long as music lasts since the problem is one admitting of no solution. The birth of music is wrapped in mystry. We might as well ask. 'Who invented the atmosphere?' or 'Who invented heat?' All sound is music : music is made up of sound, and the more regulated and chastely garnered is the sound the better is the music.

জানুয়ারি ২৫

Thus Speaks Einstein

* When a man after long years of searching chances upigon a thought which discloses something of the beauty of the mysterious universe, he should not therefore be personally celebrated. He is already sufficiently paid by the experience of seeking and finding.
* What is common sense? Nothing more than a deposit of prejudices laid down in the mind prior to the age of eighteen.
* Intellect has powerful muscles but no personality, it is blind to ends and values.

ফেব্রুয়ারি ২

The European elite undertook to manufacture a native elite... These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed. From paris, from London. from Amsterdam we would utter the words 'Parthenon! Brotherhood!' and somewhere in Africa or Asia lips would open '... thenon! ... therhood!'

— Jean-Paul Sartre

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ৫

Well, evolution is a theory, It is also a fact. And facts and theories are different things, not rungs in a hierarchy of increasing certainty. Facts are the world's data. Theories ace structures of ideas that explain and interpret facts.

— Stephen Gold

ফেব্রুয়ারি ৬

This evening I became drunk, not positively but enough to be carefree and felt euphoric and in the night had an agreeably sound sleep.

ফেব্রুয়ারি ১২

Nothing should be prized more highly than the value of each day.

— Goethe

1943-1982

39 years passed, how many years left?

ফেব্রুয়ারি ১৩

All men are ungrateful, fickle, dissimulating, cowardly in the face of danger, greedy for gain.

— Niccolo Machiavelli The Prince

AMARBOI.COM

মার্চ ১

An Irish Airman Foresees his Death

I know that I shall meet my fate
Somewhere among the clouds above;
Those that I fight I do not hate,
Those that I guard I do not love;
My country is Kiltartan Cross
My countrymen Kiltartan's poor,
No likely end could bring them loss
Or leave them happier than before.
Nor law, nor duty bade me fight,
Nor public men, nor cheering crowds,
A lonely impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds;
I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death.

— W.B. Yeats

মার্চ ১০
(হাড্ডি খিজিরের মৃত্যুদৃশ্যের স্কেচ)

জানুয়ারি ১৪
Nothing in the world is so incontinent as a man's accrued appetite. However afflicted he may be and sick at heart it calls for attention so loudly that he is bound to obey it. Such in my case : my heart is sick with grief, yet my hunger insists that I shall eat and drink. It makes me forget all I have suffered and forces me to take my fill.

— Odysseus speaks to King Alcinous of the Phaeacians

মার্চ ৩১
('যুগলবন্দী'– মধ্যরাত্রে আসগরের কমলালেবু সংগ্রহ অভিযান– এই শিরোনামে চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তার ম্যাপ এবং অভিযানের বিবরণ।)

এপ্রিল ১১
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.

— W.B. Yeats

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

—রবীন্দ্রনাথ

মে ১৭
আজ আব্বার জন্মদিন। ভোরবেলা বাড়ি থেকে রাজশাহী রওয়ানা হয়ে মনটা খুব খুঁতখুঁত করছিলো, ১৯৭৩ সালের পর আব্বার কোনো জন্মদিনে আমি তার সঙ্গে ছিলাম না। বাড়িতে থাকলেন আম্মা, তুতুল, নাজনীন, পার্থ ও ফাহিম বাবু।
রাজশাহী পৌঁছে রণজিতের বার্তা অফিস গেলাম। সেখান থেকে ওর বাসা। বাসায় নেই। শিরইলে প্রকাশক বাসায় নেই, ঢাকায় গেছে। মাথায় যেন বাজ পড়লো। ফের রণজিতের বাসায় ফিরে শুনি তখনো ফেরেনি। আর আমি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

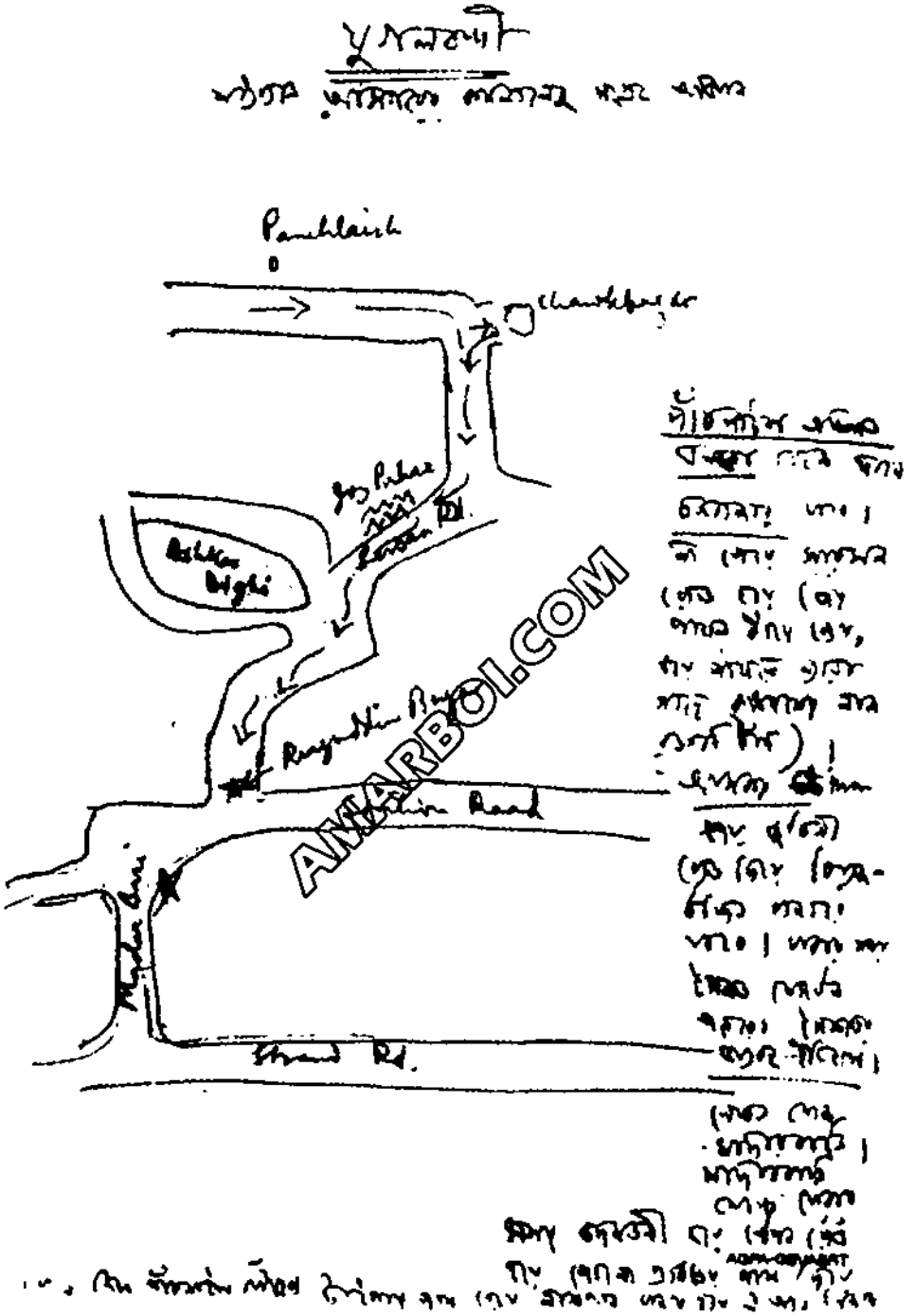

'যুগলবন্দী' গল্পের জন্যে আঁকা চট্টগ্রামের রাস্তার ম্যাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডায়েরিটা ফেলে এসেছি প্রকাশকের বাসায়। ফের রিকসা নিয়েছি, শিরইলে যাবো, এমন সময় রণজিৎ এসে পড়লো। সারাটা দিন ওর সঙ্গেই কাটলো। হাসান আজিজুল হক সাহেবের ওখানে গেলাম। তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করার আগে আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের বাসায় ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা দেওয়া হলো। চমৎকার খেলাম। হাসান সাহেবের ওখানে চমৎকার জমেছিলো। হাসান সাহেব এই প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে কী উপকার যে করলেন।

মে ১৮

সারারাত বাসে কাটিয়ে ভোরবেলা রাজশাহী থেকে ঢাকা পৌঁছলাম। কমলাপুর থেকে রিকসায় আসছি, সোনালী ব্যাংকের শাপলার সামনে একটি পাগলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে– One Flew Over the Cuckoo's Nest ছবিটির কথা মনে পড়লো। জ্যাক নিকোলসনের মতোই রোগা ও ফানি। ছবি যদ্দূর মনে হয় মাইকেল ডগলাসের, মাইকেল ডগলাস হলেন আমাদের এককালের হিরো ক্লার্ক ডগলাসের ছেলে। ছবিতে insanity, psychotherapy এবং psychiatry-র জগৎ explore করা হয়েছে। যে প্রশ্নটা দাঁড় করানো হয় তা হলো এই যে কখন এবং কীভাবে মানুষ সাধারণ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জ্যাক নিকোলসন এই পাগলাগারদের একজন রোগী, প্রথম প্রথম তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। আস্তে আস্তে দ্যাখা যায় সে এই পাগলাগারদের নিয়মকানুন আদেশকে লঙ্ঘন তো করছেই এমনকি লঙ্ঘন করার জন্য অন্যান্যদের উৎসাহিত করছে। প্রধান নার্স (লুই ফ্লেচার, OSCAR পেয়েছেন) সবাইকে সামলাতে গিয়ে হাঁসফাঁস করেন এবং বাধ্য হয়ে একজন রোগীকে এমন শাস্তি দেন যে depression-এর মুহূর্তে সে আত্মহত্যা করে। নিকোলসন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং নার্সকে হত্যা করার প্রয়াস নেন। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এমন কড়া psychotherapy তার ওপর প্রয়োগ করা হয় যে বেচারা একেবারে ভেঙে পড়ে এবং প্রায় সুপ্ত অবস্থায় নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। তার প্রিয়তম বন্ধু একজন রেড ইণ্ডিয়ান। এই রোগীটি সকলের চেয়ে লম্বা, শান্ত ও মনে হয় তার দৈর্ঘ্য ও স্বভাবের দ্বারা সে একটা দূরত্ব অর্জন করেছে। ওর মধ্যে বিদ্রোহের spirit সবচেয়ে বেশি কার্যকর। নিকোলসনের নিস্তেজ অবস্থা তার কাছে অসহ্য ঠেকে, নিকোলসনকে সে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবেই মনে রাখতে চায়। তাই ঘুমন্ত নিকোলসনের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তার দম বন্ধ করে মেরে ফেলে। রেফ্রিজারেটর জাতীয়, জল ঠাণ্ডা রাখার একটি জিনিস তুলে নিয়ে সে জানালা ভেঙে ফেলে এবং খুব ভোরের নীল-রাঙা-গোলাপী আকাশের বিশাল পটভূমিকায় পালিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ছবিতে পাগলাগারদের বিষয়গুলি একেবারে প্রমাণ্যচিত্রের সততা ও শ্রম নিয়ে পরিবেশিত। কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়নি। মাইকেল ডগলাসের আশ্চর্য স্পর্শকাতরতা ছবিটিকে একটি শিল্পকর্মে পরিণত করেছে।

আজ সোনালী ব্যাংকের শাপলা ফোয়ারার রেলিঙে বসে থাকা লোকটিকে দেখে মনে হলো পাগলামী ও সুস্থতার সূক্ষ্ম দেওয়াল কে যে কখন অতিক্রম করে কে জানে? সুস্থতার নাম করে যে ভয়াবহ অনড়, অটল, দুর্ভেদ্য establishment গড়ে উঠেছে তাকে আঘাত করার ক্ষমতা আছে কার? একমাত্র পাগলদেরই। তারা অন্ততঃ ব্যাপারটিকে সহজভাবে মেনে নেয়নি।

মে ২৪

With 90 million impoverished people, an economy in shambles and rampant corruption, Bangladesh is not a nation many men would want to govern. But Lt. Gen. H.M. Ershad decided to try. In the first public remarks after seizing power. Ershad promised ner elections, then added that any future resident of Dacca's presidential palace would serve at the pleasure of the C. M. L. A. —himself.

—Newsweek April 5, 1982

জুন ৫

My soul is now inaccessible to the raging squalls that used to shake it. In it, all is at peace as in the heart of a man who harbours a deep secret. To study the meaning of man and of life I am making sufficient progress here. I have faith in myself. One must solve it. If you spend your entire life trying to puzzle it out, then do not say that you have wasted your time. I occupy myself with this mystery because I want to be a man.

—Dostoyevsky's letter to his brother in 1839

জুন ২৪

গল্প না লিখে আজ প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে ম্যকিয়াভেলির কমেডি Mandragola (1518) পড়লাম। ম্যাকিয়াভেলির কোনো নাটক আগে পড়িনি, The Princeটা পড়া আছে, তাও খুব ভালোভাবে নয়। 62-তে মুশফিক আর আমি প্রায় একসঙ্গে পড়েছিলাম। এই কমেডিটা পড়তে বেশ ভালো লাগে। জে. আর. হেল (Hale)-এর অনুবাদ। ১৫০৪ সালের ফ্লোরেন্সের পটভূমিতে লেখা। মোটামুটি seduction-এর ঘটনা। পরস্ত্রীর প্রতি দুর্দান্ত লোভ ক্যালিম্যাকো নামের একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে উতলা করে তোলে। লিওরিও নামে একটি পরগাছা তাকে সাহায্য করে পয়সার বিনিময়ে বিধান জারী করে খৃষ্টান ভিক্ষু টিমোটিও। কারো নীতিবোধ বলে কিছু নেই, ষড়যন্ত্র চলাকালে কারো কিছুমাত্র নীতিবোধ তো দূরের কথা রুচিরও পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া গেলো না। সুন্দরীর মা Sostrata পর্যন্ত মেয়ের গর্ভধারণের আশায় ব্যাপারটাকে উৎসাহিত করে। মেয়েটার স্বামী ধনী সম্ভ্রান্ত Messer Nicin পুত্র লাভের লোভে স্ত্রীকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হতে প্রায় বাধ্য করে। এক আপত্তি ছিলো কেবল মেয়েটির (Lucrezia)। এই প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য হওয়াকালে মনে মনে এমনকি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিলো। কিন্তু ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর দ্যাখা গেল তরুণের উষ্ণ ও তীব্র সাহচর্য তার সমস্ত নীতিবোধ, পতিপ্রেম ও সতীত্বকে ধুয়ে দিয়েছে। সেই সময়কার ফ্লোরেন্সে মানুষের মূল্যবোধ কোথায় নেমে গিয়েছিলো এই নাটকে তার চমৎকার পরিচয় মেলে। বোকাচ্চিওর ডেকামেরন-এর কথা খুব মনে পড়ছিলো।

এমনি সাহিত্যকর্ম হিসেবে এর মূল্য অনেক। [কিন্তু] কোনো চরিত্রই মানবিক আবেদন গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। সবাই অগভীর, একদল গাধা, একদল শয়তান। শয়তানগুলো সব ফিচকে, এরা খুব সিরিয়াসলি risk নিয়ে শয়তানি করতে পারবে না। শয়তানের গভীর অন্তর্জগৎ এদের কারো মধ্যে নাই। আবার গাধা যেমন Messer Nicin, লোকটির পুত্রকামনা তার চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা দিতে পারতো, কিন্তু তার পুত্রকামনাও খুব ফালতু ধরনের, অপত্যস্নেহের চেয়ে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে তার উদ্বেগ অনেক বেশি। শেক্সপীয়র হলে এই লোকটিকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলতে পারতেন। সুন্দরীর মা Sostrata একটা পাক্কা আপস্টার্ট, গরিব থেকে বড়লোক হয়ে সে লোভী হয়েছে, তার মূল্যবোধ বলে কোনো জিনিস নাই, পরপুরুষের সঙ্গে মেয়ের সঙ্গমের ব্যাপারটি সে আবার Justify করতে চায় নীতিকথা দিয়ে : "I have always heard it is said that it is a part of wisdom to choose the lesser of two evils. If there is no other way to have children, then conscience permitting, you must take this one" এর সঙ্গে আমাদের এখনকার কোনো কোনো মায়ের আশ্চর্য মিল আছে। ক্যালিম্যাকোর চাকরটি বরং অনেকটা balanced. আর শত গাধামি সত্ত্বেও কিছুটা মানবিক বোধ দ্যাখা যায় কেবল Messer Nicin-এর মধ্যেই।

জুলাই ১৭

অসুস্থ পেয়ারা ভাইকে দেখতে দুপুরবেলা নামাজগড় বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিবাসে করে গাইবান্ধা গেলাম। গাইবান্ধা পৌঁছানোর পর একটু বাধো বাধো ঠেকছিলো। ছোটমামা ও পেয়ারা ভাই পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন। একই দেওয়ালের ভেতর। ছোটমামার সঙ্গে শেষ দ্যাখা ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে, নানীর মৃত্যুর পর নানাবাড়ি গিয়েছিলাম সেই সময়। ছোটমামার গাইবান্ধার বাসায় কোনোদিন যাইনি। এককালে নানাবাড়ির সবার মধ্যে ছোটমামার সঙ্গেই আমাদের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতা ছিলো। আমাদের পরিবারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, উৎসব-সংকটে ছোটমামা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন, এতোকাল পর তাঁর সামনাসামনি হবো কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটমামা প্রথমে আমাকে চিনতে পারলেন না। পরে চিনতে পেরে এতো অভিভূত হলেন যে কোনো কথা না বলেই ভেতরে চলে গেলেন, এলেন প্রায় মিনিট পাঁচেক পর। বিতুটা কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না, ট্রফি রংপুর গেছে, ওর সঙ্গে দ্যাখা হলো না। ট্রফি বিতু দুজনেই আমার লেখাটেখার খোঁজ রাখে, খুঁটিনাটি সব জানে। জুন মাসে কেতুর বিয়েতে চট্টগ্রাম গেলেও ওর সঙ্গে ছিলাম। সব খবর রাখে। এমনকি বিচিত্রা-য় আলমগীরের কোন কোন লেখায় আমার প্রসঙ্গে কীসব কথা ছিলো, তাও জানে। রাত্রে ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে শেলফে সাজানো পুরনো পত্রিকার স্তূপ। আমার লেখাগুলো এক জায়গায় আলাদা করে সাজিয়ে রাখা। কে রাখলো? ট্রফি বিতু নিশ্চয়ই ছোটমামার কথাতেই আমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে। ছোটমামা নিজে আমার লেখা হয়তো ততো মনোযোগ দিয়ে পড়েন না, কিন্তু তাঁর কথা শুনে শুনে ছেলেরা পড়তে শুরু করেছে। ব্যাপারটা আমাকে তীব্রভাবে স্পর্শ করলো। আমার ওপর কীরকম ভালোবাসা ও টান থেকে ছোটমামা দিনের পর দিন নিজের ছেলেদের এভাবে তৈরি করেছেন। ট্রফি প্রায়ই ঢাকায় যায়, আমার সঙ্গে দ্যাখাও করে না। বিতু তো জাহাঙ্গীরনগরেই পড়ে, কোনোদিন আমার বাসায় আসেনি। অথচ তাদের বাড়িতে আমার প্রসঙ্গ বোধহয় নিত্য আলোচিত হয়। ছোটমামার এই ভালোবাসাকে আমি এতোটুকুও মর্যাদা দিতে পারিনি। এইজন্যই বোধহয় আমার ভালোবাসাও কোথাও কোথাও সাড়া তুলতে ব্যর্থ হয়।

পেয়ারা ভাইয়ের অসুখটা সুবিধার না। শেষ পর্যন্ত অপারেশন করতেই হবে। পেয়ারা ভাই ভাবী ও তাদের দুই ছেলের সঙ্গে রাত্রে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ছোটমামার ঘরে শুতে এসে দেখি বিতু ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরনো পত্রিকা দেখতে দেখতে আমার ঘুম এলো না। চোখ দুটো বড্ডো খচখচ করছিলো। পুরনো একটা বিচিত্রা-য় আমার লেখা বা আমার প্রসঙ্গ দেখি আর খচখচানি বাড়ে। শেষ পর্যন্ত জুল ভার্নের Among the Cannibals পড়তে লাগলাম। ভোর পাঁচটায় মুখটুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় পরে ছোটমামাকে ডাকলাম। ছোটমামার একটুও ইচ্ছা নাই যে আমি সেদিন বাড়ি ফিরি, কিন্তু বেশি জোরও করতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। পেয়ারা ভাই পিঠে ব্যথা নিয়েই রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বিতু রিকসার জন্য এদিকওদিক করে, অনেক বলেকয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলাম। মফস্বল শহরের খোয়া বিছানো নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রিকসা পেয়ে যাই। বাসে উঠে মনমতো জায়গা না পেয়ে বিরক্ত হই, ছোটমামা পেছনে পড়ে থাকেন। পেয়ারা ভাই পেছনে পড়ে থাকেন। বিতুর কথা ভুলে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই ১৯

বগুড়ার বাসে উঠেছি, তখন সকাল সোয়া নটা। দশটার মধ্যে সান্তাহারে। খুলনায় যাবার ট্রেন আসবে ১১টা ৩২-এ। খুব গরম। এরকম অসহ্য গরম বহুদিন দেখিনি। RMS থেকে পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লিখলাম রণজিৎ, ফিরোজ, কায়েস এবং কচিকে। এতে সময়টা কাটলো, গরমও ভুলে থাকা গেলো। টিকেট কেটেছিলাম থার্ড ক্লাসের কিন্তু ভীড়ের চোটে উঠতে হলো 2nd class-এ। চেকারকে বলে সঙ্গে সঙ্গে টিকেট বদলে নিলাম।

ঈশ্বরদীর কাছাকাছি কোনো এক স্টেশনে এক ভদ্রলোক উঠে বই বিক্রী করতে শুরু করলেন, "আপনারা যাকে খৃস্টাব্দ বলে জানেন তার সঙ্গে যীশু খৃস্টের জন্মের বা জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।" আমি একটু আগ্রহী হলাম। এই বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন। বইটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। লেখা বেশ এলোমেলো, শিথিল। কিন্তু ভদ্রলোকের লেখাপড়ায় সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। রোমান ও সেমেটিক ইতিহাস থেকে নানারকম ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। আমি বেশ অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে তাকাই। লাল রঙের ফতুয়া, ফতুয়ার নিচে ছোটো জামা এবং সাদা লুঙ্গি। দাড়ি সব সাদা, দাঁত লম্বা লম্বা, কয়েকটা পড়ে গেছে। লোকটা খুব রোগা। নাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ। আমি খুব সম্মান করে বসতে দিলাম। এ সম্মানে তাঁর কিছু এসে গেলো না। তাঁর অনুবাদ করা কোরান ও গীতা দ্যাখালেন। বয়স ৮১ বছর, লেখাপড়ায় আজো তাঁর অপ্রতিহত উৎসাহ। ১৯৪৬ সালে একটি চটি কাব্যগ্রন্থ লেখেন, নাম আমার প্রেম। কবিতা হিসেবে সবগুলোই বেশ বাজে। কিন্তু এতো বড়ো পণ্ডিত লোক, ১২টা ভাষা জানেন বলে দাবি করেন।

AMARBOI.COM

ডিসেম্বর ৯৭

আজ Elechi Amadi-র লেখা The Great Ponds পড়লাম। এ বৎসর অক্টোবর থেকে আফ্রিকার উপন্যাস বেশ কয়েকটা পড়া হলো। Chinua Achebe-র Things Fall Apart, No Longer at Ease এবং Man of the Pepple-এর পর Elechi Amadi-র এই বইটা। The Great Ponds-এ কাহিনীর আকর্ষণ অসাধারণ। আধুনিক কথাসাহিত্যে এরকম টেনে নেওয়া সাধারণতঃ দ্যাখা যায় না। পূর্ব নাইজিরিয়ার ছিলো এবং আলিকোরো এই দুটো গ্রামের মধ্যে wagaba পুকুরের স্বত্ব নিয়ে গোলমাল। আলিকোরোর স্বত্ব দাবি করে এবং এই নিয়ে অনেকদিন নানারকম হাঙ্গামার পর তৃতীয় গ্রামের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, যে কোনো গ্রামের যে কোনো একজন ব্যক্তি তার জীবন বাজি রেখে দীঘির মালিকানা নির্ধারণ করতে পারে। চিলোর বীর যোদ্ধা ওলেম্বা (Olemba) নিজের জীবন বাজি রাখতে এগিয়ে আসে। ছমাসের মধ্যে তার মৃত্যু হলে দীঘির মালিকানা লাভ করবে আলিকোরো গ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাম কিন্তু তীর ছুঁড়ে বা ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যার কোনো চেষ্টা করে না। কিন্তু ওলেম্বা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে আলিকোরোর অধিবাসীরা পুরোহিতদের (dibia) দিয়ে দেবতাদের প্রভাবিত করে তাকে শেষ করার আয়োজন চালাচ্ছে। তাকে সাবধানে চলতে হয়। কিন্তু ওলেম্বার মতো মানুষের পক্ষে অতি সতর্ক জীবনযাপন শাস্তিবিশেষ। একদিন গাছে উঠতে গেলে ভিমরুলের আক্রমণে সে মাটিতে পড়ে আহত হয়। শক্তিশালী ও নিপুণ একজন dibia-র কল্যাণে সে সুস্থ হয় বটে কিন্তু কয়েক মাস নিষ্কর্ম, সতর্ক ও উদ্বিগ্ন জীবনযাপন তাকে দুর্বল করে তোলে। এর মধ্যে তার পুত্রসন্তান আশ্চর্য এক রোগে আক্রান্ত হয়। ওলেম্বা আরো বিচলিত হয়ে পড়ে। এই রোগ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন কিছু না কিছু লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মরতে শুরু করে। গ্রামবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনেকের মনে হয় ওলেম্বার জীবন বাজি রাখা বোধহয় রাত্রির দেবতা Ogbunabali-র মনঃপূত নয়। দেবতা খুব শক্তিশালী ও প্রতিশোধপরায়ণ।

কিন্তু আলিকোরো গ্রামেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার হিরো Wago সকলের আড়ালে চিলো গ্রামে আসে এবং ওলেম্বার দুর্বল দেহ ও বিচলিত মনোবল দেখে অধীর আগ্রহে তার মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে। চিতা বাঘের শুকনো চামড়া গায়ে Wago একদিন ওলেম্বাকে আক্রমণ করে। ওলেম্বার সঙ্গীদের হাতে প্রহৃত হয়ে সে পালায়। পরে চিলো গ্রামের কয়েকজন wagaba-র দীঘিতে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। সে আত্মহত্যা করেছে। ওলেম্বা তার নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে। কিন্তু তার গ্রাম দীঘির পরমকাম্য স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ কোনো জলাধারে কেউ আত্মহত্যা করলে তার মাছ ধরা নিষিদ্ধ বিবেচিত হয়। waga দীঘিতে আত্মহত্যা করায় অন্য গ্রামের নিরঙ্কুশ জয়ের আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এই বইতে আদিম আফ্রিকাকে স্পষ্ট অনুভব করা গেলো। দুই গ্রামের বিবাদ ও সংঘর্ষ এমন নির্লিপ্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে Iliad-এর কথা খুব মনে পড়ে। আমার মনে হচ্ছে, সব জাতিরই মহাকাব্য থাকে। আফ্রিকানদের মহাকাব্য হয়তো সময়মতো লেখা হয়নি; The Great Ponds-এ অন্ততঃ নাইজিরিয়ার মহাকাব্য লেখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম আফ্রিকান গ্রামের আদিম রহস্যময়তা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, সংস্কারাচ্ছন্নতা, পৌত্তলিক ভয় ও বিশ্বাস এতো বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে যে, এর তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। যাকে আমরা কুসংস্কার বলি, এখানে তাকে বলা হয়েছে জীবনের স্বাভাবিক অংশ, তাকে অস্বীকার করার মতো reformative attitude লেখকের নেই। পুরোহিতদের মন্ত্রপড়া, ঝাড়ফুঁক– এসব স্বাভাবিকভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঠককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা হয়েছে। কোনটা কাকতালীয়, কোনটা অলৌকিক, এসব লেখক কোথাও বলে দেননি। ভৌতিক আবহ মাঝে মাঝে আছে কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি নেই, ফলে পাঠকের দায়িত্ব একটু বাড়ে বৈকি। এসবই খুব বড় শিল্পকর্মের লক্ষণ বলে মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৪

(এ ডায়েরিতে লক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং গণসঙ্গীত বিষয়ে তাঁর ভাবনাগুলো। লক্ষণীয় তার গ্রামীণ নানা তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। ইলিয়াস তখনও চিলেকোঠার সেপাই লিখছেন। এ ডায়েরিতে সেই উপন্যাসের কিছু চ্যাপ্টারের পরিকল্পনা আছে।)

১৯৮৪

জানুয়ারি ১

১. বাবার মৃত্যু ও লাশ নিয়ে গোরস্তানের দিকে যাবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওসমান জেগে ওঠে। রঞ্জুর সঙ্গে দ্যাখা। ছাদে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তা দেখছে পুলিশ। নিচে রেস্টুরেন্টে যাবার সময় বাড়িওলা রহমতউল্লার সঙ্গে দ্যাখা। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ফের বাড়িতে এসে ওসমান সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠে। দোতলায় নিহত যুবকের বাড়ির প্রথম ঘর।

২. ঘরে বাঁসের বেড়া। ওসমানের বিভ্রম। Acidity. আলাউদ্দিন মিয়া। আলাউদ্দিন মিয়ার সঙ্গে তার employee খিজির। প্লাস, প্লায়ার্স ও স্ক্রু ড্রাইভার। চাদরে ঢাকা লাশের মুখ অনাবৃত করা হলো।

(এভাবে চিলেকোঠার সেপাই-এর বিভিন্ন পর্বের outline রয়েছে অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে। –শা.)

জানুয়ারি ১৫

তোমার রঞ্জু পড়ি রইলো কোন বিদেশ বিভুঁইয়ে, একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখতি পাল্লে না গো। কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসমান মায়ের বিলাপ শোনে...।

(চিলেকোঠার সেপাই লিখতে শুরু করেছেন। এই ডায়েরিতে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপির একটি বড় অংশের খসড়া রয়েছে। এছাড়া 'ফোঁড়া' গল্পটির খসড়াও রয়েছে এখানে। –শা.)

সেপ্টেম্বর ৩০

কোদাল

১. কোদাল দিয়ে চাষ করলে গম বোনার সময় পার হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গম

১. গমের বীজে পোকা লাগতে পারে। গমের বীজে পোকা লাগলে তা আর কোনোভাবেই ব্যবহার করা যায় না।
২. ধানের বীজে পোকা লাগলে কখনো কখনো ব্যবহার করা যেতে পারে।

জোয়াল

১. বুকে ঠেলে হাল চাষ করা যায়, তবে কাঁধে নেওয়া অসম্ভব। এক বিঘা জমিতে চারটে চাষ দিতে হয়। এক বিঘা মাটিতে সম্পূর্ণ জায়গা জুড়ে চাষ করতে হলে প্রায় এক মাইল হাঁটতে হয়।

গোরু চুরির নৌকা (জলঙ্গি নৌকা)
বানিজুড়ি, জাফরশাহী

৪০ হাত, কাঠের ঘর, একটা ঘরে ৪০/৫০টা গোরু। গোরুর চোখ বাঁধা, মুখ বাঁধা। মানুষ থাকার জন্য আলাদা ঘর।

গম

বুনতে হয় পৌষ মাসে। ৬ দিন হাল দিতে হয়। প্রতি বিঘায় ১০ সের গমবীজ দরকার।

১. পৌষ মাসে আমন ধান কাটার পর জমি ফাঁকা থাকে। দুটো করে চাষ দিয়ে সার দেওয়া হয়।
২. অগ্রহায়ণ মাসে চাষ করতে হলে কমপক্ষে ৬টা চাষ দিতে হবে। এক হাল দুই বলদে ১০ বিঘা জমিতে একদিনে চাষ করতে পারে।
৩. গম কাটা হবে চৈত্রের শেষে। চৈত্রের শেষভাগে ঐ জমিতেই পাট বোনা হয়।

অক্টোবর ৩

স্বর্গ, মহাশূন্য ও মর্ত্যবাসী বৈদিক ঈশ্বরের সংখ্যা তেত্রিশ হলেও পাঁচজন ছিলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ : ১. ইন্দ্র ২. অগ্নি ৩. সোম ৪. বরুণ ও ৫. প্রজাপতি। আদি মহাকাব্যিক পুরাণে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা এবং সকল দেবদেবীর পূর্বসূরীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

অক্টোবর ৪

আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন শহরবাসী বা শহরবাসী না হয়েও বুর্জোয়া চেতনা যাদের মধ্যে একটুখানি শেকড় পেয়েছে তারা তাদের আবেগের সংকট ও বেদনাকে সবচেয়ে নিবিড় করে অনুভব করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে, রবীন্দ্রনাথই আধুনিক সমস্যাকে, যতোটা বাণীতে নয়, সুরের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

SEPTEMBER 30 SUNDAY 1984

১৫ আশ্বিন ১৩৯১ সন ৪ মহরম ১৪০৫ হিজরী

কৌশলে

১. কোথাও ভীড় থাকলে সব কোণে সমান ভাগ হয়ে যাবে।

গম

১. গমের দানা দেখতে ছোট আকারের। গমের দানা দেখতে লম্বাটে না হয়ে গোলাকার হলে বড় হয় না।

২. দানার নীচে ছোট আকারে একটি করে দাগ থাকে। এটা দেখে পাওয়া যায়।

বোঝাতে

বুঝে শেখা হয় যদি কম পড়ে, তাহলে বেশি অভ্যাস। এক দিনে সবটা চাপাবে না। এক দিনে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু করে বাকি অংশ পরের দিনে শেখাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[illegible] লোক [illegible] (জলাশয় শোধন)

হাদিসটি

[illegible] রাত, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

লোক লোক [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

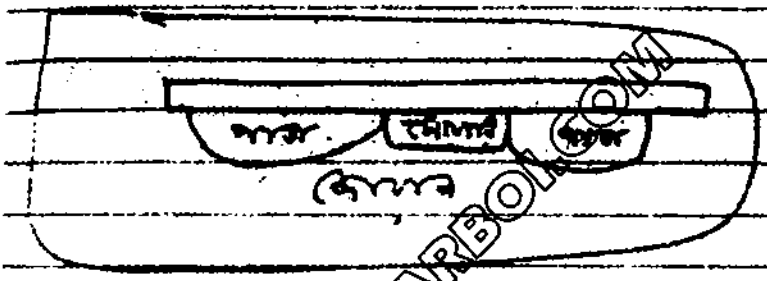

AMARBOI.COM

গল্প

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

২. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তার চেয়ে বেশি। সুর ও বাণীর এমন সফল ও সুসমঞ্জস্য সমন্বয় পৃথিবীর কোনো কথাসঙ্গীতে আছে কি না সন্দেহ। সমস্ত শিল্পকলার নানারকম ভঙ্গী প্রচুর থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। সামন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকলার কাছে আত্মসমর্পণ না করে একেবারে ব্যক্তিচেতনার সংকট ও সমস্যাকে স্পর্শ করার জন্য এখন পর্যন্ত এরচেয়ে উপযুক্ত গান পাওয়া যায়নি।

কিন্তু অন্যান্য বুর্জোয়া আধুনিক শিল্পের মতোই রবীন্দ্রসঙ্গীত একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক বুর্জোয়া মানসিকতার সৃষ্টি, তাই সামন্ত দর্শন প্রকাশে তৎপর হলেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন শহরে মানুষের মানসিক বেদনা ও সংকটে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন কি কলকাতাতেও এরকম জনপ্রিয় হয়নি। কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলন ছিলো কেবল উচ্চবিত্ত আধুনিক রুচির পরিবারের মধ্যে। এরপর বিত্তের পরিমাণ না বাড়লেও বুর্জোয়ারুচির ক্রমপ্রসারমানতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

অক্টোবর ৫

গণসঙ্গীত

গণসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে মানুষ এর দ্বারা সমষ্টিগতভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। খুব ভালো বক্তৃতাও মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে কিন্তু সুরের বাহন বলে গণসঙ্গীত শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করে না, মানুষের সংকল্পকে সংহত করতে সাহায্য করে। সঙ্গীত হলেও সঙ্গীতের অন্যান্য রূপের সঙ্গে এর পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। যে কোনো সঙ্গীত মানুষকে স্পর্শ করে তার নিজস্ব চেতনায়, তার নিজের ব্যক্তিগত বেদনা ও আনন্দকে তীক্ষ্ণ করে সাজিয়ে নিজের অস্তিত্বকে আরো তীব্র ও গভীরভাবে বুঝিয়ে দেয়। গজল হোক কি ঠুংরি হোক, টপ্পা কিংবা খেয়াল হোক হান মানে ব্যক্তিগত বেদনা বা আনন্দকেই উস্কে দিয়ে একান্ত জীবনযাপনে নিজেকে ভালো করে অনুভব করার ইন্ধন যোগানো। রবীন্দ্রসঙ্গীত বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের শিক্ষিত চেতনাকে সবচেয়ে গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে। গণসঙ্গীত এদিক থেকে বেশ আলাদা। গণসঙ্গীতের বাণী ও সুর মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বেদনা বা আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে তা এমনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে যে শ্রোতা একটি সামাজিক জীব হিসাবে আর দশজনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। তিনি যদি সামাজিক ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট থাকেন এবং এই অসন্তুষ্টি যদি মধ্যবিত্তের সৌখিন বেদনাবিলাস না হয়, এই ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য যদি তার কোনোরকম সংকল্প বা এমন কি ইচ্ছাও থাকে তো তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ইচ্ছা বা আবেগ সংকল্পের আকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। মধ্যযুগের ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল ও বৈরী অবস্থান থেকে বেরিয়ে ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। সমাজ ও শিল্পসংস্কৃতির চর্চায় এই ব্যক্তির বিকাশ দেখতে পাই দীর্ঘ কয়েকশ বছর ধরে। বিকাশের স্তর পার হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এখন একটি অনড় ও [illegible] অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঙলাভাষার সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে এর উদ্বোধন। তাঁর পদক্ষেপ ছিলো বেশ বলিষ্ঠ ও সাহসী। আর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ঐ সময়েই এটা অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের হাতে এর শুশ্রূষা ঘটে, এই ব্যক্তি আক্রমণাত্মক নয়, এর পরিণতি ইতিবাচক।... [অসমাপ্ত-শা.]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৬

(এই ডায়েরিতে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসটির প্রাথমিক পরিকল্পনা। ঘরোয়া আলাপে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমাকে জানিয়েছিলেন মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধকে যুক্ত করে তিনি একটি এপিক প্রেক্ষাপটের উপন্যাস লিখবার কথা ভাবছেন। এই অঞ্চলের একটি পীর পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাসটি সাজাতে চেয়েছিলেন। এই পীর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই মারা যান ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। সেই পরিবারটি সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এই ডায়েরিতে তিনি ঐ পরিবারের একটি ফ্যামিলি ট্রি তৈরী করেছিলেন। পারিবারিক বৃক্ষটিতে মৃত্যুসালগুলো লক্ষণীয়। এছাড়া রয়েছে একটি অলিখিত গল্পের কাহিনীসূত্র। হাসান আজিজুল হককে নিয়ে একটি লেখার খসড়াও আছে এখানে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের প্রস্তুতিমূলক কিছু তথ্য সংগ্রহের নমুনাও আছে এখানে। মনে পড়ছে কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন, খোয়াবনামা উপন্যাসের আর একটি নাম তিনি ভাবছেন 'ভাবের ব্যারাম'। সেই ভাবনার একটি সূত্র পাচ্ছি এই ডায়েরিতে।)

জানুয়ারি ১

১. ... নভেম্বর ১৯৭১; ২৬শে কার্তিক, ২৪শে রমজান।
২. জমিতে আমন ধান পাকবে পাকবে। শীষ বেরিয়ে গেছে। অগ্রহায়ণ পৌষে ধান কাটা হবে।
৩. উঁচু ভিটায় বেগুন গাছ লম্বা হয়ে গেছে। রসুন, পেঁয়াজ।
৪. সবই লাল মাটির ঘর।
৫. বেহুলা সুন্দরীর 'ম্যাড়' (গোকুল মেড়)।
৬. Jinnah (Alim) went to join the liberation army in May 1971. Returned to his village in September. Was given military training at Chinbhem in chakuli district in Bihar.
৭. গ্রামের নাম : বামনপাড়া, হাজরাদিঘি, গোকুল, বাঘোপাড়া, দশটিকা, পনেরটিকা, আমাকোলা, বেলাপাড়া, শলিবম্মি, হরিপুর, চানমো, সবলপুর। করতোয়ার ওপারে : দক্ষিণভাগ, কুকরুল, দাঁড়িয়াল।
৮. প্রধান ফসল : ধান ও পাট।
৯. বিলের নাম : খলিসাবাড়ির বিল, বোলের বিল, মাঁওড়ার বিল, ট্যাংরার বিল।
১০. গাছ : শিমুল, পুষ্পরিতলার বকুলগাছ (পাঁচটা মস্ত বকুল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

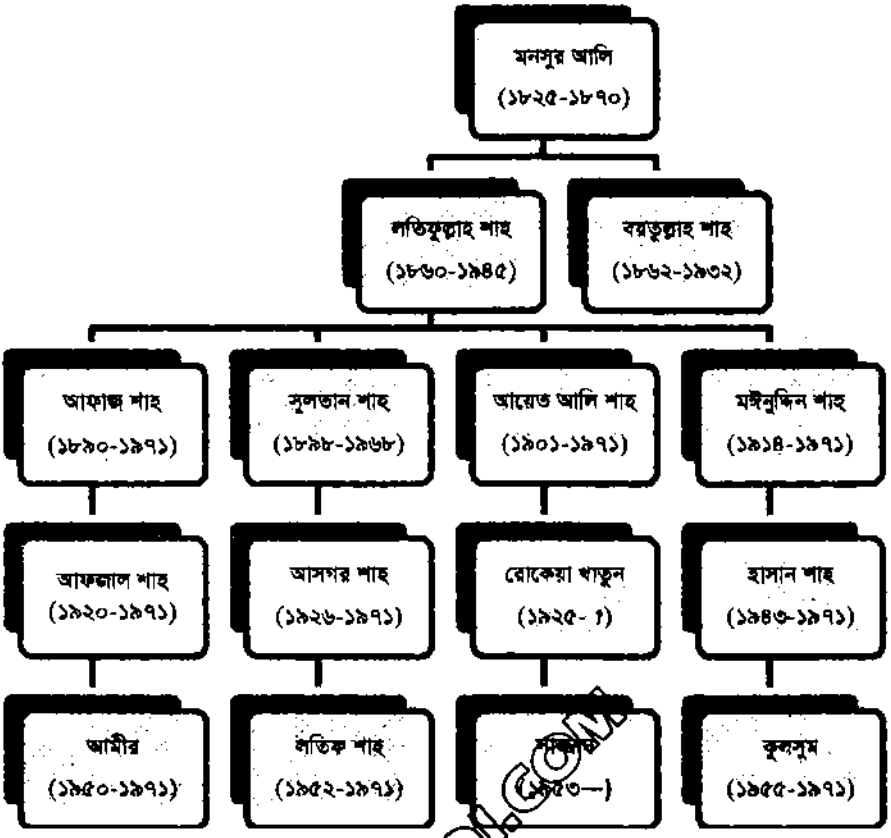

জানুয়ারি ৫

হযরত পীর আয়েত আলি সুফীর সেই রাত্রে দুই চোখ ভরে হাজার চোখের ঘুম এসেছিল। এরকম কিন্তু হওয়ার কথা নয়। তারাবির নামাজ সেরে পীরসাহেব বড়োহুজুরের মাজারের পাশে বসে, কোরান শরীফ পড়ে, তসবি টেপে, এক নাহাড়ে নফলের নামাজ পড়ে এবং এইভাবে সেহরির সময় না হওয়া পর্যন্ত এরকম চলতেই থাকে। সেহরির সময় তাকে কোনোদিন ডাকতে হয় না। বাপের মাজার থেকে উঠে সোজা অন্দরমহলে যায়, ছেলেমেয়ে ভাই ভাইপোদের সঙ্গে দস্তরখানে বসে হাতেবেলা দুটো রুটি, একটু হালুয়া ও এক গ্লাস দুধ খেয়ে ফের ফিরে আসে মাজারের সঙ্গে লাগোয়া নিজের হুজুরাখানায়। দোয়াদরুদ পড়তে পড়তে ফজরের ওয়াক্ত হলে জানালা খুলে ফজরের দুরাকাত পড়ে ওখানেই শুয়ে পড়ে। ফজরের নামাজের পর ঘণ্টা দুয়েক তার ঘুম [হয়]। আয়েত আলির ঘুম কম। এরপর জোহরের পর ভাত খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমোয়। ব্যস এই। আসরের নামাজ সে পড়ে মসজিদে। এরপর ফের ফিরে আসে মাজার শরীফে। আসরের পর মুরীদ মুরীদানরা সব আসে, তাদের সঙ্গে এফতার, তাদের নিয়েই মাগরেবের নামাজ। এফতারের সময় সে বাড়ির ভেতর যায় না, মুরীদদের নিয়ে আসা শসা, খেজুর, ছোলার ঘুঘনি, পেয়ারা, আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, জামের সময় জাম, আনারস খেয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে। এই সময়টাই মুরীদদের কথা বলার সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

January 3 Friday 1986

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের কথা ভেবে আরও একটি বংশতালিকা তৈরি করেছিলেন তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ১৭

বৌ নূরবানুর খোঁজে লিয়াকত ঢাকায় এসেছে। সে হাঁড়ি বাজিয়ে গান করে। বৌকে খুঁজে না পেয়ে রাস্তায় গান করে বেড়ায়।

বৌ এর মধ্যে গার্মেন্টস কারখানায় কাজ পেয়েছে। লিয়াকতকে তার ভালো লাগে না। লিয়াকত গানের কল্যাণে NGO-র পাল্লায় পড়ে এবং নূরবানুকেও তার পছন্দ হয় না।

জানুয়ারি ২৩

শিথানে পাকুড় গাছ মুনসির বসতি
তরায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি

...

ফেব্রুয়ারি ১১

ছবির রকমভেদ
আফাইজ্যা কোম্পানি
শ্রীনিবাস জলদাস
রহিমুল্লাহ

AMARBOI.COM

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ

হিজল গাছ। হিজল গাছের ডাল। কড়ুই গাছ
তমিজের বাপ : সারারাত ঘুরে ভোরের আগে আগে বাড়ি আসে
তমিজের মা : স্বামীর প্রভাবে অস্বাভাবিক।
তমিজ : ধান কাটতে গেছে খিয়ারে, এক মাস তার খবর নাই। তমিজের বোনের স্বামী বৌকে নিয়ে মাঝেমাঝে আসে। তমিজের প্রথম বৌ তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে।

ফেব্রুয়ারি ১৮

ভাবের ব্যারাম

১. ভোরবেলা গোদার বাপ
২. গোদার দাদা তমিজউদ্দীন : কবি
৩. তমিজউদ্দীনের বাপ বুদা পরামানিকের জঙ্গল সাফ।
৪. গোদা খিয়ার এলাকা থেকে ফিরে আসে।
৫. খিয়ার এলাকায় গোদার বেয়াড়াপনায় বিরক্ত লোকজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. বগুড়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে গোদার কাজ
৭. গোদার স্বপ্ন ও সকংল্প।
৮. বাপের স্ত্রীর সঙ্গে গোদার খিয়ার এলাকার দিকে যাত্রা।

শেষ পৃষ্ঠা, Notes অংশে—

তারিখবিহীন

সেখানে তীব্র সাদা কটকটে রোদে সব জ্বলে যায়। ধুলো ওড়ে। গাছপালা ঝোপঝাড় ধুলোয় ঢেকে যায়। সেখানে জমিতে এই বড়ো বড়ো ফাটল। এইসব ফাটলে চোখ দিয়ে উবু হয়ে কোনোদিন অন্ধকার পাতালরাজ্য দেখতে চেয়েছেন যখন তিনি বালক। তখন গাছের ছায়ায় জিব বের করে শেয়াল হাঁপাতো। কিন্তু গাছপালাও তো প্রায় নেই। গরমের দিনে সেখানে... জ্বলে যায়।

তার গল্পের জায়গাজমি যেমন, মানুষও তেমনি জ্বলে যাওয়া, ঐসব জায়গার মতো শতাব্দীর সব শতাব্দী ধরে তারা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাঁচে, পোড়া ও ছেঁড়া প্রকৃতিকে সারা শরীর দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে তারা বাঁচে। কবে তিনি জমির ফাটলে চোখ রেখে পাতালরাজ্য দ্যাখার চেষ্টা করেছিলেন, সেই পাতালরাজ্য দ্যাখা তার হয়ে ওঠেনি, কিন্তু গল্পে তিনি যা দ্যাখেন তা পাতালরাজ্যের চেয়ে কম রহস্যময় নয়। সেখানে যে বাস্তবতা তিনি দ্যাখেন তা সমস্ত চেনা বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের স্থিরচিত্রে তার নজর নেই, হাসানের চোখ বাস্তবের ভেতরের সত্যে যে সত্য বাস্তবকে এই চেহারা দেয়, এই কঠিন কঠোর রুক্ষ চেহারা বাস্তবকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

হাসান আজিজুল হক বাংলাভাষার গল্পে এইভাবে সম্পূর্ণ নুতন মাত্রা যোগ করেন। হাজার বছরে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য কী যুদ্ধটাই না করতে হয়। কী কঠিন পাষাণের ভেতর দিয়ে তাকে তিলেতিলে এগুতে হয়– এই দেখতে এবং সবাইকে দ্যাখাতে তিনি গল্প লেখেন।

তাঁর শিল্পসৃষ্টিও কোনো খোলা চোখে নয়, বরং ভেতরের চোখ দিয়ে সমস্ত বাস্তবের ভেতরবাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখা। এজন্য দানবীয় সব অভিজ্ঞতাকে শিল্পের ভেতর দিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে হয় তাঁকে, সেখানে কবিতা মানে কেবল সখের নিঃসঙ্গতা নয়, কাব্য সেখানে পাতাল থেকে উঠে আসা উৎকট আর্তনাদ, ঐ সঙ্গীত মানে মিষ্টি সুরের আলাপ নয়, পাগল হাতি যখন মুক্ত হয়ে নাচে তার বৃংহতিকে সেখানে বিবেচনা করা হয় সঙ্গীত বলে।

দীর্ঘ তিন দশকের গল্প থেকে বেছে মাত্র কয়েকটি এই দুই মলাটের মধ্যে বন্দি করা হলেও এই গল্পগ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে হাসানের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর নিজস্ব জগতের উন্মোচন ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

January 5 Sunday 1986

[illegible]

১

[illegible]

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসের শুরু, যা আর কোনদিন লেখাই হয়ে ওঠেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৮

(তার স্বভাবসুলভ পছন্দের উদ্ধৃতি টুকে রাখার চিহ্ন এই ডায়েরিটিতেও আছে। আছে একটি অলিখিত গল্পের ভাবনাসূত্র। বররারের মতো আছে নিজের জন্মদিনে তার চিন্তাউদ্দীপক মন্তব্য। কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ, রুশসাহিত্য বিষয়ে ভাবনা রয়েছে এই ডায়েরিতে। গণসঙ্গীত বিষয়ে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে উদ্বিগ্নতার কথা আছে। লেখক শিবিরে তার কর্মতৎপরতার উল্লেখ আছে। আর আছে দেশব্যাপী ৮৮-র ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতা। দেখতে পাচ্ছি বন্যার সময় তিনি শামিল হয়েছেন ত্রাণ কাজে।আছে এক সহকর্মীর প্রতি ক্ষোভ।)

জানুয়ারি ৫

Novel

A novel is never anything but a philosophy put into images. And in a good novel, the whole of the philosophy passes into the images. But if once the philosophy overflows the characters and action, and therefore looks like a label stuch on the work, the plot loses authenticity and the novel its life.

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি ১২

1943-1988

From the military school of like... what does not kill me makes me stronger.

To know what is right, and not to do it is cowardice.

— Confucius

I would rather be guilty of what I do than what I don't do.

ফেব্রুয়ারি ১৭

করতোয়া [অস্পষ্ট]

১

রোকেয়া বেগমের মনে নাই যে ইকবালের বাপের পাতে তুলে দেওয়ার সময় তার হাত কেঁপে মাগুর মাছের বড়ো টুকরাটি গড়িয়ে পড়ে দস্তখানের ওপর। এখানেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নটি তার ছিঁড়ে যায়। স্বপ্নের এই টুকরাটিও কোথায় গড়িয়ে পড়লো রোকেয়া বেগমের জীবনে আর কোনোদিন মনে পড়েনি। কেবল এরপর থেকে মাগুরের ঝোল দিয়ে মাখা ভাত মুখের কাছে তুললে তার কেমন কাঁচা আঁশটে গন্ধ করতো, জীবনের শেষ কয়েকটা বছর শিং মাগুরে রুচি তার একেবারে উঠেই গিয়েছিলো। স্বপ্নটা পুরো দেখতে পারলে হয়তো স্বপ্নটা তার মনে থাকতো, মাগুর মাছের টুকরা চামচ থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠেনি ঠিকই, তবে ঘুমের গাঢ় পর্দা দারুণরকম দুলে উঠে স্বপ্ন মুছে গিয়েছিলো। অথচ সেদিন অনেকদিন পর তার ঘুম এসেছিলো সারা শরীর জুড়ে। তারাবির নামাজ পড়তে পড়তেই চোখ জড়িয়ে আসছিলো। নবীরের মাকে সেহরির জন্য পাবদা মাছের ঝোল, খাসির গোশতের তরকারিটা ও ঘন করে রাঁধা মুগের ডাল একটু ভালো করে ঢেকে রাখতে বলে রোকেয়া বেগম সোজা চলে যায় বিছানায়। মশারি ফেলে দিতে দিতে একবার ইকবালের কথা মনে পড়েছিলো, কিন্তু রোজকার মতো ছেলেটা কোথায় কী খাচ্ছে না খাচ্ছে মনে করে তার মন খারাপ হয়নি, শুধু মনে হলো ইকবালের জামাকাপড়গুলো একবার ধুয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এজন্য কোনো আফসোস হওয়ার আগেই ঘুমের ভেতরে গড়িয়ে পড়ে। অথচ এর আগে কয়েকটা মাস তার ভালো ঘুম হয় না। ইকবাল কোথায় কী করছে, ছেলেটা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, নাকি মিলিটারির হাতে পড়লো– ঠিক স্পষ্ট করে না ভাবলেও ইকবালের জন্য ভাবনা তো ছিলোই, এমনিতেও বড় রাস্তার দিকে একটা কান তার পাতাই থাকতো, ঘুমিয়ে পড়লেও কানের কাজ এতোটুকু স্থগিত হতো না। সেহরির অনেক আগেই সে বিছানা থেকে উঠে পড়ে, বিধবা হওয়ার পর থেকে এই বাড়ির এতোগুলো লোকের রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার সব তদারকি তো তাকেই করতে হচ্ছে। কিন্তু এবার এফতার-সেহরির আয়োজনে নবীরের মাকেও খুব একটা ডাকে না। মেজোভাবী তো ৭ মাসের পোয়াতি, ছোটোবৌ এফতারের পর ঐ যে শোয়, তার ঘুম ভাঙে বাড়ির পুরুষ মানুষের সেহরি খাওয়া শেষ হলে। মেয়েটা রোজা সবগুলো করে, কিন্তু মাগরেবের নামাজটা কোনোমতে সেরে আর বসে থাকতে পারে না, তারাবি বোধহয় জীবনেও পড়েনি। এই বাড়িতে এরকম অভ্যাস বেমানান, কিন্তু তার ওপর রোকেয়ার রাগ নেই, বরং ৭ মাসের পোয়াতি হলেও মেজোভাবীর এতোটা আরামআয়েস তার... [অসমাপ্ত]

মার্চ ৭

I took a tablet. Seduxen 5mg, in the morning before leaving for the college to keep me quite agreeable even to myself. The pimp is increasingly growing to be an intolerable guy, posing to be great artist. Aggressively illiterate, the bastard howls at the top of his voice at the poor clerks, especially the timid ones. Had talked to the pimp, the guy seemed to be a little scared and tried to flatter me by an instalment of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

his autobiography. I have to work with this chap for how many days nobody knows. Went to Henabu's place in the evening with Tutul. Titu left us for good two years age simply because he did not like to stay in this planet anymore.
In the morning went to Babloo's place. Amma seems to be gloomy and sad. She has a slight rise of suger in her urine.

এপ্রিল ২

লেখক শিবিরের সম্মেলন কমিটির মিটিং

বিকাল ৫টা

আলোচ্য সূচি ১ তহবিল

২ সম্মেলনের কর্মসূচি

৩ ব্যবস্থাপনা

৪ সাব কমিটি

এপ্রিল ৫

কোনো দেশের সচেতন মানুষ মাত্রেই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন বলে ধরে নেওয়া হয়। শিক্ষিত, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী বলে যাঁরা পরিচিত তারা দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ, তাঁদের সমস্যা, তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে শুধু জ্ঞাত নয় এবং উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত না থাকলে দায়িত্বহীন ব্যক্তি বলে তাঁদের চিহ্নিত করা চলে।

বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা চট্টগ্রামের উপজাতি বলে পরিচিত সম্প্রদায়সমূহ সম্বন্ধে যে চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিচ্ছেন তাতে তাঁদের চরম দায়িত্বহীনতার চরিত্রই প্রকাশিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে চাকমা, মুরং, মার্মা প্রভৃতি সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যেরকম মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন, নিজের ঘরে তারা পরবাসীতে পরিণত হয়েছেন, পাহাড়ি এলাকার জনপদে জনপদে বাড়িঘর দগ্ধ হচ্ছে, আদিবাসীরা নিজেদের ঘর ছেড়ে আরো দূরে আশ্রয় নিচ্ছে এবং শক্তিশালী সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মার ঠেকাবার জন্য শেষ পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধে নিয়োজিত হচ্ছে।

চাকমারা সংখ্যায় অল্প, বাঙালিদের তুলনায় তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার অনেক কম। ফলে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁরা যে কোনো বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে পারেন। আসলেও তাই ঘটছে... [অসমাপ্ত]

এপ্রিল ২৭

Heinrich Marx, father of Karl Marx, believed that man is by nature good and rational, and that all that is needed to ensure the triumph of these qualities is the removal of unnatural obstacles from his path. He believed that a new day was dawning in the history of human

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

emancipation in the light of which his children would live their lives as freeborn citizens in a just state.
Karl Marx believed in the complete intelligibility of the process of social evolution, he believed that society is inevitably Progressive, that the movement from stage of stage is forward movement, that each successive stage represents development. He detested emotionalism, belief in supernatural causes and systematically underestimated the influence of such non-rational forces as nationalism and religious and racial solidarity.

মে ৫

Translator

When the violin repeats what the piano has just played, it cannot make the same sound and it can only approximate the same chords. It can, however, make recognizably the same 'music', the same air. But it can do so only when it is as faithful to the self-logic of the violin as it is to the self-logic of the piano. Language is an instrument, and each language has its own logic. I believe that the process of rendering from language to language is better conceived as a 'transposition' than as a 'translation' implies a series of word-for-word equivalents that do not exist across language boundaries any more than piano sounds exist in the violin.

মে ১৫

Jazz : Style of music regarded as one of the most distinctive of American contribution to the art of music, characterized by its highly emotional melodic line and its strongly marked syncopated rythms. Originated in the late 19th century among Negro musicians of New Orleans but not fully developed until 1970. The orginal Jazz ensemble was small and composed principally of the trumpet, cornet, trombone, clarionet, various percussion instruments and sometimes saxophone and piano Emphasis was on the ability of the individual player to improvise. As the size of the ensemble grew, more formal arrangements became necessary. Jazz was not seriously or critically studied until the 1930s. Outstanding names in its history have been Jellyroll Morton, Louis Armstrong and Bix Beiderbeck.

মে ২০

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ

ইদানীং বাংলাদেশের গল্প উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজিত অবস্থা এবং রাজাকারদের দাপট বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে, মার খাচ্ছে, সব জায়গায় কেবল হেরে যাচ্ছে– মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থাটিই গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসে প্রধান। আবার ওদিকে যারা দালাল ছিলো তাদের রবরবা, ক্ষমতা তাদের হাতে, টাকাপয়সাও সব তাদের হাতে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তর এই করুণ চেহারা।

এর মানে কী? মুক্তিযুদ্ধ কি তবে ব্যর্থ হয়েছে? কেবল পতাকাবদলের মধ্যে যুদ্ধের সাফল্য বোঝা যায় না। পাকিস্তান কিন্তু অনেক বেশি সফল হয়েছিলো। নেতিবাচক হলেও পাকিস্তানে স্থূল ও অরুচিকর এক ধরনের পাকিস্তানি মনোভাব দারুণ দাপটে টিকে ছিলো। ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসনের মধ্যে না থাকলে এই দাপট হয়তো আরো দুচার দশক থাকতো। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের সচেতন করলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, প্রশাসন, ওপরতলার সংস্কৃতিতে পাকিস্তানি ব্যাপারটাই প্রধান ছিলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এতো তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়লো কেন? এর কারণ কি এই যে মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধ নয়? মুক্তিযুদ্ধের এখনো আর কতো বাকি?

মে ২১

ছোটগল্পের চরিত্র কি একটি গল্পে উঁকি দিয়েই শেষ হয়ে যায়? নাকি লেখকের অন্য গল্পে তার বিবর্তন লক্ষ্য করি?

মে ৩১

১. সমৃদ্ধ রুশ গদ্য।
২. রুশ কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা।
৩. রুশ লেখকদের জীবনী তাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে জানা অপরিহার্য। রুশ লেখকদের লেখায় message. ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, গোগোল, গোর্কি।
৪. বিপ্লবপূর্ব রুশ সাহিত্যে আপোষ নেই, দুই মেরুকে পাওয়া যায়। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা সাহিত্যে তার অভাব। বাংলা কথাসাহিত্যের সূত্রপাত বলতে গেলে আপোষকামিতার মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। America-র Unlce Tom's Cabin বইতে আপোষ লক্ষ্য করি।
৫. Political নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিলো, Lenin, Stalin, Trotsky সবাই liteature-এর চর্চা করতেন। Mao-Tse Tung। পক্ষান্তরে ভারতে গান্ধি, নেহেরুর আত্মজীবনী ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছুই নেই।
৬. ভোটের রাজনীতিতে দরকার পোস্টার, বিপ্লবের জন্য চাই সাহিত্য।

জুন ২

আকল আইয়ার হ্যায়, সওফেদ বদল লেতি হ্যায়
ইশক বেচারা না মুল্লা না জাহিদ না হাকিম হ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই ৮

কেউ যদি পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে
কাজির কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার।

জুলাই ২০

শিশু ও কিশোরদের সম্বোধন করে কথা বলতে হলে লেখককে নিজের বয়স উজিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না। তবে মনোযোগ দিয়ে তাদের দেখতে হয় এবং তাদের উপযোগী ভাষা ও ভঙ্গী রপ্ত করতে না পারলে লেখকের পরিশ্রম পণ্ড হতে পারে। যে গল্প ছোটদের জন্য লেখা তার মধ্যে তাই সাধারণ শিল্পগুণের অতিরিক্ত আরো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যাতে তা তাদের মধ্যে সাড়া ফেলতে পারে।

আগস্ট ৩১

বন্যা

গতবারের মতো এবারও বাড়ির সামনে পানি। পানিতে হেঁটে হেঁটে রিক্সা নিয়ে মোড় পর্যন্ত গেলাম।

সেপ্টেম্বর ১

বন্যা

সারাদিন বাইরে ছিলাম। কলেজ থেকে বাবলুর বাসা, ওখানে খেয়ে, মোড়ের দোকান থেকে পাঁচ সের আটা কিনে ডাঃ সিরাজ জিন্নাতের ওখানে খালাম্মার সঙ্গে দ্যাখা করে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। পায়খানায় পানি উঠছে। তুতুল সারাদিন বজলু মিয়ার ছেলে ইয়াসিনকে দিয়ে ইট, সিমেন্ট, বালি আনিয়ে এখানে ওখানে কয়েকটা বাঁধ দিয়েছে। রাত্রে শোবার আগে আম্মার ঘরে মেঝে ফুঁড়ে পানি উঠতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বর ২

বন্যা

আম্মার ঘরে পানি। আলমারি আলনা বসার ঘরে সরাতে সরাতে ঐ ঘরেও পানি এসে গেলো। দুপুরবেলার মধ্যে করিডোর, রান্নাঘর ও বাথরুমে পানি ঢুকলো। শোবার ঘর ও খাবার ঘরে ঢুকলো।

সেপ্টেম্বর ৬

বন্যা

বাবলুর বাসা থেকে ফেরার পথে এলিফ্যান্ট রোড থেকে গামবুট কিনলাম। গামবুট হাতেই ডা. জি.এম. চৌধুরীর সঙ্গে দ্যাখ্যা করতে গেলাম। তুতুলের কিডনির ব্যাপারে খুব ভাবনা হচ্ছে। ওর ব্লাড প্রেসার দিনদিন বেড়েই চলেছে। ডাক্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি.এম. বললেন ১৭/১৮ তারিখে যেতে, আরো ওষুধ দেবেন। মাত্রাও বাড়িয়ে দেবেন।

সেপ্টেম্বর ৭

বন্যা

ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি। পানি একটু কমেছে, ভয় হচ্ছে আবার বেড়ে যেতে পারে। সকালে আজিজ মেহের সাহেবের অফিসে গিয়ে আজিজ সাহেব, শফিক, আহাদ ও আরেকটি ছেলেকে পাওয়া গেলো। লালা (ফয়জুল হাকিম) ও জাহাঙ্গীর ওষুধপত্র ও প্রস্তুতির কপি যোগাড় করে নিয়ে এলো বেলা একটায়। লালা, শফিক, মুফাদ, আজিজ ভাই (পথপ্রদর্শক) ও আমি নারায়ণগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে যাত্রাবাড়ি, সেখান থেকে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে স্কুটারে সারুলিয়া। ডাক্তার ফারুকের ওখানে ওষুধের দোকানের মালিক মহিউদ্দীন, রাণীমহল সিনেমা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী রহমান ভাই এবং সাদেককে নিয়ে পূর্বপাড়া গেলাম। বাঁধের ওপর চালা ঘর করে বাস করছে প্রায় ৩৫ ঘর হিন্দু পরিবার। জানোয়াররাও এদের চেয়ে ভালো থাকে। চটের দেওয়াল, ওপরে চট ও বেড়ার ছাউনি। খিচুড়ির প্যাকেট পেয়ে একেবারে কী খুশি। মনে হয় বন্যা হওয়ায় এদের ঘরবাড়ি ছাড়তে হলেও বেসরকারী উদ্যোগে পাওয়া রিলিফের কল্যাণে ভালো খাওয়া হচ্ছে। গোরুর গোশত মেশানো খিচুড়িতে কারো কিছুমাত্র অরুচি নেই। মুখে বিকার নেই, মনে হয় এর চেয়ে ভালো থাকার অভ্যাস এদের নেই। একটু ক্ষোভটোভ থাকলে মানুষ হিসেবে মানায়। এর মধ্যেই চারপাঁচ হাত লম্বা ও চারপাঁচ হাত চওড়া ছাউনিগুলো গুছিয়ে নিয়েছে। আমরা প্রধানতঃ ওষুধ দিচ্ছিলাম, একেকজন তার রোগের কথা বলে এতো এলোমেলোভাবে যে লালা ও ফারুকের পক্ষে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। জল বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট আদৌ ঠিকমতো ব্যবহার করবে কি না সন্দেহ।

একটু ভেতরে, যেখানে নৌকায় যেতে হয়, জলবন্দী মানুষ রিলিফ কিছুই পাচ্ছে না। সরকারী উদ্যোগ একরকম নেই বললেই চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই প্রধানতঃ কাজ করছে।

ফেরার সময় DND বাঁধের ওপর বৃষ্টির পানি উপড়ে পড়ছিলো। স্থানীয় যুবকরা বাঁধ রক্ষার জন্য গাড়ি চলতে বাধা দিচ্ছে। DND বাঁধ এবার রক্ষা পাবে সম্পূর্ণ স্থানীয় জনসাধারণের কর্মতৎপরতার ফলে।

নভেম্বর ২০

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

ক. লোকসঙ্গীত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোকসঙ্গীতের সমস্যার আলোচনা হতে পারে না! লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের জন্মদাতা গ্রামের অধিবাসীদের জীবনের বিপর্যয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকসঙ্গীতের বিপর্যয়কে পাশাপাশি দ্যাখা দরকার। সাম্প্রতিককালে লোক-সঙ্গীতকে ভদ্রসমাজে ব্যবহারের চেষ্টা করা হলেও সমাদর ও সমঝদারির প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ. রাগসঙ্গীত গুরুর কাছে বসে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখা সম্ভব। তার ঘরানা থাকতে পারে। কিন্তু লোকসঙ্গীতের ঘরানা নেই। যা আছে তা হলো...। কানে শুনে ও চোখে দেখে মনের ভাবে গান শেখা লোকসঙ্গীতের গায়কের বৈশিষ্ট্য। পদ্ধতিটা হলো...। কারণ গানে সেই প্রকৃতি ও মানুষের ছবি থাকে। শহরের বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এই ছবি দ্যাখা সম্ভব নয়।

গ. গ্রাম্য সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা।

ঘ. গণজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মলীলা থেকে লোকসঙ্গীতের প্রবাহটি উৎসারিত, শহুরে শিক্ষিত সমাজের সে ধারা থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা সংকটের গোড়ার কথা।

ঙ. Commercial গান। মানসিকভাবে লোকসঙ্গীতের গায়ক ও আলোচকগণ অবক্ষয়ের শিকার। লোকসঙ্গীতের মূল ও অপরিহার্য বিষয় জীবনস্পন্দন এদের মধ্যে অনুপস্থিত।

চ. দীনেশচন্দ্র সেন, আব্বাসউদ্দীন, শচীন দেব বর্মণ।

ছ. ধর্ম প্রভাবমুক্ত আদি কমিউনিটি সৃষ্ট বিশেষ অনুপ্রেরণা improvised স্বতঃস্ফূর্ত লোকসঙ্গীতগুলি সুরে ও রচনায় আবেগ ও আবেদনশীল। এরপর যখন ভণিতার যুগ এসে বিশেষ রচয়িতার আবির্ভাব হলো সেখানে ব্যষ্টি সমষ্টিচেতনারই ধারক।

জ. আধুনিককালে লোকসঙ্গীতের যে চর্চা শহরে চলে তা অনেকটা academic, এখানে লোকসঙ্গীত জনবিচ্ছিন্ন সামগ্রী।

ঝ. শহুরে sophistication লোকসঙ্গীতের ক্ষতি করে।

ঞ. লোকসঙ্গীত জীবনমুখী, কিন্তু অসার, মানবদেহ অসার, এসব গানের কথা ওপর থেকে চাপানো, লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী দর্শনচিন্তা।

ট. আন্তর্জাতিকতা। জাতীয়তাবাদ লোকসঙ্গীতের পরিপন্থী।

ঠ. দেশ এখনো কৃষিনির্ভর। গ্রাম ও শহরের দূরত্ব পরিবহনে কমে এলেও আর্থিক বণ্টনে সে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে শিক্ষার জৌলুস ওপরে ওপরে বাড়লেও অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকার বেড়েছে অনেক।

It is the people who create music, we only arrange it ... [অস্পষ্ট]।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৯

(এই বছরের নোট রাখবার জন্য দুটা ডায়েরি ব্যবহার করেছেন। বছর শুরু করছেন তিনি ভ্রমণ দিয়ে, গেছেন নিঝুম দ্বীপে। ছোট মন্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দ্বীপটির আবহ। এখানেও আছে জন্মদিনের তীক্ষ্ণ ভাবনা। 'কলম' বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক একটি লেখা আছে এখানে। এবছরে তার একটি অপারেশন হয়েছিলো, তার অভিজ্ঞতা আছে। আছে মা'র স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতার কথা। লেখক শিবিরের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ আছে। দেখতে পাচ্ছি বগুড়ায় ঘুরে গ্রামাঞ্চলের নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন, যা পরে কাজে লাগবে তার খোয়াবনামায়। এবছর তিনি চিটাগাং ইউনির্ভার্সিটিতে গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে, সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তার এক বিশেষ সহকর্মীর প্রতি ক্ষোভের কথা এখানে আছে। যথারীতি আছে নানা উদ্ধৃতি।)

জানুয়ারি ২১
ডাকবাংলো, নিঝুম দ্বীপ

চাঁদের আলোয় ডাকবাংলোর নিচে নির্জনতা ভয়াবহরকম নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। এই দ্বীপটিকে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে; সমুদ্রগর্ভ থেকে এর উত্থানের আগের স্মৃতিতে দ্বীপটি বহুকাল আগে চলে গেছে। এর চারিদিকের ঘন ও পাতলা বন, খাল চারপাশ ঘিরে, সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়া বিশাল নদী– সবই এর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে একাত্ম। খালে বাঁধা তিনটি নৌকা– এরা বলে ট্রলার, জোয়ারভাটার সঙ্গে ওঠানামা করে, সঙ্গে সঙ্গে টরটর আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে এতোটুকু চিড় ধরাতে তো পারেই না, বরং এর মাত্রা ও ঘনত্বকে যেন আরো গাঢ় করে তোলে।

১৭ তারিখ বিকাল সোয়া চারটায় আনু মুহাম্মদের সঙ্গে সায়েদাবাদ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মাইজদি বাসে উঠে মাইজদি নেমেছি রাত্রি সাড়ে নটায়। হোটেল আল মাসুদে রাত কাটিয়ে সকাল নটা পঁয়ত্রিশের বাসে রওয়ানা হই চর জব্বারের দিকে। আদিম কালের বাস, চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। চর জব্বারে পৌঁছতে পৌঁছতে বাজলো বেলা বারোটা। রেস্টুরেন্টে গইল্লা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবার পর সি-ট্রাক এলো একটার দিকে। হাতিয়া পৌঁছলাম, তখন বিকাল চারটা। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার রেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা দেখে বেশ দমে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

NGO-র সঙ্গে এরকম যোগাযোগ এরা না ঘটালেই পারতো। সন্ধ্যাবেলা জনাব মোহম্মদ ইরাক এবং লেখক শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ হলো। রাতে খাওয়াদাওয়া সিরাজুদদাহার বাড়িতে।

১৯ তারিখ সকালে ইরাক সাহেবের বাড়িতে কর্মীদের সঙ্গে মিটিং, আনু বেশ গুছিয়ে এবং বিস্তারিত লেখক শিবিরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করলো। বিকালে হাতিয়া এ.এস. হাইস্কুলে মুক্ত আলোচনা ভালো হয়নি। ২০ তারিখ সকালে আনু ও আমি গেলাম বঙ্গবন্ধু হাইস্কুলে। সেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কেফায়েৎউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে কথা হলো। কেফায়েৎউল্লাহ সাহেব নিঝুম দ্বীপ যাওয়ার নিয়মিত পথ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করলেন।

ফেব্রুয়ারি ১২

1943-1989

What to do? I would rather be guilt of what I do than what I don't do. Shouldn't?

ফেব্রুয়ারি ২৭

Film

Mike Newell's Soursweet (1989). Mike asks and tries to answer the twin questions posed by any such community with its own traditions and culture. How much should you lose of the old while adapting to the new?

মার্চ 8

ডায়াবেটিক হাসপাতালে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৩৩ নম্বর বেডে ভর্তি হলাম। বিকেলবেলা তুতুলের সঙ্গে স্কুটারে রওয়ানা হওয়ার আগে আম্মা খুব মন খারাপ করছিলেন। হাসপাতালের ওয়ার্ড ভারি সুন্দর, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যায় দাদু এসে অনেকক্ষণ গল্প করে গেলো। তুতুল চলে যাওয়ার পর দাদু কিছুক্ষণ পর গেলো। রাত্রি নটায় এলেন জনাব মাহমুদ নূরুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী।

মার্চ ৫

ডাক্তার সাহেব বললেন যে আগামীকাল সুযোগ পেলে অপারেশন করিয়ে দেবেন। খুব ভিড়, রোগী অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করছে। সরকারী হাসপাতালগুলোতে নার্স ধর্মঘট। তাই রোগীর চাপ এখানে। কাল থেকে ৭২ ঘণ্টা ওষুধের দোকান বন্ধ। সকাল ১১টায় ইসিজি করিয়ে নেয়ার সময় জনাব আবুল হোসেন সাহেবের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক গল্প করে এসে দেখি তুতুল অপেক্ষা করছে। বিকালে ঢালী আল মামুন ও জলি, ইকবাল, দাদু এলো। তুতুল ও দাদু এসে পড়ার পর পরই এলো বাবলু। দাদু অনেকক্ষণ গল্প করলো। Palma (উচ্চারণ পামা) নামে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ভদ্রলোকের সঙ্গে সারা-দুপুর গল্প করলাম। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়ের এই ভদ্রলোক কলতাবাজারের লোক, গত তিনশো বছর থেকে এরা এখানে বাস করছেন।

মার্চ ৬

আজ অপারেশন হলো না। ডাক্তার কবির বললেন যে সুযোগ পেলেই করিয়ে দেবেন। তাই সকাল পৌনে এগারোটা পর্যন্ত কিছুই খেলাম না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার কবির জানালেন যে আজ আর সম্ভব নয়, কারণ তিনটে major operation হচ্ছে, এর একটি খুবই serious। দুপুরে ইকবাল এলো। পরপরই আনু মুহাম্মদ। তুতুলের সঙ্গে লাবড়ু ভাইকে দেখে একটু অবাক হলাম। আমার এই অপারেশনের খবর পেয়ে রাত জেগে খুলনা থেকে চলে এসেছেন। বিকালে আসাদ। এর পর পরই ড. আহমদ শরীফ। ড. আহমদ শরীফ সালমান রুশদি সম্বন্ধে লেখক শিবিরের দায়িত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ দিলেন।

মার্চ ৭

Operation

সকালবেলা ডুশ দিয়ে পাকস্থলী পরিষ্কার করা হলো। সাড়ে নয়টায় হাসপাতালের পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো operation theatre-এ। সেখানে একটা বেডে শুয়ে থাকলাম বেলা এগারোটা পর্যন্ত। তারপর OT-তে নিয়ে একটি বিছানায় শুইয়ে এ্যাকট্রিপিড ও পেথিড্রিন ইনজেকশন দেওয়ার পর খুব ভালো লাগলো। নেশার মতো মনে হচ্ছিল। পরে একটা মাস্ক মুখের কাছে ধরে গুণতে হলো। আমি ২৫ পর্যন্ত গুণলাম। এরপর আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরলো বেলা তিনটায়, ফের পেথিড্রিন, ফের ঘুম। এরপর বিকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙলো। সাবিত্রী চক্রবর্তী নামে একজন নার্স খুব খেয়াল করছিলেন। আমার পাশে আরো দুজন রোগী, এদের একজন ভদ্রমহিলা। পেথিড্রিন দেওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুম হলো না। সারারাত সুপ্রিয়া মণ্ডল নামে একজন নার্স বারবার ঘুমাতে বললেন। ঘুম হলো না। National Geographic magazine-এর একটা সংখ্যা পড়ে কখনো তন্দ্রার মধ্যে থেকে রাত কাটলো। রাত্রি তিনটার দিকে পাশের রোগী খুব ঝামেলা করছিলো। সিস্টার ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনলো। পরে দেখা গেলো এমন কিছু নয়।

মার্চ ১২

Physicians of the utmost fame
were called at once; but when they came
They answered and they took their fees.
There is no cure for this disease...
— Hilaire Belloe

এপ্রিল ১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের পুঁজিবাদ
লেখক শিবির অফিস
আনু মুহাম্মদ
রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথা বাতিল : ক্রপটকিনের লেখায়।
Utopian Socialism
ধারাবাহিক বিবর্তন : 1. Utopian 2. Subjective 3. State should be abandoned 4. No industry.
নারোদবাদ (সম্প্রতি এখানে কাউকে কাউকে ভুল করে নারোদবাদী বলা হচ্ছে)
প্রলেতারিয়েত– A great word meaning a person with no proprety except childern.
বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভাবে সমাজতন্ত্রকে দীর্ঘকাল গঠনমূলক কোনো পদ্ধতি হিসেবে দাঁড় করানো যায়নি।

জুলাই ৮

"If you hear in my voice— I don't know that it is so, but I hope it is— if you hear in my voice any resemblance to a voice that once was sweet music in your ears, weep for it, weep for it. If you touch, in touching my hair, anything that recalls a beloved head that lay on your breast when you were young and free, weep for it, weep for it. If, when I hint to you of a home that is before us, where I will be true to you with all my duty and with all my faithful service. I bring back the remembrance of a home long desolate, which, your poor heart paid [?] away, weep for it, weep for it."

আগস্ট ৩০

বগুড়া

সকালে জিন্নাহর সঙ্গে রামশহর গেলাম। পাট বেশ বড়ো হয়েছে। কিছু কিছু কাটা হচ্ছে। আমন ধান লাগানো হলো। জমিতে পানির মধ্যে লাঙল চষা হচ্ছে।

কয়েকটা গ্রামের নাম সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়ে শুরু : দশটিকা, পনেরোটিকা, বারোপুর, ছেচল্লিশ গ্রাম (শিবগঞ্জ), হাজার দিঘি, দোগাড়িয়া, পাঁচপুর, সাতশিমুলিয়া।

অন্যান্য জায়গা : রামশহর, গোকুল, রায়নগর, বৃন্দাবনপাড়া, মথুরা।

ধন্বন্তরি ওঝার ভিটায় এক বুড়ো কৃষক বাঁশের ঝুড়ি মেরামত করছিলেন। উঁচু সমতল ঢিবির পাশে জল, নাম : চুনার দিঘি। বুড়োর মতে এই দিঘিটা ওঝার। ওপাশে আর একটি ঢিবি, 'ঐটা আছিলো রাজার ওষুধের ডিসপেনসারি।' ঐ ঢিবি থেকে মানুষ এখনো মাটি কেটে নিয়ে যায়। ঐ মাটি ঘরের চারপাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলে সাপ আসতে পারে না। 'আর বছরে গাড়িত কর‍্যা মানুষ আচ্চিলো, মাটি লিয়া গেছে।' Car-এ করে লোকজন এসে সর্প-নিরোধ মাটি নিয়ে গেছে শুনে জিন্নাহ খুব হাসলো।

পুষ্পরি... গিয়ে দেখি গতবারের নামের সঙ্গে জায়গাটার একটু মিল ছিলো, এবার নেই। আগামীকাল ঢাকা যাবো বলে সকালে ছোটচাচা ও ছোটফুফুর সঙ্গে দ্যাখা করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ফুফু...। কিন্তু ফতে আলী বাজারে মাছ কিনে সেবার সোজা বাড়ি ফিরতে হরো। তখন পৌনে বারোটা।

এসে দেখি আম্মা অজ্ঞান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন।... রসুল, জিন্নাত এবং ... লোকজন এসে আম্মার হাতেপায়ে তেল মালিশ করছে। আম্মার হাত পা খুব ঠাণ্ডা, সাজ্ঘাতিক ঘামছেন। প্রথমেই মনে হলো হাইপো গ্লাইসেমিয়া। আমি তাড়াতাড়ি চিনি নিয়ে মুখে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরে সরবত করে চামচ দিয়ে মুখের ভেতর ঢেলে দিলাম। কিন্তু জ্ঞানও ফেরে না, ঘামও বন্ধ হয় না। এর মধ্যে ছোট চাচা এসে পড়েছেন। পালস স্বাভাবিক। ব্লাড প্রেসার ১৭০-৯০। আম্মার জন্য বেশি। এ্যাম্বুলেন্সে করে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে আম্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার বারবারই মনে হচ্ছিলো আজই সব শেষ। ডাক্তার ফিরোজ কোরেশীও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ওপরতলার মেয়েদের ওয়ার্ডে নিয়ে আম্মাকে শুইয়ে রাখা হলো মেঝেতে। কোনো বেড নেই... সঙ্গে... ইনজেকশন দেওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আম্মার জ্ঞান ফিরলো।

আম্মাকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম রাত দশটায়। আগামীকাল তুতুল আসবে, মিন্টু ও তুতুলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার। ইতু ফুফু সারাদিন আম্মার পাশে ছিলেন। এখনো আম্মার ঘরে তার পাশের বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

সেপ্টেম্বর ৩০

The pimp does not know anything about administration, but goes on pretending to be a master of it. As Bassanio said. "Gratiano speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all venues. His reasons are as two grains of wheat hid in two bushels of chaff : you shall seek all day ere you find them, and when you have them they are not worth the search.

নভেম্বর ২৮

সকালে মহিবুল আজিজের সঙ্গে হাসান ভাই, আনু ও আমি বাসে করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ১১টার জায়গায় সেমিনার শুরু হলো সাড়ে এগারোটায়।

ইউনিভার্সিটিতে 'উপন্যাস সংকট' নিয়ে হাসান ভাইয়ের বিস্তারিত আলোচনার পর আমার জন্য সময় রইলো মাত্র পনেরো মিনিট। এদের বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের লোকদের সময়জ্ঞান একেবারে কম। হাসান ভাই তাই প্রায় ঘণ্টাখানেক বললেন, আমি মাত্র পনেরো মিনিটে একেবারেই গুছিয়ে বলতে পারলাম না।

ডিসেম্বর ২২

১. আমি সাধারণত একটি কলমই সবসময় ব্যবহার করি। এইটা দিয়ে আমি গল্প লিখি, কবিতা লিখি, যেসব লেখা কেউ পড়বে না সেসব ছড়া কিংবা এমনি আবোলতাবোল যা ইচ্ছে করে তাই লিখি। এই কলমটা হলো চাইনিজ একটি কলম, নাম ইউথ। এটা দিয়ে আমি চিঠিও লিখি। আমি একটা কলেজে কাজ করি, সেখানে ছেলেদের রোলকল করি, তাদের উপস্থিতি... করি এই কলম দিয়েই। আবার ডাক পিওনের কাছে অনেক চিঠি নিতে হয় স্বাক্ষর দিয়ে, আমি আমার কলম দিয়েই কাজটি করি।
কলমটা আমার বেশ প্রিয়। প্রায় বছর দুয়েক টানা এইটে ব্যবহার করছি। দেখতে খুব গাঢ় সবুজ, ক্যাপটা সাদা।

২. আমাদের ছেলেবেলায় নিবের কলমেই লেখার প্রচলন ছিলো। তবে বড়োরা লিখতেন ফাউন্টেন পেনে। আমার একজন চাচা আমাকে খুব ছেলেবেলায়, বোধহয় ৭ বছর বয়সে, একটি ফাউন্টেন পেন দেন। তো সেই কলম দিয়ে আমি ছড়াটড়া তো বটেই ৮ বছর বয়সে একটি গল্পও লিখে ফেলেছিলাম। আমার ছোটভাই বাবলুর খুব নজর ছিলো ঐ কলমের দিকে। ওর হাত থেকে কলম বাঁচাতে গিয়ে আমি ওটা ফেলে দিয়েছিলাম আলনায় ঝোলানো আমার বাবার পরিত্যক্ত একটি কোটের বুকপকেটে, সেই পকেটের ভেতরটা ছিলো ছেঁড়া, সেই ফুটো দিয়ে গড়িয়ে কলমটা চলে যায় কোটের লাইনিঙের ভেতর। আমি বেশ বেকুবই ছিলাম। আমার ভয় হলো ঐ কলম বোধহয় আর জীবনে পাবো না। খুব রাগ হলো, রাগে কেঁদে ফেললাম। পরে কে যেন কি করে কলমটা উদ্ধার করে দেয়। আমি ম্যাট্রিক পাস করলে আমার চাচা আমাকে একটি শেফার্স কলম উপহার দিয়েছিলেন। তখন তিনি নতুন ডাক্তার, চাকরি করেন খুলনায়। খুলনা থেকে পার্সেল করে কলমটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উপহার পেয়ে ওরমক আনন্দ আর কখনো হয়নি।

৩. আমি নিজে ফাউন্টেন পেন দিয়ে লিখি। তবে কালো কালি ব্যবহার করি বলে বোধহয় ভালো কালিতেই কলমে ময়লা জমে। তাই খুঁজে খুঁজে বগুড়ার তৈরি একটি কালি নিয়ে আসি। কালি যিনি তৈরি করেন তিনি একটু সৌখিন গোছের ব্যবসায়ী, মাঝে মাঝে কালি তৈরি বাদ দিয়ে তিনি যাত্রাদলের সঙ্গে দূরে চলে যান। তখন কালি আর পাওয়া যায় না। সেসময় কখনো কখনো বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করি। তবে ঝর্ণা কলমেই আমি স্বস্তি পাই বেশি।

৪. যে কোনো জিনিস উপহার পেতে আমার ভালো লাগে। কলম উপহার পেলেও ভালো লাগে, তবে তেমন বোধহয় নয়। কারণ আমার নিজের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলমটা আছে আমি ঐটা দিয়েই লিখি। নতুন কলম পেলে রেখে দিই, কাউকে দিয়েও দিই। কলম উপহার দিতেও ভালো লাগে।

৫. আগামী দিনের কলমের প্রাণ থাকলে ভালো হয়। আমি যেভাবে ভাববো কলম যদি তাই লিখে ফেলতে পারতো! তা সেরকম না হলে আর লাভ কি?

৬. এ তো সবারই যেমন হয়, খুব খারাপ লাগে। অনেক সময় লেখা বন্ধ করে উঠে পড়ি। কালি খুঁজে না পেয়ে রাগ করে শুয়ে পড়ি।

৭. আমার কলম সাধারণত হারায় না, একটি কলম আমি ব্যবহার করেছিলাম পাক্কা ১০ বছর। ১৯৭৮ সালে যমুনা নদীর তীরে একটি গ্রামে এক ভদ্রলোকের কলম কি করে আমার পকেটে চলে আসে। চাইনিজ ইউথ কলম, গাঢ় লাল বডি। সেই কলমের নিব বদলাতে হয়েছে দুবার, ভেতরের জিনিসপত্র বদলেছি তিনবার, ওপরের বডিটাও বদলাতে হয়েছে। তবে লাল রঙের বডিই কিনেছি। সেই কলম আমার হারালো ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে। হারিয়ে প্রথম সাত আটদিন খুব খারাপ লেগেছে।

৮. ভাবনা তো থামে না, তবে কিভাবে লিখবো তা ভেবে না পেয়ে কলম থামে। তবে কলম চিবোনোর প্রাকটিস আমার নেই।

৯. না। কলম দিয়েই লিখি, কলম নিয়ে লিখিনি। কলমকে ভালোবেসে কিছু লিখলে তা যদি কলম দিয়েই লিখি তো ঠিক হবে না। কলম দিয়ে কলমের বন্দনা করা কি কলম পছন্দ করবে? নিজের কথা লিখতে কলমের একটু বাধো বাধো ঠেকবে না? আজ প্রায় বছর আটেক হলো আমি চিঠিটিঠি সব টাইপরাইটারে লিখি। গল্পটল্পও প্রথম খসড়াটি কলম দিয়ে লিখে বাকি সব রাফ এবং চূড়ান্ত কপি টাইপরাইটারে লিখি। টাইপরাইটারও কিন্তু আমার খুব প্রিয়। ঐ বিশেষ টাইপরাইটারে লিখে আমি যে স্বস্তি পাই অন্য মেশিনে তেমন হয় না। তো একদিন আমি এই টাইপরাইটার দিয়ে হয়তো আমার কলম নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলতে পারি। কবিতাও লিখতে পারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯ আগস্ট মঙ্গলবার ১৩ ভাদ্র ১৪০২ ২৬ জিল্‌হজ্জ ১৪১৬

29 TUE AUG 1995

Cabin no 202
Repose Nursing Home
Calcutta

প্রিয় মুকাদ,

এখানে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করছি। ডাক্তার বারবার বলছেন যে কিছু বিশেষ কারণে আর, আমাকে এত আর বাসায় [illegible] ডাক্তার [illegible] [illegible] [illegible]

১৯৯৫

(আমার হাতে পাওয়া এটিই শেষ ডায়েরি। গুটিকয় উদ্ধৃতি এবং কয়েকটি লেখার পরিকল্পনার সাথে রয়েছে শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তুতিমূলক একটি লেখা। এ সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার অনেকের ঠিকানা রয়েছে এখানে। এই ডায়েরিটিতেই রয়েছে কলকাতা থেকে ঢাকায় বন্ধু মুফাদকে লেখা চিঠি যাতে তিনি জানাচ্ছেন তাঁর শরীরে ক্যান্সারের আক্রমণের কথা। কলকাতায় চিকিৎসা চলছিলো তার। বোঝা যায় চিকিৎসায় আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। তার তখন জানবার কথা নয় এ আশা প্রতারক। এই লেখা লিখবার বছর খানেকের মাথায় হন্তারক ক্যান্সার কেড়ে নিয়েছিলো তার জীবন। এই ডায়েরি তিনি শেষ করেছেন শিল্পের কথা লিখে, বইয়ের কথা লিখে।)

জানুয়ারি ১

I heard the old, old man say
"Everything alters,
And one by one we drop away."
They had hands like claws, and their knees
Were twisted like the old thorn trees
By the waters.
I heard the old, old man say,
"All that's beautiful drifts away
Like the water."
—W. B. Yeats

জানুয়ারি ৬

Huxley and Mill were in the minority against the popularly accepted lore. "Average weight of man's brain 3.5 Ibs; women's 2Ib 11 ozs."

Geroge Meredith develops the argument, "the test of a civilization." he writes, "is whether men consent to talk on equal terms with women, and to listen to them."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি ৭

১. শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে বসা বাঙালি বিশেষ করে বাঙালি লেখকের জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। দুই বাংলার মধ্যে সমস্ত ভেদ সমস্ত বিভেদ সত্ত্বেও তাদের সাধারণ ঐক্যসূত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুনেছি গ্রিকদের মধ্যে প্রাচীনকালে সহস্র সংঘর্ষ সত্ত্বেও মিল ছিলো হোমার। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে হোমারের চেয়েও বড়ো, তিনি আমাদের কেবল কবিতা বা গান দেননি, আমাদের এলোমেলো ভাবনা সংগঠিত করার শক্তি প্রদান করেছেন। তাঁর নিজের সংসারে এসে কথা বলা মুশকিল।

২. আমি বাংলায় গল্প ও উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি। একজন প্র্যাকটিসিং গল্পকার হিসেবে আমি এখানে কথা বলবো।

৩. উপন্যাসে সৃষ্টি ব্যক্তির উত্থানের সঙ্গে। ইতিহাসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এর উত্থান এবং বিবর্তনের ধারণাটি অনুসরণ করলেই ইউরোপের বিবর্তন বোঝা সম্ভব হয়। Don Quixote,—শেক্সপীয়রের নাটক– এরও আগে Boccaccio-র গল্প ব্যক্তির এই... চোখে পড়ে। বাংলায় দুর্ভাগ্যক্রমে উল্টোটি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র। শরৎচন্দ্র।

৪. রবীন্দ্রনাথই প্রথম একজন ব্যক্তির অনুসন্ধান করেন উপন্যাসে। উপন্যাস হিসেবে যাই হোক সমাজের অসঙ্গতিগুলো ব্যক্তিকে পীড়া দিচ্ছে।

৫. রবীন্দ্রনাথের পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বিভূতিভূষণ উপন্যাসের ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য ও রহস্যকে নিয়ে আসেন ব্যক্তির সামনে।

৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসর্বস্বতা।

AMARBOI.COM

জানুয়ারি ১

The Novelist
Encased in talent like a uniform,
The rank of every poet is well known;
They can amaze us like a thunderstorm
Or die so young or live for years long
They can also dash forward like hussars, but he
Must struggle out of his boyish gift and learn
How to be plain and awkward, how to be
One after whom none think it worth to turn
For to achieve his lightest wish, he must
Become the whole of boredom; subject to

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Vulgar compliments like love, among the just
Be just; among the filthy filthy too.
And is his own weak person; if he can
Must suffer duly all the wrongs of man.
—W. H. Auden

জানুয়ারি ১৮

1. If you try to rush or zoom
   You are sure to meet your doom.
2. See the dangerous overtakers
   End up safe at undertakers.
3. Look out! Slow down! Don't be funny
   Life is precious! Cars lost money.
4. If from speed you get your thrill
   Take precaution, make your will.
5. Be dead slow or be dead.
6. Drive like hell and you will get there.
7. O overtaker? See you later.

ফেব্রুয়ারি ২৩

বাংলাদেশের সাহিত্য। উপন্যাস। কথাসাহিত্য।

১. বাংলাদেশের পাঠকের পক্ষে বাংলাদেশের সাহিত্য আলাদা করে দ্যাখা মুশকিল। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বৈশিষ্ট্য খোঁজ করার জন্য বাইরের লোক দরকার।
২. বাংলাদেশের সাহিত্যকে আলাদাভাবে পড়ানো হচ্ছে কেন?
৩. বাংলাদেশের সাহিত্য ও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য।
৪. অনেক আগে থেকে, ধরা যাক দৌলত উজির খান বা সৈয়দ সুলতান বা আলাওল-এঁদের যে সাহিত্য তা কি বাংলাদেশের সাহিত্য?
৫. উপন্যাসের জন্য প্রস্তুতি।

মার্চ ১৯

১. উপন্যাসের উদ্ভব। সামন্ত সমাজের অবসান, ধনবাদী সমাজের উত্থান। পোপের দাপট শেষ। যুক্তি, বিজ্ঞানচর্চা। সংশয় ও সন্দেহ। ব্যক্তির আবির্ভাব। প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা।
২. ডন কুইক্সোট।
৩. ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিকাশ। আধুনিক যুগের পুরোধা দার্শনিক দেকার্তে মানুষকে 'Master and proprietor of Nature' বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা মানুষকে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির উপাদানে পর্যবসিত করলো। কীভাবে? ব্যক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিসর্বস্বতা।

৪. বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব; বঙ্কিমচন্দ্র; প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করার বদলে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেন বলে তার রচনা শেষ পর্যন্ত গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরৎচন্দ্রও মোটামুটি গল্প লেখক, সমাজের মূল্যবোধ থেকে তিনি বেরুতে পারেন না।

৫. তিরিশের দশক।

৬. বাংলাদেশের উপন্যাসের সমস্যা, সংকট।

এপ্রিল

A college is a corporate body and its students enjoy a corporate life. Whatever their private views, inclinations and convication may be, on the alumni of an educational institution, they should realize that they are bound by a common tie, irrespective of these. A college magazine, as much as a college gymanasium, debating club of library, helps the growth of this sense of unity.

AMARBOI.COM

আগস্ট ২৯

Cabin no 202
Repose Nursing Home
Calcutta

প্রিয় মুফাদ,

এখানে আমার চিকিৎসা খুব যত্ন নিয়েই করা হচ্ছে। ডাক্তার কামরুজ্জামানের থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিলো আনু, ঘটনাচক্রে আমার এখানকার বন্ধুরাও ডা. স্থবির দাশ গুপ্তের সঙ্গে appointment করে রেখেছিলো। ঢাকায় [?] পৌঁছুবার ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই ডাক্তারের সঙ্গে দ্যাখা হয়। পরদিন থেকে investigation শুরু হলো। নানা রকম পরীক্ষার পর দ্যাখা গেছে femer-এর ওপরে হিপ জয়েন্টের একটু নিচে টিউমার হয়েছে, এবং টিউমারটা বেশ হিংস্র, malignant।

এঁরা অপারেশন করে হাড়টা কেটে ফেলবে। তবে তার আগে কেমোথেরাপি দিয়ে malignancy-টা arrest করবে, পরে যাতে সেটা ছড়িয়ে না পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত ৫ দিন কেমোথেরাপি দিচ্ছে,... এক শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই। তবে এরপর মুশকিল হবে। ২১ থেকে ২৮ দিন পর ফের কেমোথেরাপি করবে,– [অসমাপ্ত]

অক্টোবর ১১

১. শিল্প বোধহয় মানুষের চেয়ে বেশি সহৃদয়।

২. When I hold a book in my hand, something made at a printing house by a type-setter, a hero, a hero in his way, with the help of another hero. I get a felling that, something living, wonderful and able to speak to me has entered my life— a new testament, written by man about himself, about a being more complex than anything else in the world, the most mysterious and more worthy of love, a being whose labour and imagination have created everything in the world that is infused with grandeur and beauty.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~